থাস স্পীক ম্যান

Thus Speak Man

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী

Abdul Warith bin Abd Al Mughni

সূচিপত্র

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১) কৌতূহলের শুরু……. 3

২) রানী ভিক্টোরিয়া ও আব্দুল করিম……4

৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ……6

৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ……9

৫) Thus Spake Zarathustra এবং হিপনোটিসম……18

৬) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ……37

৭) হিটলার কেন ইহুদীদের ঘৃণা করতেন?……48

৮) আরিয়ান কারা?……53

৯) শ্রেষ্ঠ জাতি (Master race)……56

১০) নর্ডিক জাতি (Nordic race)……56

১১) আরিয়ানাভারতা (আর্যাবর্ত), আরিয়ানদের আবাসভূমি……57

১২) জরথুস্ত্রের সময়কাল……63

১৩) দশটি হারানো গোত্র (Ten Lost Tribes)…… 68

১৪) আবেস্তান ভাষা (Ancient Avestan language)…… 72

১৫) চিলড্রেন অফ ইসরায়েল…… 75

১৬) বাছুরের গল্প……76

১৭) বর্তমানে আরিয়ানদের চেনার উপায়……78

১৮) আরিয়ানদের সাথে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সম্পর্ক……82

১৯) ঋগবেদে (Rig Veda) আবেস্থান ভাষা……83

কৌতূহলের শুরু

বুড়িগঙ্গার ঐ পারে যারা থাকেন তাদের কাছে বাহাদুর শাহ পার্ক অপরিচিত কিছু নয়। আমি মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর ঐ পার্কে গিয়ে বসি। পার্কটির নাম এক সময় ভিক্টোরিয়া পার্ক ছিল যা রানী ভিক্টোরিয়ার (Queen Victoria; 1819 – 1901) নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল।

বিশ্বকাপ ২০২৬ চলছে, চারিদিকে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার পতাকা; কিছু পর্তুগাল, জার্মানি আর স্পেনের পতাকাও আছে। 'চা খাবি'? মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি তমাল ভাই।

- 'হুম'। আমি অবাক হই নি। উনারা এমনই। হটাত কোথা থেকে উদয় হবে বুঝা মুশকিল। তমাল ভাই মোবাইল ব্যাবহার করেন না, ইন্টারনেটও না। যোগাযোগের উপায় নাই। মরে গেলে জানতেও পারবো না। কিন্তু উনি আমাকে খুঁজে পান কিভাবে? চিন্তার বিষয়।

- তুই কি ভিক্টোরিয়া ও আব্দুল (Victoria & Abdul 2017) মুভিটি দেখেছিস?

- না।

- দেখে নিস।

চা অর্ডার দেয়া দূরে থাক, তমাল ভাই আমার হাতে একটি বই দিয়ে চলে গেলেন। হয়তো কোনো কিছুর গন্ধ পেয়েছেন। আমি একটু ভয় পেলেও চুপচাপ বসে থাকলাম। দ্রুত উঠে গেলে আরও বেশী সন্দেহ করবে। হাতের বইটির নাম দেখলাম, "Thus Spoke Zarathustra" written by Friedrich Nietzsche. ইংলিশ ভার্সন। আমরা বাংলা অনুবাদ পড়ি না কারণ বাংলা অনুবাদ খুবই দুর্বল হয়। মুভিটিও দেখতে হবে, নিশ্চয়ই বড় কোনো কিছুর সুত্র ঐ মুভিতে আছে।

এই বইটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন যা আপনি কোথাও শুনেন নি বা কল্পনাও করেন নি।

বইটি পড়ার পর বাস্তব জগতে ফিরে আসতে আপনার ২-৩ মিনিট সময় লাগতে পারে কারণ এমন অনেক তথ্য আপনি পাবেন যা আপনার চিন্তার জগতকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়ে যাবে।

বইটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে , মাঝখান থেকে পড়লে কিছুই বুঝবেন না। **এটি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ।** "ঋগবেদে (Rig Veda) আবেস্থান ভাষা" - অধ্যায়টি পরিবর্তন করা হয়েছে।

This book is a reply to the book "Thus Spoke Zarathustra" & followers of that book.

রানী ভিক্টোরিয়া ও আব্দুল করিম

রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত থেকে একজন চাকর উপহার দেয়া হয়েছিল যার নাম আব্দুল করিম। আব্দুল করিমের সাথে রানীর খুবই ঘনিষ্ঠ প্লেটোনিক বন্ধুত্ব (platonic friendship) গড়ে উঠে। ব্যাপারটি নিয়ে রাজকীয় কোর্ট অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

প্লেটোনিক বন্ধুত্ব হলো একটি ঘনিষ্ঠ, অ-রোমান্টিক সম্পর্ক, যার বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রকৃত যত্ন এবং মানসিক অন্তরঙ্গতা, যেখানে কোনো যৌন বা রোমান্টিক সম্পৃক্ততা থাকে না। এই ধরণের সম্পর্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানসিক শক্তি জোগায়, একাকীত্ব কমায় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে, যা মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ভার্সিটিতে ডলি মেমের সাথে আমার এমন একটি সম্পর্ক ছিল। আমি বলবো এই ধরণের সম্পর্কে ৫০% বন্ধুত্ব, ৪০% পারস্পরিক সম্মান আর ১০% শারীরিক আকর্ষণহীন রোমান্টিকতা থাকে। কখনো এই নারী আপনার বন্ধু, কখনো প্রেমিকা, কখনো ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যেই থাকবে কিন্তু এই ধরণের সম্পর্কে শারীরিক আকর্ষণ নেই।

যে এই ধরণের সম্পর্কের অংশীদার হয় বুঝতে হবে তার মানসিক উৎকর্ষতা অনেক বেশী। রানী ভিক্টোরিয়া রাজকীয় কোর্ট এবং নিজ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে আব্দুল করিমকে নিজের শিক্ষক 'মুন্সী' করে নেন এবং সম্পর্ক অটুট রাখেন। রানী ভিক্টোরিয়ার সাথে আব্দুল করিমের সম্পর্ক বিতর্কিত এবং স্কেনডেলপূর্ণ (controversial and scandalous) হয়ে উঠে।

১৯০১ সালে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড (King Edward VII) এবং কন্যা বিয়াট্রিস (Beatrice) আব্দুল করিমকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেন: তারা তার ও রানী ভিক্টোরিয়ার মধ্যেকার চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন, তাঁকে ইংল্যান্ডের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেন এবং কঠোর নির্দেশে ভারতে নির্বাসিত করেন। ঘটনাটি প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ২০০৩ সালে সাংবাদিক শ্রাবণী বসু ঘটনাটি পুনরায় সামনে আনেন, যার ফলস্বরূপ ২০১৭ সালে জুডি ডেঞ্চ ও আলি ফজল অভিনীত জীবনীমূলক চলচ্চিত্র 'ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল' (Victoria & Abdul 2017) নির্মিত হয়।

বুঝা যাচ্ছে, রানী ভিক্টোরিয়া একজন ভালো মানুষ এবং উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন নারী ছিলেন। ভিক্টোরিয়া (Alexandrina Victoria) ছিলেন ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ডের (United Kingdom of Great Britain and Ireland) রাণী। তিনি ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সংসদ রানী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতের সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেয়।

রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী ছিলেন স্যাক্স-কোবার্গ এবং গোথার প্রিন্স আলবার্ট (Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha)। ১৮৪০ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার সাথে প্রিন্স আলবার্টের বিয়ে হয় এবং ১৮৬১ সালে প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যু হয়। প্রিন্স আলবার্ট ছিলেন স্যাক্স-কোবার্গ এবং গোথা (House of Saxe-Coburg and Gotha) রাজবংশের সদস্য।

স্যাক্স-কোবার্গ এবং গোথা রাজবংশ ১৮২৬ সাল পর্যন্ত স্যাক্স-কোবার্গ-সালফেল্ড রাজবংশ (Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld) নামে পরিচিত ছিল। স্যাক্স-কোবার্গ এবং গোথা রাজবংশ হলো জার্মান বংশোদ্ভূত একটি ইউরোপীয় রাজবংশ। এর নামকরণ করা হয়েছে এর প্রাচীনতম অঞ্চল, আর্নেস্টাইন ডাচি অফ স্যাক্স-কোবার্গ এবং গোথা-র নামানুসারে, এবং এর সদস্যরা পরবর্তীতে বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল এবং যুক্তরাজ্য ও তার অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের মাধ্যমেই ১৯০১ সালে স্যাক্স-কোবার্গ ও গোথা রাজবংশ ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করে, যখন তার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII) সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯১৭ সালে, জার্মান-বিরোধী মনোভাবের কারণে ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ (George V) আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মান বংশোদ্ভূত স্যাক্স-কোবার্গ ও গোথা রাজবংশের ব্রিটিশ শাখার নাম পরিবর্তন করে উইন্ডসর রাজবংশ (House of Windsor) রাখেন। বর্তমানে আপনারা যে ব্রিটিশ রাজা বা রাজপরিবারকে জানেনে তা ইংল্যান্ড থেকে উৎসরিত হয় নি। বর্তমান ব্রিটিশ রাজপরিবার হচ্ছে আসলে জার্মান রাজপরিবার (German Monarch) কারণ প্রিন্স আলবার্ট এবং রানী ভিক্টোরিয়ার বিয়ের পর থেকে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সবাই প্রিন্স আলবার্টের বংশধর।

১৯০১ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর প্রিন্স আলবার্টের ছেলে সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII) ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৯০১-১৯১০ পর্যন্ত তিনি রাজা ছিলেন। তারপর ১৯১০-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রিন্স আলবার্টের নাতি, সপ্তম এডওয়ার্ডের ছেলে পঞ্চম জর্জ (George V) ব্রিটিশ রাজা ছিলেন। তারপর ষষ্ঠ জর্জ (George VI; 1936-1952) এবং দ্বিতীয় এলিজাবেথ (Elizabeth II; 1952-2022) ব্রিটিশ রাজা বা রানী ছিলেন এবং Head of the Commonwealth এর দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সাল থেকে চার্লস তৃতীয় (Charles III) ব্রিটিশ রাজা এবং Head of the Commonwealth এর দায়িত্ব পালন করছেন। এরা সবাই জার্মান বংশোদ্ভূত স্যাক্স-কোবার্গ ও গোথা রাজবংশের প্রিন্স আলবার্টের বংশধর অর্থাৎ বর্তমান ব্রিটিশ রাজপরিবার হচ্ছে একটি জার্মান বংশোদ্ভূত রাজপরিবার। এরা কেউই ইংল্যান্ডের কেউ নয়। ব্রিটিশ জনগণ জার্মানির রাজপরিবারকে নিজেদের রাজা, রানী হিসেবে গ্রহন করেছে। কিন্তু বর্তমান ব্রিটিশ রাজপরিবারের ভয়াবহ চক্রান্তের কারণে বিশ্ববাসী চরম সংকটে পড়েছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে বলেই মনে হচ্ছে যা এই বইয়ে পরবর্তী আলোচনায় পাবেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়েছিল ক্রিমিয়ান যুদ্ধ (Crimean War; 1853–1856) থেকেই। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল জার প্রথম নিকোলাসের (Tsar Nicholas I) এই দাবি যে, অটোমান সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স প্রজাদের তাঁর সুরক্ষার অধীনে আনা হোক। অটোমান সাম্রাজ্য এই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে, ১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে রুশ সৈন্যরা দানিউবীয় রাজত্বগুলো (Danubian Principalities) দখল করে নেয়। অক্টোবরে অটোমানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে অটোম্যান এম্পায়ার, ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার, ব্রিটিশ রাজ সম্মলিতভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হলেও এই কথা বলা যায় যে, যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় হয়েছিল এবং অটোম্যান এম্পায়ার ইউরোপে তার আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল।

রুশো - টার্কিশ যুদ্ধ (Russo-Turkish War; 1877–1878): রুশ-তুর্কি যুদ্ধ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য এবং রুশ সাম্রাজ্যের নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে একটি সংঘাত, যে জোটে রোমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই যুদ্ধে রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল ১৮৫৩-১৮৫৬ সালের ক্রিমিয়ান যুদ্ধে হারানো

ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা, কৃষ্ণ সাগরে (Black Sea) নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বলকান দেশগুলিকে মুক্ত করার রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করা।

রুশ নেতৃত্বাধীন জোট যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং অটোমানদের কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পিছু হটিয়ে দেয়, যার ফলে পশ্চিম ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ, রাশিয়া ককেশাস অঞ্চলের কার্স এবং বাতুম প্রদেশগুলি দখল করতে সক্ষম হয় এবং বুদজাক অঞ্চলও সংযুক্ত করে। রোমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রোর রাজ্যগুলি, যাদের প্রত্যেকেই কিছু বছর ধরে কার্যত স্বাধীনতা ভোগ করছিল, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রায় পাঁচ শতাব্দীর অটোমান আধিপত্যের (১৩৯৬–১৮৭৮) পর, রাশিয়ার সমর্থন ও সামরিক হস্তক্ষেপে বুলগেরিয়া একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বার্লিন চুক্তি (Treaty of Berlin;1878): বার্লিন চুক্তি ১৮৭৮ সালের ১৩ জুলাই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড, ইতালি, রাশিয়া এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে উক্ত চুক্তি হয়েছিল। ১৮৭৭-১৮৭৮ সালের রুশ-তুর্কি যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়ের পর, প্রধান শক্তিগুলো বলকান অঞ্চলের মানচিত্র পুনর্গঠন করে। তারা প্রাথমিকভাবে সান স্টেফানো চুক্তিতে (Treaty of San Stefano) রাশিয়ার দাবি করা কিছু অর্জন বাতিল করে, কিন্তু অটোমানরা ইউরোপে তাদের প্রধান দখলকৃত অঞ্চলগুলো হারায়। উক্ত কার্যক্রমে, জার্মানির চ্যান্সেলর অটো ফন বিসমার্ক (Otto von Bismarck) ছিলেন সভাপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

Unification of Germany: প্রুশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি অটো ফন বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মান কনফেডারেশন, নর্থ জার্মান কনফেডারেশনে পরিণত হয়। বিসমার্কের নেতৃত্ব প্রুশিয়াকে ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনটি স্বল্পস্থায়ী ও নির্ণায়ক যুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর, তিনি জার্মান কনফেডারেশনকে (German Confederation (1815–1866)) উত্তর জার্মান কনফেডারেশন (North German Confederation) দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন, যা ক্ষুদ্রতর উত্তর জার্মান রাজ্যগুলোকে প্রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে যে, প্রুশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি অটো ফন বিসমার্কের কি ১৮৬৬ সালের উত্তর জার্মান কনফেডারেশনকে সম্প্রসারিত করে অবশিষ্ট স্বাধীন জার্মান রাজ্যগুলোকে একটি একক সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল, নাকি তিনি কেবল প্রুশিয়া রাজ্যের ক্ষমতা প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিসমার্কের 'রিয়েলপলিটিক'(Realpolitik)-এর শক্তি ছাড়াও অন্যান্য কারণ - ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রারম্ভিক আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর একটি সমষ্টিকে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে পরিচালিত করেছিল। তিনটি আঞ্চলিক যুদ্ধে সামরিক সাফল্য—বিশেষ করে প্রুশিয়ার—এমন উৎসাহ ও গর্বের জন্ম দিয়েছিল যা রাজনীতিবিদরা একীকরণের কাজকে এগিয়ে নিতে কাজে লাগাতে পারতেন। এই অভিজ্ঞতা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ, বিশেষ করে ১৮১৩-১৮১৪ সালের মুক্তিযুদ্ধে পারস্পরিক সাফল্যের স্মৃতিকে প্রতিধ্বনিত করেছিল। বহু-জাতিগত অস্ট্রিয়া (অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির অধীনে) বা তার জার্মান-ভাষী অংশকে বাদ দিয়ে একটি জার্মানি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে, ১৮৭১ সালের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একত্রীকরণ অন্তত সাময়িকভাবে দ্বৈততার (Dualism) সমস্যা এড়াতে পেরেছিল।

পরবর্তী বছরগুলিতে এর নাম ও সীমানার আরও বেশ কয়েকটি পরিবর্তন, সাংবিধানিক ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার, সীমিত সার্বভৌমত্বের সময়কাল এবং এর ভূখণ্ড বা সরকারের ঐক্যের বিঘ্ন ঘটা, এবং এর প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সত্ত্বেও, একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাটি আজও ফেডারেল 'রিপাবলিক অফ জার্মানি' হিসাবে টিকে আছে।

অটো ভন বিসমার্ক (Otto von Bismarck) ছিলেন জার্মান রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিক, যিনি জার্মানির একত্রীকরণের (Unification of Germany) তত্ত্বাবধান করেন এবং ১৮৭১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রথম চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিসমার্কের 'রিয়েলপলিটিক' (realpolitik) এবং দৃঢ় শাসনের জন্য তিনি 'লৌহ চ্যান্সেলর' (Iron Chancellor) ডাকনামটি অর্জন করেন।

জার্মান সাম্রাজ্য (German Empire): জার্মান সাম্রাজ্য যা সাম্রাজ্যবাদী জার্মানি, দ্বিতীয় রাইখ (Second Reich) বা সংক্ষেপে জার্মানি নামেও পরিচিত ছিল। ১৮৭১ সালে জার্মানির একত্রীকরণ থেকে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লব (November Revolution) পর্যন্ত হচ্ছে জার্মান রাইখের (German Reich) সময়কাল। ১৯১৮ সালে জার্মানি তার সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

জার্মান সাম্রাজ্য ২৫টি রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব অভিজাত শ্রেণী ছিল: চারটি অঙ্গরাজ্য, ছয়টি গ্র্যান্ড ডাচি, পাঁচটি ডাচি (১৮৭৬ সালের আগে ছয়টি), সাতটি প্রিন্সিপ্যালিটি, তিনটি মুক্ত হ্যানসেটিক শহর এবং একটি সাম্রাজ্যিক অঞ্চল। যদিও প্রুশিয়া (Prussia) এই রাজ্যগুলোর চারটির মধ্যে একটি ছিল, কিন্তু এটি সাম্রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এবং ভূখণ্ড ধারণ করত, এবং প্রুশিয়ার (Prussia) আধিপত্য সাংবিধানিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, কারণ প্রুশিয়ার রাজাই জার্মান সম্রাট হতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ চিহ্নিত করা আজও একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই বলকান অঞ্চলে শুরু হয়েছিল এবং ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এর অবসান ঘটে, যাতে ১৭ মিলিয়ন মানুষ নিহত এবং ২৫ মিলিয়ন মানুষ আহত হয়েছিল।

ইতিহাসবিদরা ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং প্রশ্ন তোলেন যে সংঘাতটি থামানো যেত কিনা, নাকি এর পরিবর্তে গভীরতর কারণগুলি এটিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাৎক্ষণিক কারণগুলির মধ্যে ছিল জুলাই সংকটের সময় রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনাপতিদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, যা অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে (Archduke Franz Ferdinand) বসনীয় সার্ব জাতীয়তাবাদী গ্যাভরিলো প্রিন্সিপের (Gavrilo Princip) হত্যার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যাকে সার্বিয়ার একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন সমর্থন করেছিল। গ্যাভরিলো প্রিন্সিপ কেন অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করেছিল?

গ্যাভরিলো প্রিন্সিপ ব্ল্যাক হ্যান্ড (Black Hand) নামের একটি সংগঠনের সদস্য ছিল। ব্ল্যাক হ্যান্ড (Black Hand) নামের সংগঠনটি ছিল সার্বিয়ান সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার একটি **Secret Society** যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্লাভ (Slav) জাতীয়তাবাদকে উদ্‌বুদ্ধ করতো এবং যারা এই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে থাকতো তাদেরকে টার্গেট করতো। ব্ল্যাক হ্যান্ড ১৯০৩ সালে সার্বিয়ার রাজাকেও হত্যা করেছিল কারণ তাদের মতে রাজা অতিরিক্ত মাত্রায় অস্ট্রিয়াপন্থী ছিলেন।

Black Hand সরাসরি আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল কি না - এটা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে কারণ সেই সময়ে সংগঠনটি মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পূর্বে ঐ সংগঠনের সদস্য ছিল এমন কিছু লোক দ্বারা আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দকে হত্যা করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান কর্তৃপক্ষ তাদেরই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন এজেন্টকে সার্বিয়ায় পাঠিয়েছিল তদন্ত করে দেখার জন্য যে, সার্বিয়ান সরকার উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কি না? ১৯১৪ সালের জুলাইয়ের তের তারিখে উক্ত এজেন্ট রিপোর্ট করেন যে, " সার্বিয়ান সরকার যে এটির প্রস্তুতি বা অস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে জানত বা চক্রান্ত করেছিল তার ইঙ্গিত করার বা এমনকি সন্দেহের জন্ম দেওয়ার মত কিছুই নেই।" ("There is Nothing to indicate or even to give rise to the suspicion, that the Serbian Government knew about the plot, it's preparation, or the Procurement of Arms.")

অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান কূটনীতিক এবং রাজনীতিকরা উক্ত রিপোর্টকে কোনো মূল্যই দেয় নি। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান কূটনীতিক এবং রাজনীতিকদের জন্য এই হত্যাকাণ্ড ছিল সার্বিয়াকে শাস্তি দেয়ার একটি অসাধারণ সুযোগ – যে সুযোগের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। সুতরাং, একেবারে শুরু থেকেই অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে ছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের প্রথম ১-২ সপ্তাহ অস্ট্রিয়ান রাজা প্রথম ফ্রাঞ্জ জোসেফ (Franz Joseph I) যিনি সম্পর্কে আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের চাচা হতেন – তিনি ভাবতে পারেন নি যে - এই হত্যাকাণ্ডের পরিনতি এত ভয়াবহ হবে অর্থাৎ সার্বিয়া - অস্ট্রিয়া যুদ্ধের মত পরিস্থিতি হবে, কিন্তু অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান কুতিনীতিক এবং সামরিক বাহিনীর নেতারা যুদ্ধের পক্ষে জোরালো মতামত দিচ্ছিল।

গ্যাভরিলো প্রিন্সিপ চেয়েছিলো পুরো পুরো যুগোস্লাভকে একীকরণ এবং তা যেন অস্ট্রিয়া থেকে মুক্ত হয়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ক্রোয়েট এবং বসনিয়াকদের অন্তর্ভুক্ত থাকার সত্যটি গোপন করার চেষ্টা করেছিল, এটা করার জন্য এমনকি তারা সংবাদ প্রতিবেদনে তাদের একজনের নামও পরিবর্তন করে দিয়েছিল, যাতে পুরো পরিকল্পনাটিকে সার্বীয় উৎসের এবং শুধুমাত্র সার্বদের দ্বারা পরিচালিত হিসাবে চিত্রিত করা যায়। যেহেতু ব্ল্যাক হ্যান্ড (Black Hand) আততায়ীদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল এবং তাদের সীমান্ত পার হতে সাহায্য করেছিল, তাই এই হত্যাকাণ্ডে তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু এতে এটি প্রমাণিত হয় না যে, সার্বিয়ান সরকার এই

হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানত, অনুমোদন দেয়া তো দূরের কথা, কিন্তু অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির জন্য সার্বিয়ার প্রতি জুলাই আল্টিমেটাম (July Crisis) নামে পরিচিত একটি কূটনৈতিক পদক্ষেপ জারি করার জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। ডেভিড ফ্রমকিনের মতে, এই হত্যাকাণ্ডগুলো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সার্বিয়াকে ধ্বংস করার জন্য কোনো কারণ নয়, বরং একটি অজুহাত দিয়েছিল। অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ড না হলেও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে হামলা করতো তারা শুধু একটি অজুহাত খুঁজছিল – এই অজুহাতটি তারা অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পেয়ে যায়।

এখন আমরা দেখবো, অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডটি কিভাবে ঘটেছিল?

দানিলো ইলিচের (Danilo Ilić) সমন্বয়ে গঠিত ছয়জন বসনীয় গুপ্তঘাতকের একটি দলের অংশ ছিলেন প্রিন্সিপ। এই দলে আরও ছিলেন মুহামেদ মেহমেদবাশিচ (Muhamed Mehmedbašić), ভাসো চুব্রিলোভিচ (Vaso Čubrilović), নেদেলকো চাব্রিনোভিচ (Nedeljko Čabrinović), সিভিয়েতকো পোপোভিচ (Cvjetko Popović) এবং ত্রিফকো গ্রাবেজ (Trifko Grabež)। তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন বসনীয় সার্ব (Bosnian Serbs) এবং একটি বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য, যা পরবর্তীতে ইয়ং বসনিয়া (Young Bosnia) নামে পরিচিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসন থেকে মুক্ত করা এবং একটি সাধারণ দক্ষিণ স্লাভ ("যুগোস্লাভ") রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই হত্যাকাণ্ড জুলাই সংকটের সূত্রপাত ঘটায়, যার ফলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

এই গুপ্তঘাতক দলকে ব্ল্যাক হ্যান্ড (Black Hand) নামক একটি সার্বীয় গোপন জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী সাহায্য করেছিল। সার্বিয়ান জেনারেল স্টাফের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ড্রাগুটিন দিমিত্রিজেভিচ (Dragutin Dimitrijević), মেজর ভোজিস্লাভ টাঙ্কোসিচ (Major Vojislav Tankosić) এবং সার্বিয়ান গোয়েন্দা এজেন্ট রাডে মালোবাবিচের (Rade Malobabić) কাছ থেকে সমর্থন এসেছিল। মেজর ভোজিস্লাভ টাঙ্কোসিচ হত্যাকারীদের বোমা ও পিস্তল সরবরাহ করেছিলেন এবং সেগুলোর ব্যবহারে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। হত্যাকারীদের গোপন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও এজেন্টদের

নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল, যা মালোবাবিচ (Rade Malobabić) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে অস্ত্র ও কর্মী অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করতেন।

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন, রবিবার সকালে, ইলিচ ছয়জন আততায়ীকে মোটর শোভাযাত্রার পথে অবস্থান করান। ইলিচ রাস্তায় হেঁটে আততায়ীদের সাহস জোগান। ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং তার দল ইলিজা স্পা থেকে ট্রেনে করে সারায়েভোর দিকে রওনা হন। গভর্নর অস্কার পটিওরক সারায়েভো স্টেশনে দলটির সাথে দেখা করেন। ছয়টি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। **ভুলবশত,** তিনজন স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা বিশেষ নিরাপত্তার প্রধান কর্মকর্তার সাথে প্রথম গাড়িতে উঠে পড়েন; যে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের তাদের প্রধানের সাথে থাকার কথা ছিল তারা পিছনে থেকে যান। দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন সারায়েভোর মেয়র এবং পুলিশ প্রধান। মোটর শোভাযাত্রার তৃতীয় গাড়িটি ছিল একটি গ্রাফ অ্যান্ড স্টিফট ২৮/৩২ পিএস খোলা স্পোর্টস কার যার ছাদ ভাঁজ করা ছিল। ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড (Franz Ferdinand), সোফি (Sophie), গভর্নর অস্কার পটিওরক (Oskar Potiorek) এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ফন হ্যারাক (Franz von Harrach) এই তৃতীয় গাড়িতে চড়েছিলেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে মোটরকেডের প্রথম বিরতি ছিল একটি সামরিক ব্যারাক সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের জন্য। কর্মসূচী অনুযায়ী, সকাল ১০:০০ টায়, মোটরকেডটি অ্যাপেল কোয়ে হয়ে ব্যারাক থেকে টাউন হলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল।

আমি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত করে বলছি। সকাল ১০ঃ১০ মিনিটে সর্ব প্রথম আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের গাড়িবহর সর্ব প্রথম বোমা হামলার শিকার হয়। কিন্তু এতে হত্যাকারী দলের সদস্য লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হলে ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডকে বহনকারী গাড়িটি বেচে যায়। এত বড় বোমা হামলা সত্ত্বেও আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড তার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থিত হন। সভা শেষে ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং সোফি কিভাবে ফিরে যাবেন তা নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় পরামর্শ আসে যে, অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী আসবে এবং রাস্তার দুই ধারে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবে তারপর ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং সোফি যাবেন কিন্তু গভর্নর জেনারেল অস্কার পোটিওরেক (Governor-General Oskar Potiorek) এই পরামর্শ বাতিল করে দেন এই কথা বলে যে, "সরাসরি সামরিক মহড়া থেকে আসা সৈন্যদের কাছে এই ধরণের দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত পোশাক থাকবে না। তিনি উপসংহারে বলেন, "আপনারা কি মনে করেন যে সারায়েভো গুপ্তঘাতকে ভরা?" এই যুক্তিটি যে সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা অজুহাত তা যে কোনো সাধারণ লোকও বুঝতে পারবেন কারণ নিরাপত্তা দেয়ার জন্য পোশাক

প্রয়োজন হয় না। বরং সাদা পোশাকে থাকলে নিরাপত্তা দিতে আরও বেশী সুবিধা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় সাদা পোশাকে নিরাপত্তারক্ষীরা নিযুক্ত থাকেন। গভর্নর জেনারেল অস্কার পোটিওরেক নিজেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন এমন সম্ভাবনা প্রবলভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে নইলে বোমা হামলা হবার পরও তিনি কেন বেহুদা অজুহাত দিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী নিযুক্ত করতে বাধা দিলেন?

তাছাড়া গাড়ি বহর যখন প্রথমে রওনা দিয়েছিল তখন **ভুলবশত,** তিনজন স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা বিশেষ নিরাপত্তার প্রধান কর্মকর্তার সাথে প্রথম গাড়িতে উঠে পড়েছিলো ; যে বিশেষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের তাদের প্রধানের সাথে থাকার কথা ছিল – এখান থেকেও সন্দেহ আসে যে, পুরো হত্যাকাণ্ডে আরও অনেকে জড়িত ছিল। তারা আসলেই ভুলবশত প্রথম গাড়িতে উঠেছিল না তাদের কাছে তথ্য এবং নির্দেশনা ছিল যে - তারা যেন প্রথম গাড়িতে উঠে। হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার কথা তারা হয়তো জানতো। যাই হোক, আমরা দেখি তারপর কি হয়েছিল?

ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড দম্পতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক (Governor-General Oskar Potiorek) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাজকীয় মোটর শোভাযাত্রাটি অ্যাপেল কোয়ে বরাবর সোজা সারায়েভো হাসপাতালের দিকে যাবে যাতে তারা শহরের জনবহুল কেন্দ্র এড়াতে পারে। যাইহোক, **পটিওরক** (Governor-General Oskar Potiorek) **তার সিদ্ধান্ত চালকদের জানাতে ব্যর্থ হন।** ফলস্বরূপ, আর্চডিউকের চালক, লিওপোল্ড লোজকা, ল্যাটিন ব্রিজে ডান দিকে মোড় নেন ঠিক যেমন তার সামনের দুজন চালক করেছিলেন। ঐতিহাসিক জোয়াকিম রেমাকের (Joachim Remak) মতে, এর কারণ হল পটিওরকের সহকারী এরিক ভন মেরিজি হাসপাতালে ছিলেন, তাই লোজকাকে (Lojka) পরিকল্পনার পরিবর্তন এবং গাড়ি চালানোর পথ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন নি। সারায়েভোর পুলিশ প্রধান এডমুন্ড গের্ডে(Edmund Gerde), যিনি এর আগে রাজকীয় সফরের জন্য **অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার** বিষয়ে পটিওরেককে (Governor-General Oskar Potiorek) বারবার সতর্ক করেছিলেন তিনি গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক-কে (Governor-General Oskar Potiorek) আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের একজন সহকারীকে চালকদের নতুন পথের কথা জানাতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তের বিভ্রান্তি ও উত্তেজনার মধ্যে তিনি (Governor-General Oskar Potiorek) তা করতে অবহেলা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক (Governor-General Oskar Potiorek) হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

প্রথম গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে জানতে পেরে, হত্যাকারী প্রিন্সিপ, আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের ফেরার পথে তাকে গুপ্তহত্যা করার জন্য একটি অবস্থানের কথা ভাবেন এবং ল্যাটিন ব্রিজের কাছে, শিলারের ডেলিকেটসেনের সামনে একটি অবস্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন (এই ভবনটিতে এখন সারায়েভো জাদুঘর ১৮৭৮-১৯১৮ রয়েছে)। এই সময়ে, আর্চডিউকের মোটরকেডের প্রথম এবং দ্বিতীয় গাড়ি অ্যাপেল কোয়ে ছেড়ে হঠাৎ ডানদিকে একটি পাশের রাস্তায় মোড় নেয়। যখন আর্চডিউকের চালক তাদের পথ অনুসরণ করেন, **তখন গভর্নর পটিওরেক, যিনি রাজকীয় দম্পতির সাথে তৃতীয় গাড়িতে ছিলেন, চালককে ভুল পথে যাওয়ার কারণে গাড়ি থামাতে বলেন।** চালক ব্রেক চাপেন, এবং যখন তিনি গাড়িটি রিভার্স গিয়ারে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তখন **চালক দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকারী প্রিন্সিপ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার কাছাকাছি গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেন।** হত্যাকারী প্রিন্সিপ গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে এগিয়ে আসে এবং বেলজিয়ামে তৈরি ফ্যাব্রিক ন্যাশিওনাল মডেল 1910 .380 ক্যালিবার পিস্তল ব্যবহার করে ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং সোফিকে খুব কাছ থেকে গুলি করে। আলবার্টিনির মতে, "প্রথম গুলিটি আর্চডিউকের জুগুলার শিরায় আহত করে, দ্বিতীয়টি ডাচেসের পেটে ক্ষত সৃষ্টি করে"। গুলিকারী প্রিন্সিপ নিজেকে গুলি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাকে অবিলম্বে ধরে ফেলা হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়। তার সাজা ঘোষণার সময়, হত্যাকারী প্রিন্সিপ বলেছিলেন যে তার উদ্দেশ্য ছিল গভর্নর পটিওরককে হত্যা করা, সোফিকে নয়।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক (Governor-General Oskar Potiorek) আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং সোফি হত্যায় জড়িত ছিল। শুধু তাই না - ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এবং সোফিকে বহনকারী গাড়ির চালকও হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক উভয়েই হত্যাকারী প্রিন্সিপকে চিনতো নইলে তারা গাড়ি একদম হত্যাকারী প্রিন্সিপের সামনে এনে রাখবে কেন?

মজার ব্যাপার হচ্ছে - যে হত্যাকাণ্ডের জন্য এত বড় যুদ্ধ হল সেই হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় নি। উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রিন্সিপকে মাত্র ২০ বছর জেল দেয়া হয়েছিল। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে প্রিন্সিপকে বলা হয়েছিল যে - সে যেন সাক্ষী দেয় যে, "তার উদ্দেশ্য ছিল গভর্নর পটিওরককে হত্যা করা, সোফিকে নয়।" অর্থাৎ এই সাক্ষী দিয়ে সে গভর্নর জেনারেল অস্কার পটিওরক-কে সকল

সন্দেহের উর্ধে নিয়ে গিয়েছিল। তাই পুরস্কার হিসেবে প্রিন্সিপকে বড় ধরণের শাস্তি না দিয়ে মাত্র ২০ বছরের জেল দেয়া হয়েছিল।

এগুলো আমার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ – আপনারা আমার সাথে একমত হবেন বা হবেন না। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটানোর জন্য পিছনে থেকে অনেকগুলো শক্তি কাজ করেছে যারা আমাদের চিন্তার বাহিরে থেকে গেছে।

হত্যাকাণ্ডের পর গুরুতর কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু হয়। অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে। কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান অসম্ভব ছিল কারণ অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরি এমন কিছু শর্ত সার্বিয়াকে দিয়েছিল যা সার্বিয়ার পক্ষে মানা অসম্ভব। সার্বিয়াকে রাশিয়া সমর্থন করতো আর অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরিকে সমর্থন করতো জার্মানি। কূটনৈতিক পদক্ষেপ শুরুর আগেই অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরি জার্মানিকে অনুরোধ করেছিল যে, যদি সার্বিয়াকে রাশিয়া সমর্থন করে তাহলে অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরিকে যেন জার্মানি সমর্থন করে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যে এমন ছিল না তা পরবর্তী আলোচনায় আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রকৃত পক্ষে, অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরিকেই জার্মানি বলেছিল যে - যদি রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয় তাহলে জার্মানি অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরির পক্ষে অবস্থান নিবে অর্থাৎ অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরিকে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে দিয়েছিল জার্মানি। ইতিহাসে এই ঘটনা ব্ল্যাংক চেক (Blank Cheque) নামে পরিচিত হয়ে আছে।

২রা জুলাই, বার্লিনে নিযুক্ত স্যাক্সন রাষ্ট্রদূত তার রাজাকে লিখে জানান যে, জার্মান সেনাবাহিনী চায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যত দ্রুত সম্ভব সার্বিয়া আক্রমণ করুক কারণ একটি সাধারণ যুদ্ধের জন্য সময়টি উপযুক্ত ছিল যেহেতু জার্মানি - রাশিয়া বা ফ্রান্সের চেয়ে যুদ্ধের জন্য বেশি প্রস্তুত ছিল। ৩রা জুলাই, বার্লিনে নিযুক্ত স্যাক্সন সামরিক অ্যাটাশে (Saxon military attaché) রিপোর্ট করেন যে জার্মান জেনারেল স্টাফ (German General Staff) "এখনই যুদ্ধ শুরু হলে খুশি হবেন"।

পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অনেকটা বাধ্য করছে। ব্যাপারটা এমন যে - "Do it now or We will not support you anymore".

দ্বিতীয় ভিলহেলম (Wilhelm II) জার্মান জেনারেল স্টাফের মতামতের সাথে একমত হন এবং ৪ জুলাই ঘোষণা করেন যে তিনি "সার্বিয়ার সাথে হিসাব চুকিয়ে ফেলার" পক্ষে। তিনি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত, কাউন্ট হাইনরিখ ফন চিরস্কিকে (Count Heinrich von Tschirschky) সংযম প্রদর্শনের

পরামর্শ দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং লেখেন যে "চিরস্কি যদি বাজে কথা বলা বন্ধ করেন তবে খুব ভালো হয়। আমাদের অবশ্যই সার্বদের দ্রুতই শেষ করতে হবে। এখনই অথবা কখনোই না!"। ফলে, চিরস্কি পরের দিন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সরকারকে বলেন যে "সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্র যে পদক্ষেপই নিক না কেন, জার্মানি সব পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সমর্থন করবে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যত তাড়াতাড়ি আঘাত হানবে, ততই ভালো"। ১৯১৪ সালের ৫ জুলাই, জার্মান জেনারেল স্টাফের প্রধান হেলমুথ ফন মোল্টকে (Helmuth von Moltke) লেখেন যে, "অস্ট্রিয়াকে অবশ্যই সার্বদের পরাজিত করতে হবে"।

১২ই জুলাই, শোয়েগিয়েনি (Szögyény) বার্লিন থেকে জানান যে জার্মান সরকারের সকলেই চান অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যেন অবিলম্বে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যুদ্ধ না শান্তি - এই বিষয়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সিদ্ধান্তহীনতায় জার্মানির নেতারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৪ই জুলাই, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত চিরশকি ((Count Heinrich von Tschirschky) জার্মানির নেতৃবৃন্দকে জানান যে - "অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এমন একটি দাবী সার্বিয়ার কাছে পেশ করবে যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে এবং এর ফলস্বরূপ যুদ্ধ শুরু হবে।"

এদিকে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে অবস্থান গ্রহন করে এবং নিশ্চিতভাবেই গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তারা জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মধ্যকার আলোচনা কিছুটা হলেও জানতে পারে। তাই, রাশিয়াও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করে। রাশিয়া নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, যুদ্ধের জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির চেয়ে জার্মানি বেশী উদগ্রীব। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বিজয়ী হলে আসলে তা জার্মানির বিজয় হবে এবং ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে যাবে। তাই রাশিয়ার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না।

১৯১৪ সালের ২৫শে জুলাই, রাশিয়া তার সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক অবস্থায় রাখে। এজন্য অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে দোষারোপ করেন। রাশিয়া প্রথমে কেন সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক অবস্থায় থাকতে বলেছিল? এটা না করলে যুদ্ধ হত না। এখানে আপনাদের বুঝতে হবে যে, রাশিয়ার কূটনীতিক এবং গোয়েন্দারা জার্মানির আচরণ এবং কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন - যুদ্ধ হবেই। এখন তারা কি প্রস্তুতি না নিয়ে চুপ করে বসে থাকবে?

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই সময় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির প্রচুর সৈন্য সেনাবাহিনীতে ছিল না, তারা ফসল কাটতে ব্যস্ত ছিল। পৃথিবীর কোন দেশ এমন অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা করবে? পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, জার্মানির চাপে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

যুদ্ধের ফলাফল সবার জানা। কিন্তু যেই বিষয়টা কারো জানা নয় তা হলো অস্ট্রিয়া - হাঙ্গেরির আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ডের পিছনে ছিল জার্মানি। এটা এখন তথ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয় কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ যোগ্য।

ব্ল্যাক হ্যান্ড (Black Hand) নামের সংগঠনটি ছিল সার্বিয়ান সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার একটি Secret Society. উক্ত সংগঠনে অনেক সদস্য ছিল যারা সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতো। একটি দেশের গোয়েন্দাদের সাথে অন্য দেশের গোয়েন্দাদের যোগাযোগ থাকে, কখন কে, কার পক্ষে কাজ করবে - বলা মুশকিল। আনুগত্য ঠিক রাখা কঠিন, অনেকেই টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। আমি সন্দেহ করি, জার্মানির গোয়েন্দাদের সাথে Black Hand এর সামরিক বাহিনীতে থাকা সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। জার্মানি যেভাবে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব ছিল তাতে আমার সন্দেহ আরও জোরালো হয় যে, জার্মানির গোয়েন্দারা আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ডের পিছনে কাজ করেছে। আমাদেরকে কোনো ঘটনার **End Result** দেখতে হবে, দেখতে হবে - এই ঘটনায় কে লাভবান হচ্ছে? কে চাচ্ছে যে এই ঘটনা ঘটুক? ডেভিড ফ্রমকিনের মতে, "এই হত্যাকাণ্ডগুলো (আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড, সোফি ও অন্যদের হত্যাকাণ্ড) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সার্বিয়াকে ধ্বংস করার জন্য কোনো কারণ নয়, বরং একটি অজুহাত দিয়েছিল"। তাহলে, জার্মানিই তো চেয়েছিল যুদ্ধ লাগুক – এখান থেকে কি বুঝা যাচ্ছে?

তাছাড়া গভর্নর জেনারেল অস্কার পোটিওরেক (Governor-General Oskar Potiorek) এবং গাড়ির ড্রাইভারকে কেন হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকার পরেও কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না? কেন তারা বেচে গেলো? হত্যাকারী প্রিন্সিপকে কেন মাত্র ২০ বছর জেল দেয়া হল? আমাদের বুঝতে হবে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি জার্মানির কথামত চলতো। জার্মানি যা বলতো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তাই করতো। আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড হত্যায় জার্মানির গোয়েন্দারা জড়িত ছিল – এটা এখন তথ্য – প্রমাণ (Evidence) দিয়ে প্রমাণ (Prove) করা সম্ভব নয় কিন্তু আনুষঙ্গিক ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জার্মানি উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল – এমন একটা সম্ভবনা থেকেই যায়।

Thus Spake Zarathustra এবং হিপনোটিসম

এখন আমরা এমন একটি বই সম্পর্কে জানবো যে বইটিকে ১ম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। বইটির নাম, "থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা" (Thus Spake Zarathustra) বইটি লিখেছেন, ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে পরিচালিত বছরগুলিতে জার্মানিতে ফ্রিডরিখ নিটশের ভূমিকা:

১. ফ্রিডরিখ নিটশের ধারণাগুলি জার্মানির সামরিক ও জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল যা তাদেরকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।

২. দ্বিতীয় কায়সার উইলহেম (Kaiser Wilhelm-II) আক্রমনাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন যা বিসমার্কের কূটনৈতিক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, যা জার্মান পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

৩. ফ্রিডরিখ নীটশের দর্শন 1914-এর পূর্বের জার্মানিতে প্রোটোফ্যাসিজমের (Protofascism) উত্থানে অবদান রেখেছিল।

৪. যুদ্ধকে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ সমাজের জন্য একটি মুক্তির শক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, যা বীরত্বের নিটসচিয়ান থিমগুলির (Nietzschean themes) প্রতিধ্বনি করে।

৫. ফ্রিডরিখ নিটশের কাজের 150,000 এরও বেশি কপি 1914 সালের মধ্যে জার্মান সৈন্যদের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল, যা ফ্রিডরিখ নিটশের ব্যাপক প্রভাব জার্মান রাজনীতিক ও জেনারেলদের মধ্যে থাকার কথা প্রমাণ করে।

"থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা" বইটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের পড়তে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ব্যাক্তি অ্যাডলফ হিটলার (Adolf Hitler) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি এই বইটি পড়েছিলেন – এটা নিশ্চিত। হিটলার "Will to power" এ বিশ্বাস করতেন যা ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশের (Friedrich Wilhelm Nietzsche) প্রধান একটি দর্শন। বুঝা যাচ্ছে, হিটলার যে ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশের শুধু "থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা" (Thus Spake Zarathustra) বইটি পড়েছেন এমন নয়, হিটলার সম্ভবত ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশের সকল বই পড়েছেন এবং তিনি ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশের একজন ভক্ত ছিলেন। হিটলার আরও অনেক কিছুই পড়েছেন যার প্রমাণ আমরা পরে পাবো।

‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা’ ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। যেহেতু বইটি ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সকল সৈন্যকে পড়তে দেয়া হয়েছিল তাহলে বুঝা যাচ্ছে জার্মান জেনারেল এবং রাজনীতিকরা উক্ত বই আগেই পড়েছিলেন এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেই তারা বইটি সকল সৈন্যদের পড়তে দেন। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বেই বইটি জার্মান রাজনীতিক, জেনারেল, জনগণের মনস্তত্ত্ব তৈরি করতে কাজ করেছে।

আপনারা কেউ কি হিপনোটিক বই (hypnotic book) পড়েছেন বা হিপনোটিসম (Hypnotism) সম্পর্কে জানেন? এটাকে মুসলিম এবং খ্রিস্টান অনেক আলেম 'কালো জাদু' (Black Magic) বলে থাকেন। সাইকোলজিসটরা (psychologist) যে হিপনোটিসম করেন তা অনেক ধরণের হতে পারে। 'সেলফ হিপনোটিসম' (self Hypnotism) এবং 'অটো সাজেশন' (Autosuggestion) সম্পর্কে যারা জানেন তারা বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন যে এটি একটি 'হিপনোটিসম' (Hypnotism) ভিত্তিক বই। সাধারণত সাইকোলজিসটরা যে হিপনোটিসম করেন তাতে তারা কালো জাদু ব্যাবহার করেন না। কালো জাদু হচ্ছে অতি উচ্চ মাত্রার 'হিপনোটিসম'। এই জাদু বা 'হিপনোটিসম' করতে হলে অংশগ্রহনকারীকে অবশ্যই আল্লাহকে (God) কে অস্বীকার করতে হবে। এই কাজটি "থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা" বইটিতে করা হয়েছে - এই কথা বলে যে, “আল্লাহ মারা গেছেন" (God had died); যারা বইটি পড়েছেন তারা অনেকেই বলেছেন যে - এই কথাটির অর্থ তারা বুঝতে পারেন নি। এটা হচ্ছে, কালো জাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিসম এর প্রধান একটি শর্ত। শিরক না করলে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার না করলে কালো জাদু হয় না বা ব্ল্যাক হিপনোটিসম হয় না। বইটির প্রতিটি বাক্যে অতি শক্তিশালী ব্ল্যাক হিপনোটিসম ব্যাবহার করা হয়েছে।

বইটি প্রথম ২ পৃষ্ঠা পড়ার পরই আমি বুঝতে পারি যে, এটা একটা ব্ল্যাক হিপনোটিসমের বই যাতে জরাথুস্ট্রা নিজেকে God হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষকে না না ভাবে তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করেছেন তারপর নতুন এক ধরণের মানুষের কথা বলেছেন যাকে তিনি "সুপার হিউম্যান" (Superman / Übermensch) নামে অভিহিত করেছেন। এটাও কালো জাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিসমের একটি বৈশিষ্ট্য যে, নিজেকে ঘৃণা করতে শিখানো এবং নিজের সত্ত্বাকে অস্বীকার করে নিজেকে অন্য কিছুতে পরিণত করা। যারা লিঙ্গ পরিবর্তন (Gander change/ Transgender) করতে চায় তাদের উপর এই ধরণের কালো জাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিসম প্রয়োগ করা হয়; তাদের মন -মানুসিকতা, চিন্তা - চেতনা পরিবর্তন করার জন্য।

হিপনোটিসম (Hypnotism) অনেক মাধ্যমে করা যেতে পারে। সরাসরি হতে পারে, অডিও হতে পারে, ভিডিও হতে পারে, লিখিত বা বইয়ের মাধ্যমে হতে পারে। কাউকে হিপনোটাইজ (Hypnotize) করতে হলে প্রথমে তার থেকে অনুমতি নিতে হয়। সরাসরি হিপনোটিসমের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম আর অডিও, ভিডিও, বইয়ের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো শুরুতেই বলা বা লেখা থাকে সতর্কতা হিসেবে।

অনেক ক্ষেত্রেই Hypnotism ব্যাবহার করা হতে পারে। কারো Perception, Personality পরিবর্তন করার জন্যও এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। হিপনোটিসম (Hypnotism) সাধারণত মানুষের অবচেতন মনের (subconscious mind) উপর প্রয়োগ করা হয়। অবচেতন মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার এই অবচেতন মনে পরিবর্তন হলে পুনরায় তা পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। ধরুন, আপনি পুরুষ, আপনি পুরুষের মত চিন্তা করেন, নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন। এটা আপনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া - এজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হয় না। এটা হচ্ছে অবচেতন মনের (subconscious mind) কাজ। একবার যদি আপনার অবচেতন মন নারীর মত চিন্তা করা শিখে যায় তাহলে আপনি নিজেকে নারী মনে করবেন এবং পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তখন এটা হবে আপনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, এজন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। হিপনোটিসম (Hypnotism) আপনার অবচেতন মনকে শিখাবে কিভাবে নারীর মত চিন্তা করতে হয়। একবার আপনার অবচেতন মন এটা শিখে গেলে আপনার শরীর থাকবে পুরুষের মতই কিন্তু চিন্তা হবে নারীর মত। তখন মানুষ নিজের শরীরকে পরিবর্তন করার জন্য প্লাস্টিক সার্জারি করে , হরমোন থেরাপি নেয়। অর্থাৎ অবচেতন মনের পরিবর্তন তার নিজেকেই পরিবর্তন করে দেয়। অবচেতন মন কতটুকু পরিবর্তন হবে তা নির্ভর করে কত শক্তিশালী হিপনোটিসম (Hypnotism) প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আপনি হিপনোটাইজ (Hypnotized) হবার জন্য কতটুকু উপযুক্ত তার উপর। সবাই একই রকম হিপনোটাইজড হয় না।

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে খুবই শক্তিশালী হিপনোটিসম (Hypnotism) ব্যাবহার করা হয়েছে। এতই শক্তিশালী যে - আপনি যদি জেনে বুঝেও বইটি পড়েন এবং হিপনোটাইজড হতে না চান তবুও আপনি হিপনোটাইজড হয়ে যাবেন। যেহেতু বইটি জার্মান ভাষায় লেখা হয়েছে তাই জার্মান ভাষায় মূল বইটি পড়লে আপনি সবচেয়ে বেশী হিপনোটাইজড হবেন। অনুবাদ পড়লে ততটা হিপনোটাইজড হবেন না কারণ অনুবাদে মূল বইয়ের ভাব, বাচনভঙ্গিসহ অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। আমি বইটি ইংলিশ এবং বাংলায় পড়েছি কিন্তু সম্পূর্ণ বইটি পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আমি যতই চেষ্টা করছিলাম - আমি যেন হিপনোটাইজড না হই কিন্তু বইটি আমাকে হিপনোটাইজ করে ফেলছিল ফলে

আমি বইটি সম্পূর্ণ পড়িনি। বইটির প্রতিটি বাক্যে অতি উচ্চ মাত্রার হিপনোটিজম টেকনিক ব্যাবহার করা হয়েছে। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছিঃ

বইয়ের নামঃ'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা'

১) **প্রথম খণ্ড**; জরাথুস্ত্রের ভূমিকাঃ

"যখন জরাথুস্ট্রের বয়স ত্রিশ বছর হল, তিনি তাঁর বাড়ি এবং বাড়ির কাছের হ্রদটি ছেড়ে পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর নির্জনতা ও আভিজাত্য উপভোগ করলেন এবং দশ বছর ধরে তাতে ক্লান্ত হননি। কিন্তু অবশেষে **তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন হল**, — এবং একদিন সকালে গোলাপী ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে জেগে উঠে, তিনি সূর্যের আগে গেলেন এবং তাকে এইভাবে বললেন:

হে মহান নক্ষত্র! তোমার সুখ কী হতো, যদি তুমি না পেতে তাদের, যাদের জন্য তুমি আলো ছড়াও!

দশ বছর ধরে তুমি আমার এই গুহায় উঠে এসেছ: তুমি তোমার আলোয় ও এই যাত্রাপথে ক্লান্ত হয়ে পড়তে, **যদি না আমি, আমার ঈগল আর আমার সর্পটি থাকতাম।"**

আলোচ্য অংশে হিপনোটিজম টেকনিকঃ হিপনোটিজমের প্রথমে যাকে হিপনোটাইজ করা হবে তাকে সুন্দর কোন জায়গার কথা চিন্তা করতে বলা হচ্ছে যাতে তার হৃদয় প্রশান্ত হয়। হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ পাঠকের অবচেতন মনকে বলে দেয়া হচ্ছে যে - এখন আমরা হৃদয় পরিবর্তন সম্পর্কিত কথা বলবো।

'হে মহান নক্ষত্র' = সূর্য বা নক্ষত্রের উপাসনা / প্রশংসা করা কালো জাদুর বা ব্ল্যাক হিপনোটিজমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"যদি না আমি, আমার ঈগল আর আমার সাপটি থাকতাম।" = আপনি বুঝতে না পারলেও আপনার অবচেতন মন ঠিকই বুঝতে পারছে যে, কোনো একটা সমস্যা আছে আমার ভিতরে কারণ আমি কিভাবে ঈগল এবং সাপ এক সাথে পুষতে পারি? কারণ ঈগল আর সাপ তো পরস্বর শত্রু। ঈগল সাপ খায়।

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা'বইয়ের পরবর্তী অংশঃ

"দেখো! আমি আমার জ্ঞানে ক্লান্ত, সেই মৌমাছির মতো যে অনেক বেশি মধু সংগ্রহ করেছে; তা গ্রহণ করার জন্য আমার প্রসারিত হাতের প্রয়োজন।

আমি বিলিয়ে দিতে ও বিতরণ করতে চাই, যতক্ষণ না জ্ঞানীরা তাদের মূর্খতায় পুনরায় আনন্দিত হয়, এবং দরিদ্ররা তাদের সম্পদে সুখী হয়।

অতএব আমাকে অতলে অবতীর্ণ হতেই হবে: যেমন তুমি সন্ধ্যায় করো, যখন তুমি সমুদ্রের আড়ালে যাও, এবং পাতালপুরীতেও আলো দাও, হে উচ্ছল নক্ষত্র!

আমাকে আশীর্বাদ করুন, তাহলে, আপনি শান্ত চোখ, যে এমনকি দেখতে পারে

হিংসা ছাড়াই সবচেয়ে বড় সুখ!

আশীর্বাদ করুন যে কাপ উপচে যাচ্ছে, জল পারে

এটি থেকে সোনালী প্রবাহিত করুন এবং সর্বত্র এর প্রতিফলন বহন করুন:

তোমার সুখ!

লো! এই পেয়ালা আবার নিজেই খালি হয়ে যাচ্ছে, আর জরথুস্ত্র

আবার মানুষ হতে যাচ্ছে.

এভাবে জরথুস্ত্রের পতন শুরু হয়।”

বইটির আলোচ্য অংশে হিপনোটিক টেকনিকঃ

“দেখো! আমি আমার জ্ঞানে ক্লান্ত, সেই মৌমাছির মতো যে অনেক বেশি মধু সংগ্রহ করেছে; তা গ্রহণ করার জন্য আমার প্রসারিত হাতের প্রয়োজন। " = উক্ত বাক্যটি কে বলছে? আপনি বলছেন। আপনি বইটি পড়ার সময় আপনার অবচেতন মন বুঝবে যে, উক্ত বাক্যটি আপনি বলছেন। আপনি চাচ্ছেন কেউ আপনার ভিতরে থাকা ভাণ্ডার লুটে নিক। কিসের ভাণ্ডার? আপনার সকল বিশ্বাস, মতাদর্শের ভাণ্ডার যা এত দিন ধরে আপনি নিজের ভিতরে ধারণ করেছেন।

"আমি বিলিয়ে দিতে ও বিতরণ করতে চাই, যতক্ষণ না জ্ঞানীরা তাদের মূর্খতায় পুনরায় আনন্দিত হয়, এবং দরিদ্ররা তাদের সম্পদে সুখী হয়।" আপনি কি বিলিয়ে চান? নিজেকে। এটা হচ্ছে আপনার অবচেতন মনে প্রবেশের জন্য একটি টেকনিক। আপনার অবচেতন মন দ্বিধা - দ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছে,

Vulnerable হয়ে যাচ্ছে কারণ জ্ঞানীদের মূর্খ বলা হচ্ছে, সম্পদশালীদের দরিদ্র বলা হচ্ছে। আপনার ভিতরে থাকা বিশ্বাসকে ভাঙ্গা হচ্ছে।

"হে উচ্ছল নক্ষত্র!

আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি শান্ত চোখ, যে এমনকি দেখতে পারে,হিংসা ছাড়াই সবচেয়ে বড় সুখ!" = বইটিতে অনেকগুলো জায়গাই এমন পাবেন যার অর্থ বুঝা যায় না। উপরের বাক্যটি খেয়াল করুন। "হে উচ্ছল নক্ষত্র!আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি শান্ত চোখ" আপনি এতটুকু বুঝতে পারছেন কিন্তু তারপরের অংশ বুঝা কঠিন বা বুঝা যাচ্ছে না। এতে কি হবে? আপনার হৃদয় সহজে বুঝা যাওয়া অংশটুকু গ্রহন করবে আর দুর্বোধ্য অংশটুকু বাদ দিবে। এতে সহজে বুঝতে পারা অংশটুকু আপনার অবচেতন মনের গভীরে বসে যাবে। ব্যাপারটা এমন যে, আপনি যেমনিভাবে অনেকগুলো মেয়ের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটির প্রেমে পড়ে যান – ব্যাপারটা তেমন একটি ব্যাপার। অথবা ব্যাপারটা এমন যে, অনেকগুলো মেয়ের মধ্যে যে মেয়েটি আপনার প্রতি রোমান্টিকতা, আকর্ষণ প্রকাশ করে আপনি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং সেই মেয়েটিকে গ্রহন করেন। অনেকগুলো দুর্বোধ্য বাক্যের মাঝে একটি সহজ বাক্যে মেসেজ দেয়া হয়েছে যাতে ঐ সহজ অংশটি আপনার অবচেতন মনের গভীরে বসে যায়।

"হে উচ্ছল নক্ষত্র! আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি শান্ত চোখ," --- এই অংশটুকু সহজে বুঝা যায় – এই অংশে নক্ষত্রের উপাসনা করা হচ্ছে। আপনার হৃদয় / অবচেতন মন এই অংশটুকুই গভীরভাবে গ্রহন করবে কারণ সে বাকি অংশটুকু বুঝতে পারছে না। কত শক্তিশালী হিপনোটিক টেকনিক!

"আশীর্বাদ করুন যে কাপ উপচে যাচ্ছে, জল পারে

এটি থেকে সোনালী প্রবাহিত করুন এবং সর্বত্র এর প্রতিফলন বহন করুন:

তোমার সুখ!"

উপরের অংশে নক্ষত্রের প্রতি আহবান করা হচ্ছে - যে কাপ থেকে উপছে পড়ছে তাকে যেন আশীর্বাদ করা হয় এবং সোনালি প্রবাহিত করতে বলা হচ্ছে……। এই কাপ কে? আপনি। মনে আছে, উক্ত অনুচ্ছেদের শুরুতে আপনি কি বলেছিলেন, ""দেখো! আমি আমার জ্ঞানে ক্লান্ত, সেই মৌমাছির মতো যে অনেক বেশি মধু সংগ্রহ করেছে; তা গ্রহণ করার জন্য আমার প্রসারিত হাতের প্রয়োজন।" আপনি এখন 'উপচে পড়া কাপ' হয়ে গেছেন। আপনি হয়তো এই বিষয়গুলো খেয়াল করছেন না কিন্তু

আপনার অবচেতন মন এই সকল কথাই বুঝতে পারছে এবং সূত্রগুলো মিলাচ্ছে। আমরা ছোট বেলায় কিভাবে হাটতে শিখেছিলাম তা কারো কি মনে আছে? মনে নেই। এটাই হচ্ছে অবচেতন মনের কাজ। অবচেতন মন সুত্র খুঁজে এবং সুত্র মিলায় যা আপনি বুঝতে পারেন না। আপনি বুঝতে না পারলেও আপনার অবচেতন মন ঠিকই সুত্র খুঁজে নিবে এবং তথ্যগুলোকে মিলাবে।

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইয়ের পরবর্তী অংশঃ

"লো! এই পেয়ালা আবার নিজেই খালি হয়ে যাচ্ছে, আর জরথুস্ত্র

আবার মানুষ হতে যাচ্ছে.

এভাবে জরথুস্ত্রের পতন শুরু হয়।"

পেয়ালা খালি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার ভিতরের পূর্ববর্তী কিছু বিশ্বাস এখন আর নেই – এখন আপনি নতুন করে সাজেশন (Suggestion) নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

"আর জরথুস্ত্র আবার মানুষ হতে যাচ্ছে. এভাবে জরথুস্ত্রের পতন শুরু হয়।" --- এই বাক্যে আপনার ভিতরে নতুন একটি বিশ্বাস ঢুকানো হল যে, মানুষ হবার মানে হচ্ছে আপনার পতন হওয়া। মানুষের প্রতি তীব্র তুচ্ছ -তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এবং এই বিশ্বাস আবার আপনার অবচেতন মনে ঢুকিয়েও দেয়া হল। এখন আপনার অবচেতন মন কি আর মানুষ থাকতে চাইবে?

উক্ত ভুমিকা শেষে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই অনুচ্ছেদে আপনি নিজের ভিতরে থাকা কিছু বিশ্বাস এবং মতাদর্শকে বাদ দিয়ে নতুন কয়েকটি বিশ্বাস-মতাদর্শ প্রবেশ করাচ্ছেন। সেগুলো হচ্ছেঃ মানুষের মধ্যে জ্ঞানীরা আসলে মূর্খ, ধনীরা আসলে দরিদ্র, মানুষ হলে একজনের পতন শুরু হয়। সুতরাং আপনার অবচেতন মনের সিদ্ধান্ত কি হবে? মানুষ হওয়া যাবে না, মানুষ থাকা যাবে না। তাহলে কি হতে হবে?

এই বিষয়টা জরাথুস্ত্র বইয়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করেছেন। তিনি আপনাকে সুপার হিউম্যান (superman) হতে বলেছেন। পুরো বইটির মূল বিষয় এটাই। আপনার ভিতরে থাকা মানুষের প্রতি সম্মান, বিশ্বাস, মতাদর্শকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আপনাকে সুপার হিউম্যান (Superman) হতে বলা হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, যখন আপনি বইটি পড়ে শেষ করবেন তখন আপনি মানুষকে ঘৃণা, তুচ্ছ-

তাচ্ছিলের প্রাণী মনে করা শুরু করবেন। মানুষ তখন আপনার কাছে একটি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং একটি পিঁপড়ার চেয়েও মূল্যহীন। মনের দিক থেকে আপনি তখন আর মানুষ নেই। আপনি তখন সুপার হিউম্যান (Superman) । আপনার অবচেতন মন তখন জরাথুস্ত্রকে God বলে মেনে নিয়েছে।

বইটির পরবর্তী কিছু অংশ পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়গুলো আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবেঃ

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটির পরবর্তী কিছু অংশঃ

"**জরাথুস্ট্র** একা পাহাড় থেকে নেমে এলেন, পথে কারও সাথে তাঁর দেখা হলো না। কিন্তু বনের ভেতর প্রবেশ করতেই হঠাৎ এক **বৃদ্ধের** মুখোমুখি হলেন তিনি; বৃদ্ধটি কন্দ-মূল সংগ্রহের জন্য তাঁর **পবিত্র কুটির** থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আর তখন বৃদ্ধ জরাথুস্ট্রকে বললেন:

"এই পরিব্রাজক আমার কাছে অপরিচিত নন: বহু বছর আগে তিনি এ-পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। **তাঁর নাম ছিল জরাথুস্ট্র**; কিন্তু **এখন তিনি বদলে গেছেন**।

তখন **তুমি তোমার ভস্ম** পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিলে: এখন কি তবে উপত্যকায় **তোমার আগুন** বয়ে নিয়ে যাবে? অগ্নিসংযোগকারীর পরিণতির কথা **ভেবে তুমি কি ভীত নও** ?

হ্যাঁ, আমি **জরাথুস্ট্রকে** চিনতে পারছি। তাঁর **দৃষ্টি নির্মল,** আর তাঁর মুখে **কোনো বিতৃষ্ণার ছাপ নেই।** তিনি কি তবে **নৃত্যশিল্পীর** মতোই এগিয়ে চলেছেন না?

জরাথুস্ট্র বদলে গেছেন; জরাথুস্ট্র **এখন এক শিশুতে পরিণত হয়েছেন**; জরাথুস্ট্র এখন **এক জাগ্রত সত্তা**: অথচ **ঘুমন্ত মানুষের দেশে তুমি কী করবে**?

সমুদ্রের মতোই তুমি **নির্জনতায় বাস করেছ, আর সেই নির্জনতাই তোমাকে ধারণ করে রেখেছিল। হায়, তুমি কি এখন ডাঙায় উঠে আসতে চাও? হায়, তুমি কি আবার নিজের শরীরকেই নিজে টেনে নিয়ে বেড়াবে?"**

জরাথুস্ট্র উত্তর দিলেন: "আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি।"

বইটির আলোচ্য অংশে হিপনোটিক টেকনিকঃ

বোল্ড করা অংশগুলো খেয়াল করুন। উক্ত অংশগুলোর দিকেই আপনার অবচেতন মনকে আহবান করছে এই বই। আপনি বুঝতে না পারলেও আপনার অবচেতন মন ঠিকই উক্ত শব্দগুলোকে মিলাবে এবং অর্থ খুঁজে নেবে। মনে রাখবেন, যাকে হিপনোটাইজ করা হয় সে হিপনোটাইজড অবস্থায় বাস্তবের সাথে ঐ সময়ের পার্থক্য করতে পারে না তখন ঐ সময়টা তার কাছে বাস্তব বলেই মনে হয়। বইটি পড়ার সময় আপনি যে হিপনোটাইজড হচ্ছেন তা আপনি বুঝতে পারবেন না।

বইটির আলোচ্য অংশে আপনার অবচেতন মন নিজেকে জরাথুস্ট্রের স্থানে স্থাপন করবে। আপনি বদলে গেছেন, আপনার দৃষ্টি নির্মল, আপনার মুখে কোনো বিতৃষ্ণার ছাপ নেই, আপনি নৃত্যশিল্পীর মতোই এগিয়ে চলেছেন। আবার বলা হচ্ছে আপনি বদলে গেছেন। এখন আপনার অবচেতন মন একটি শিশুতে পরিণত হয়েছে - অর্থাৎ এখন আপনি একটি শিশুর মতই নতুন জিনিস শিখার পর্যায়ে আছেন। আপনি এখন একটি জাগ্রত সত্ত্বা আর আপনার চারিদিকে যত মানুষ আছে তারা সবাই ঘুমন্ত। আপনি নির্জনতায় বাস করেছিলেন এখন আপনি কি ডাঙ্গায় অর্থাৎ বাস্তব জগতে ফিরে আসতে চান? এখানে বাস্তব জগত হচ্ছে জরাথুস্ট্রের জগত। আপনি কি নিজের পুরাতন শরীরকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে চান – অর্থাৎ পুরাতন চিন্তাধারা বয়ে নিয়ে যেতে চান? আপনার অবচেতন মন উত্তর দিবে, " না, আমি পুরাতন চিন্তাধারা বহন করতে চাই না, পুরাতন জিনিস কে-ই বা পছন্দ করে?"

এবার জরাথুস্ট্র অর্থাৎ বইটির লেখক আপনার অবচেতন মনকে উত্তর দিলেন: "আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি।" অর্থাৎ বইটির লেখক যেমন উত্তর চেয়েছিলেন তেমন উত্তর দেয়ায় লেখক আপনার অবচেতন মনের উপর খুশী হয়েছেন এবং তিনি এখন আপনাকে ভালোবাসেন।

এখানে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যদি হিটলারকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন মানুষ হত্যা করতেন? তিনি উত্তর দিবেন, কারণ আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি। মানবজাতির ভালোর জন্যই ঐ মানুষগুলোকে হত্যা করা প্রয়োজন ছিল।

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে এত শক্তিশালী হিপনোটিক টেকনিক ব্যাবহার করা হয়েছে যা আমাদের কল্পনার বাহিরে। আপনি জেনে বুঝেও যদি বইটি পড়েন এবং হিপনোটাইজড হতে না চান তবু আপনি হিপনোটাইজড হয়ে যাবেন কিন্তু আপনি এটা বুঝতে পারবেন না। তাই আমি বইটি পড়া বাদ দিয়েছি কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে, বইটি আমাকে হিপনোটাইজড করে ফেলছে এবং

নতুন ভাবে চিন্তা করা শিখাচ্ছে। একবার থাস স্পেক জারাথুস্ট্রার মত চিন্তা করা শিখে গেলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা কঠিন কারণ আমার অবচেতন মনের উপর আমার নিয়ন্ত্রন নেই।

বইটিতে প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি অনুচ্ছেদে অনেকগুলো দিক থেকে হিপনোটিক টেকনিক ব্যাবহার করা হয়েছে যা ধরা কঠিন। আপনার সত্ত্বার, চিন্তার প্রতিটি দিককে প্রভাবিত এবং পরিবর্তন করে দিবে এই বই কিন্তু আপনি এটা বুঝতে পারবেন না। এখন প্রশ্ন আসবে, সারা পৃথিবীর এত এত সাইকোলজিসট – তারা কেউ ধরতে পারলো না যে - এই বইয়ে হিপনোটিজম ব্যাবহার করা হয়েছে শুধু আপনি ধরতে পারলেন? এই বইটিতে হিপনোটিজম ব্যাবহার করা হয়েছে - সেটা বুঝতে না পারলেও এই বইয়ে বিশ্বাসীরা যে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করছে - এটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন।

এখন প্রশ্ন আসবে ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে হিপটোনিজমের এই টেকনিক শিখলেন কোথা থেকে?

এই কথা নিৎশে বইটির নামের মধ্যে বলে দিয়েছেন। এই জ্ঞান ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে পেয়েছেন

জারাথুস্ট্রার কাছ থেকে।

যারা এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে - 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে শক্তিশালী হিপনোটিক টেকনিক ব্যাবহার করা হয়েছে তাদের জন্য আমি আরেকটু ব্যাখ্যা করবো।

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা'বইয়ের পরবর্তী কিছু অংশঃ

জারাথুস্ট্রার ভূমিকা ৫

"কেন," সাধু বললেন, "**আমি অরণ্য আর মরুভূমিতে গিয়েছিলাম?**

মানুষকে বড্ড বেশি ভালোবাসতাম বলেই কি নয়?

এখন আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি: মানুষকে নয়। মানুষ আমার কাছে

অত্যন্ত অপূর্ণ এক সত্তা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমার জন্য হবে প্রাণঘাতী।"

জারাথুস্ট্রা উত্তর দিলেন: "ভালোবাসার কথা আমি কী বললাম!

আমি তো মানুষের জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছি।"

"তাদের কিছুই দিও না," সাধু বললেন। "বরং তাদের বোঝা কিছুটা

নিজে তুলে নাও, আর তাদের সাথে বয়ে চলো—তাতেই তারা সবচেয়ে

খুশি হবে: যদি তা তোমার নিজেরও ভালো লাগে!

তবে যদি কিছু দিতেই চাও, **তবে ভিক্ষার মতো সামান্য কিছু দিও,**

আর **তাদের দিয়ে তা চেয়েও নিও!**"

"না," জারাথুস্ট্রা জবাব দিলেন, **"আমি ভিক্ষা দিই না।**

ততটা নিঃস্ব আমি নই।"

সাধু জারাথুস্ট্রার কথায় হাসলেন এবং বললেন: **"তবে খেয়াল রেখো**

যেন তারা তোমার সম্পদ গ্রহণ করে! তারা সন্ন্যাসীদের অবিশ্বাস করে,

আর বিশ্বাসই করে না যে আমরা কোনো উপহার নিয়ে এসেছি।

তাদের রাস্তায় আমাদের পায়ের শব্দ বড় বেশি ফাঁপা শোনায়।

আর ঠিক যেমন রাতে, **বিছানায় শুয়ে সূর্য ওঠার অনেক আগে বাইরে**

কারও পায়ের শব্দ পেলে তারা নিজেদের প্রশ্ন করে—কোথায় চলেছে চোরটা?

মানুষের কাছে যেও না, বরং অরণ্যেই থাকো! বরং পশুপাখিদের কাছে

যাও! আমার মতো হও না কেন—ভাল্লুকদের মাঝে এক ভাল্লুক,

পাখিদের মাঝে এক পাখি?"

"আর অরণ্যে সাধু কী করেন?" জারাথুস্ট্রা জিজ্ঞেস করলেন।

সাধু উত্তর দিলেন: "আমি স্তব রচনা করি আর তা গাই; আর সেই স্তব রচনার সময় আমি হাসি, কাঁদি ও বিড়বিড় করি—এভাবেই **আমি ঈশ্বরের গুণগান করি।**

গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে আর বিড়বিড় করে আমি সেই ঈশ্বরেরই আরাধনা করি যিনি আমার ঈশ্বর। কিন্তু তুমি আমাদের জন্য কী উপহার নিয়ে এসেছ?"

জারাথুস্ট্রা এই কথা শুনে সাধুকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: **"আপনাকে দেওয়ার মতো আমার কী-ই বা আছে!** বরং আমি এখান থেকে দ্রুত চলে যাই, **পাছে আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু**

নিয়ে ফেলি!"—আর এভাবেই তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন—সেই বৃদ্ধ ও জারাথুস্ট্রা —স্কুলের বালকদের মতো হাসতে হাসতে।

তবে জারাথুস্ট্রা যখন একা হলেন, তখন তিনি নিজের মনকে বললেন: "**এ কি আদৌ সম্ভব! অরণ্যবাসী এই বৃদ্ধ সাধু কি তবে এখনো শোনেননি যে ঈশ্বর মৃত?"**

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটির উপরে উল্লেখিত কিছু অংশকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি। আপনার অবচেতন মন ঐ অংশগুলোকে গ্রহন করছে। তাহলে দেখা যাক, উক্ত অংশে কি কি মেসেজ ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে আপনার হৃদয়কে দিয়েছেন? অনুচ্ছেদটির আলোচনার মূল বিষয় ছিল আল্লাহ (God) এর প্রতি আপনার অবচেতন মনের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে - আপনি যেন জারাথুস্ট্রাকে নিজের God হিসেবে গ্রহন করেন সে সম্পর্কিত হিপনোটিসম। পারসোনালিটি পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল কালো জাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিজমে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অবচেতন মন আপনার গাইডের সাজেশন তখনই মানবে যখন সে গাইডের কথা সেইভাবে মানবে যেভাবে সে God কে মানে। যদি আপনি আপনার হিপনোটিজমের গাইডকে God এর মত বিশ্বাস করেন তাহলে হিপনোটিজম কার্যকর হবে। কিন্তু আল্লাহকে (God) কে বাদ দিয়ে যদি God এর জায়গায় আপনি আপনার গাইডকে স্থাপন করেন তাহলে হিপনোটিসম আরও মারাত্মকভাবে কার্যকর হবে। God এর প্রতি আপনার বিশ্বাস এখন কাহিনীর জারাথুস্ট্রার উপর বিশ্বাসে পরিবর্তিত হচ্ছে। ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে উক্ত অনুচ্ছেদে এই কাজটিই করেছেন।

অনুচ্ছেদের প্রথমেই অরণ্য এবং মরুভুমির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে দুটির মধ্যে একটিকে choose করতে। আপনার হৃদয় নিশ্চিতভাবেই মরুভুমিকে পছন্দ করবে না, সে অরণ্যকে পছন্দ করবে। আপনার অবচেতন মন জেনে গেছে এই অনুচ্ছেদে ২ টি জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহন করার মত ব্যাপার আছে। এই অনুচ্ছেদে আপনি জারাথুস্ট্রা ভুমিকায় আছেন।

মানুষকে জারাথুস্ট্রা ভালোবাসেন তাই তিনি অরণ্য এবং মরুভুমিতে গিয়েছিলেন (মানুষকে বড্ড বেশি ভালোবাসতাম বলেই কি নয়?) এবং তিনি God কেও ভালোবাসেন। তারপর বলা হচ্ছে, "এখন আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি: মানুষকে নয়। মানুষ আমার কাছে অত্যন্ত অপূর্ণ এক সত্তা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমার জন্য হবে প্রাণঘাতী"। অর্থাৎ যে God কে ভালোবাসে সে মানুষকে ভালোবাসে না। যে God কে ভালোবাসে সে মানুষকে 'অত্যন্ত অপূর্ণ এক সত্তা' বলে মনে করে। Conditioning &

Counter Conditioning প্রয়োগ করা হচ্ছে আপনার অবচেতন মনের উপর। এখন আপনার অবচেতন মন কি সিদ্ধান্ত নিবে? সে কি ঈশ্বরকে ভালোবাসবে না মানুষকে ভালোবাসবে? আপনি এখন জারাথুস্ট্রার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার অবচেতন মন যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে তখন জারাথুস্ট্রা আপনার অবচেতন মনকে বললেন,"আমি তো মানুষের জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছি।" অবচেতন মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগা মানে হচ্ছে আপনার অবচেতন মন এখন ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির (vulnerable situation) মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন আপনার অবচেতন মন সাজেশনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে কারণ সে বুঝতে পারছে না - সে কি করবে? তখন-ই তাকে বলা হল 'উপহারের' কথা। আপনার অবচেতন মন দ্রুতই এই 'উপহার' গ্রহন করবে কারণ এটা তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছে। কত শক্তিশালী এবং পরিপক্ক হিপনোটিক টেকনিক! তারপর বলা হচ্ছে "**তাদের কিছুই দিও না**," সাধু বললেন। "**বরং তাদের বোঝা কিছুটা নিজে তুলে নাও**, **আর তাদের সাথে বয়ে চলো**—তাতেই তারা সবচেয়ে খুশি হবে: যদি তা তোমার নিজেরও ভালো লাগে!"

আপনার অবচেতন মন উপহারের কথা শুনে খুশী হয়েছিল কিন্তু এখন বলা হচ্ছে উপহার দেয়া হবে না কিন্তু বোঝা কমিয়ে দেয়া হবে - কিসের বোঝা? দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বোঝা যা একটু আগে আপনার অবচেতন মন ভোগ করছিলো সেই বোঝা।

তারপর বলা হচ্ছে, "তবে যদি কিছু দিতেই চাও, তবে ভিক্ষার মতো সামান্য কিছু দিও,আর তাদের দিয়ে তা চেয়েও নিও!" অর্থাৎ আপনাকে ভিক্ষা (উপহার) দেয়া হবে কিন্তু এক শর্তে যে, আপনার ভিতরের পুরাতন বিশ্বাস চেয়ে নেয়া হবে। আপনার অবচেতন মন কি রাজি? হাঁ, রাজি; কারণ একটু আগে সে যে মারাত্মক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল তা থেকে সে মুক্তি চায়।

তারপর বলা হচ্ছে, "না," জারাথুস্ট্রা জবাব দিলেন, "আমি ভিক্ষা দিই না। ততটা নিঃস্ব আমি নই।" অর্থাৎ আপনার অবচেতন মন যদি তার অতীতের কিছু বিশ্বাস ছেড়ে না দেয় তাহলে তাকে কিছুই দেয়া হবে না কারণ জারাথুস্ট্রা বিনিময় ছাড়া ভিক্ষা দেন না। এখানে নিঃস্ব হচ্ছে আপনার অবচেতন মন – এই কথাটিই আপনার অবচেতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আপনার অবচেতন মন এই কারণে নিঃস্ব যে, সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে এবং বইটির লেখক চাইলে তাকে আবার সেই অবস্থায় ফেলতে পারবেন।

তারপর বলা হচ্ছে, "সাধু জারাথুস্ট্রার কথায় হাসলেন এবং বললেন: "তবে খেয়াল রেখো যেন তারা তোমার সম্পদ গ্রহণ করে! তারা সন্ন্যাসীদের অবিশ্বাস করে, আর বিশ্বাসই করে না যে আমরা কোনো উপহার নিয়ে এসেছি"।

হুমকির কথা শুনে সাধু হাসলেন – আপনার অবচেতনকে স্বস্তি দেয়া হচ্ছে - ভয় পেয়ো না। তুমি আমার সাজেশন (সম্পদ) গ্রহন করলে কোনো সমস্যা নাই। "তারা সন্ন্যাসীদের অবিশ্বাস করে, আর বিশ্বাসই করে না যে আমরা কোনো উপহার নিয়ে এসেছি" --- উত্তরে আপনার অবচেতন মন বলবে, "না না. আমি বিশ্বাস করি এবং আমি উপহার (সাজেশন) গ্রহন করবো" কারণ আপনার অবচেতন মন কোনভাবেই আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তে চায় না। (ভয়াবহ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আপনার অবচেতন মনকে দেয়া হয়েছিল যে, "যে GOD কে ভালোবাসে সে মানুষকে ভালোবাসে না")

'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে তারপর বলা হচ্ছে, "তাদের রাস্তায় আমাদের পায়ের শব্দ বড় বেশি ফাঁপা শোনায়। আর ঠিক যেমন রাতে, বিছানায় শুয়ে সূর্য ওঠার অনেক আগে বাইরে কারও পায়ের শব্দ পেলে তারা নিজেদের প্রশ্ন করে—কোথায় চলেছে চোরটা?

মানুষের কাছে যেও না, বরং অরণ্যেই থাকো! বরং পশুপাখিদের কাছে

যাও! আমার মতো হও না কেন—ভাল্লুকদের মাঝে এক ভাল্লুক,

পাখিদের মাঝে এক পাখি?"

উল্লেখিত অংশে হিপনোটিক টেকনিকঃ "তাদের রাস্তায় আমাদের পায়ের শব্দ বড় বেশি ফাঁপা শোনায়। আর ঠিক যেমন রাতে, বিছানায় শুয়ে সূর্য ওঠার অনেক আগে বাইরে কারও পায়ের শব্দ পেলে তারা নিজেদের প্রশ্ন করে—কোথায় চলেছে চোরটা?" --- এই কথাগুলো বলে মানুষের বিচার-বিবেচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। মানুষকে ভাল্লুক, বনের পশুপাখির চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আপনার অবচেতন মনে মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করা হচ্ছে এবং নিজেকে ঘৃণা করতে বলা হচ্ছে। তারচেয়ে পাখি হলে কেমন? আপনার অবচেতন মন বলবে – হা, হা,আমি পাখি হতে চাই। তো পাখি হতে হলে কি করতে হবে? (প্রায় প্রতিটি মানুষের মনেই পাখির প্রতি দুর্বলতা আছে - এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানো হয়েছে)

এখন আসবে চূড়ান্ত উপহার পাবার পথঃ 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে তারপর বলা হচ্ছেঃ

"আর অরণ্যে সাধু কী করেন?" জারাথুস্ট্রা জিজ্ঞেস করলেন।

সাধু উত্তর দিলেন: "আমি স্তব রচনা করি আর তা গাই; আর সেই স্তব রচনার সময় আমি হাসি, কাঁদি ও বিড়বিড় করি—এভাবেই **আমি ঈশ্বরের গুণগান করি।**

গান গেয়ে, কেঁদে, হেসে আর বিড়বিড় করে আমি সেই ঈশ্বরেরই আরাধনা করি যিনি আমার ঈশ্বর। **কিন্তু তুমি আমাদের জন্য কী উপহার নিয়ে এসেছ?"**

জারাথুস্ট্রা এই কথা শুনে সাধুকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: **"আপনাকে দেওয়ার মতো আমার কী-ই বা আছে!** বরং আমি এখান থেকে দ্রুত চলে যাই, **পাছে আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু নিয়ে ফেলি!"**—আর এভাবেই তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন—সেই বৃদ্ধ ও জারাথুস্ট্রা —স্কুলের বালকদের মতো হাসতে হাসতে।

তবে জারাথুস্ট্রা যখন একা হলেন, তখন তিনি নিজের মনকে বললেন: "**এ কি আদৌ সম্ভব! অরণ্যবাসী এই বৃদ্ধ সাধু কি তবে এখনো শোনেননি যে ঈশ্বর মৃত?"**

আপনার অবচেতন মন স্বীকার করবে যে আপনি GOD এর প্রশংসা করেন। আপনার অবচেতন মনে যে আগ্রহ জন্মেছিল – উপহার সম্পর্কে সেই উপহারটি দেবার ব্যাপারে ভনিতা করা হচ্ছে - "আপনাকে দেওয়ার মতো আমার কী-ই বা আছে! বরং আমি এখান থেকে দ্রুত চলে যাই" তারপর আসছে শর্ত - "পাছে আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু নিয়ে ফেলি!" --- উপহার পেতে হলে আপনার অবচেতন মনকে কিছু বিশ্বাস ছেড়ে দিতে হবে। তারপর বৃদ্ধ ও জারাথুস্ট্র পরস্পর থেকে বিদায় নিলেন।

এখন যা বলা হবে - তা সরাসরি আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে, "এ কি আদৌ সম্ভব! অরণ্যবাসী এই বৃদ্ধ সাধু কি তবে এখনো শোনেননি যে **ঈশ্বর মৃত**?"

অরণ্যবাসী কে? জারাথুস্ট্রা এবং সাধু উভয়েই অরণ্যবাসী। আপনাকে মানুষের কাছে না যেয়ে অরণ্যে থাকতে বলা হয়েছিল, পাখি হতে বলা হয়েছিল, আপনাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, আপনাকে বলা হয়েছিল যে - **যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা মানুষকে ভালোবাসে না**। এখন আপনি কি সিদ্ধান্ত নিবেন যখন বলা হচ্ছে - আপনি এখনো শুনেন নি যে, **ঈশ্বর মারা গেছেন?** আপনার অবচেতন মন এত দ্বিধা- দ্বন্দ্ব, Conditioning, counter Conditioning এ পড়ে কি বলবে?

‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি পড়লে যে কেউ কিছু না কিছু হিপনোটিসমের শিকার হবেন – এতে কোনো সন্দেহ নেই। এত পরিপক্ক হিপনোটিজম আমার জানা মতে আর নেই। বইটি পারসোনালিটি পরিবর্তনের একটি প্রোগ্রাম। ধাপে ধাপে বইটি এগিয়েছে। আমি যদি সম্পূর্ণ বইটি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমার বই ৫০০ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাবে - এত বড় বই কেউই পড়বেন না। তাই ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি নিয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। কিন্তু বইটির প্রভাব নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিতে যে পাঠকের অবচেতন মনকে সাজেশন দেয়া হয়েছে তার কিছু প্রমাণ দিয়ে যাই।

বইটির সেলফ হিপনোসিস (self-hypnosis) এবং অটো সাজেশনের (Autosuggestion) কিছু অংশঃ

"মানুষের মধ্যে যা **প্রেমময়** তা হল সে একজন **অতিপ্রবণ** এবং নিম্নমুখী-

আমি তাদের ভালোবাসি যারা নিচের **মানুষ ছাড়া বাঁচতে জানে না**,

কেননা তারাই বেশি গমনকারী।

আমি মহান অবজ্ঞাকারীদের ভালোবাসি, কারণ তারা **মহান ভক্ত**,

এবং অন্য তীরে **আকাঙ্ক্ষার তীর**।

আমি তাদের ভালোবাসি যারা প্রথমে **তারার** বাইরে কারণ খোঁজে না

নিচে যাওয়া এবং **বলিদান** হচ্ছে, কিন্তু **নিজেদের উৎসর্গ** করা

পৃথিবী, যাতে **সুপার হিউম্যান** পৃথিবী পরবর্তীতে আসতে পারে।

আমি তাকে ভালবাসি যে জানতে চায়, এবং জানতে চায়

যাতে **সুপার হিউম্যান** পরকালে বাঁচতে পারে। এভাবেই তাকে খোঁজে

তার নিজের নিচে যাচ্ছে.

আমি তাকে ভালবাসি যে পরিশ্রম করে এবং উদ্ভাবন করে, যাতে সে গড়তে পারে

সুপার হিউম্যান জন্য **ঘর,** এবং তার জন্য **মাটি, প্রাণী,**

এবং **উদ্ভিদ**: এইভাবে তিনি তার নিজের অধঃপতন খুঁজছেন.

আমি তাকে ভালবাসি যে তার **সদগুণ** ভালবাসে: কারণ পুণ্যই ইচ্ছা

নিচে যাচ্ছে, এবং **আকাঙ্ক্ষা** একটি তীর.

আমি তাকে ভালবাসি যে নিজের জন্য **আত্মার** কোন অংশ সংরক্ষণ করে না, কিন্তু

সম্পূর্ণরূপে তার পুণ্যের **আত্মা** হতে চায়: এইভাবে তিনি হাঁটেন

সেতুর উপর আত্মা হিসাবে.

আমি তাকে ভালবাসি যে তার গুণকে তার প্রবণতা এবং **ভাগ্য** করে তোলে:

এইভাবে, তার **পুণ্যের** জন্য, তিনি বেঁচে থাকতে বা বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক

আর না

আমি তাকে ভালবাসি যে খুব বেশি **পুণ্য** কামনা করে না। একটি **গুণ** হল

দুটির চেয়ে বেশি **গুণ** বেশি, কারণ এটি একজনের জন্য **একটি গিঁট** বেশি

নিয়তি আঁকড়ে থাকা

আমি তাকে ভালবাসি যার আত্মা বিলাসবহুল, যে কোন **ধন্যবাদ** চায় না

ফেরত দেয় না: কারণ তিনি সর্বদা **দান** করেন, চান না নিজের জন্য রাখা

তাকে ভালোবাসো যে তার পক্ষে পাশা পড়লে **লজ্জিত** হয়,

এবং তারপর কে জিজ্ঞাসা করে: "আমি কি একজন **অসৎ** খেলোয়াড়?" - কারণ তিনি

আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক

জরাথুস্ত্রের প্রস্তাবনা

আমি তাকে ভালবাসি যে তার আগে সোনালি **শব্দ** ছড়িয়ে দেয়

কাজ, এবং সবসময় তিনি প্রতিশ্রুতি চেয়ে বেশি করে: জন্য তিনি

তার নিজের নিম্নগামী খোঁজে.

আমি তাকে ভালবাসি যে ন্যায়সঙ্গত! ভবিষ্যত, এবং redeemeth

অতীতের: কারণ তিনি বর্তমানের মধ্য দিয়ে **আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক**

বেশী

আমি তাকে ভালবাসি যে তার **ঈশ্বরকে শাসন করে**, কারণ সে তাকে ভালোবাসে

ঈশ্বর: কারণ তাকে অবশ্যই তার **ঈশ্বরের ক্রোধের** শিকার হতে হবে।

আমি তাকে ভালবাসি যার আত্মা এমনকি গভীর ক্ষত, এবং

একটি ছোট বিষয় দ্বারা **আত্মহত্যা** করতে পারে: এইভাবে তিনি স্বেচ্ছায় সেতুর উপর

আমি তাকে ভালবাসি যার **আত্মা** এতই পরিপূর্ণ যে সে তাকে ভুলে যায়

স্বয়ং, এবং সমস্ত কিছু তাঁর মধ্যে রয়েছে: এইভাবে সমস্ত জিনিস তাঁর অধঃপতিত হয়-যাচ্ছে

আমি তাকে ভালবাসি যিনি একটি **মুক্ত আত্মা** এবং একটি **মুক্ত হৃদয়**: এইভাবে তার

মাথা শুধুমাত্র তার **হৃদয়ের** অঙ্গ; তার **হৃদয়**, তবে, কারণ

তার নিম্নগামী

আমি সকলকে ভালোবাসি যারা একের পর এক ভারী ফোঁটার মতো ঝরে পড়ছে

অন্ধকার মেঘ যা মানুষের উপর নিচে নেমে আসে: তারা আগমনের ঘোষণা দেয়

বাজ, এবং heralds হিসাবে **আত্মহত্যা.**

দেখ, আমি বজ্রপাতের বার্তাবাহক, এবং একটি ভারী ড্রপ আউট

মেঘ: বজ্রপাত, তবে, সুপার হিউম্যান (Superman / Übermensch)

বইটির উপরের আলোচনা পড়ার সময় যে সকল শব্দ আপনার অবচেতন মন - সুপার হিউম্যান (Superman) ধারণার সাথে connect করবে তা আমি বোল্ড করে দিয়েছি। আপনার অবচেতন মনে - বিশ্বাস, আকাংখা, মেঘ, হৃদয়, আত্মা, পুণ্য, আল্লাহ (ঈশ্বর/GOD), ক্রোধ, শব্দ, লজ্জা, আত্মহত্যা, গুণ, ভালোবাসা, মাটি, পানি, উদ্ভিদ, ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আপনার অবচেতন মনের যে বিশ্বাস, ধারণা রয়েছে তার সাথে মিশে যাবে সুপার হিউম্যান (Superman) ধারণা। তাই, এই বই একবার পড়লে শেষ। 'সুপার হিউম্যানের' (Superman) চিন্তা আপনার অবচেতন মনে থেকে যাবে যেমনিভাবে উপরের শব্দগুলো আপনার অবচেতন মনে রয়েছে। আপনার অবচেতন মনে উপরের সবগুলো শব্দ, সুপার হিউম্যান (Superman) ধারণার সাথে connected হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে হিপনটিজম। অটোসাজেশনের পর আপনার অবচেতন মন বলবে, "আমি ভালোবাসি সুপার হিউম্যানকে' (Superman কে)।

বইটি আপনার জীবনের সাথে, বিশ্বাসের সাথে, মতাদর্শের সাথে, ভালোবাসার সাথে, রোমান্টিকতার সাথে , পৃথিবীর সাথে, বলতে পারেন - আপনার সকল কিছুর সাথে একটি বিষয়কেই Conditioning করে আর তা হচ্ছে আপনি মানুষ নন, আপনি মানুষকে ঘৃণা করেন এবং আপনি একজন সুপার হিউম্যান (Superman / Übermensch)।

এখন যারা বলবেন, ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশের একটি দার্শনিক কথাসাহিত্য। তাদের জন্য আরও রোমহর্ষক তথ্য অপেক্ষা করছে কারণ আমি বুঝতে পেরেছি ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশে এ রকম একটি তথাকথিত "দার্শনিক কথাসাহিত্য" কোথা থেকে লেখা শিখেছেন। কিন্তু এখনই আমরা ঐ আলোচনায় যাবো না। এখন আমরা দেখবো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে কি হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক কারণ আপনারা জানেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আরও অনেক যুদ্ধ হয়েছে, চুক্তি হয়েছে। বিশাল ঋণের বোঝা জার্মানির উপর ছিল। এই সকল কিছুকেই ইতিহাসবিদরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমি সেই সকল যুদ্ধ, চুক্তি নিয়ে আলোচনা করে অযথা আমার বই বড় করতে চাই না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন কিছু যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার পিছনে ভুমিকা রেখে থাকে তাহলে তা হচ্ছে ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশের মতাদর্শ (*)। এই বইটি জার্মান সৈন্যদের পড়তে দেয়া হয়েছিল। হিটলার বইটি পড়েছেন এবং অনেকবার পড়েছেন। হিটলার ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশের সকল বই পড়েছেন। কিভাবে বুঝলাম? একটি প্রমাণ যোগ্য তথ্য হচ্ছে, হিটলার 'Will to power’ এ বিশ্বাস করতেন যা নিটশের একটি মূল মতাদর্শ। হিটলার তার জেনারেলদের অসম্ভব কাজ করতে বলতেন, তখন জেনারেলরা উক্ত কাজ করা অসম্ভব বললে হিটলার তাদেরকে বলতেন, “ইচ্ছা থাকলে করতে পারবে"। যারা এরপরেও তর্ক করতো তাদের বিরুদ্ধে হিটলার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনতেন।

(*) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার মূল কারণ আপনারা বইটি সম্পূর্ণ পড়লে জানতে পারবেন – সেটা এখন বলে বইটি পড়ার মজা নষ্ট করবো না।

আপনারা যদি হিটলারের জীবনী পড়েন এবং তিনি কিভাবে জার্মানির রাষ্ট্র প্রধান হলেন তা জানেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, হিটলার শুধুমাত্র তার বক্তব্যের মাধ্যমে সকল কিছু করেছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্য যত কারণ ইতিহাসবিদরা বলেছেন তার কোনটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নয়। হিটলার একা এবং একা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটিয়েছেন।

গত ৫০০ বছরে এমন কোনো নেতার কথা কি কখনো শুনেছেন যে শূন্য থেকে শুরু করে একটি ঋণগ্রস্থ, বেকারত্বে জর্জরিত, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত জাতিকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারেন?

তাহলে, হিটলারের মধ্যে কিছুতো অবশ্যই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নয় – হিটলার নিজেই একটি গবেষণার বিষয় কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ তেমন গবেষণা করেছে বলে মনে হয় না কারণ তারা হিটলারকে চিনতেই পারেন নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন ঘটেছিল – এটা জানতে হলে আমাদের হিটলারকে জানলেই হবে। তাই হিটলারের জীবনী অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা জরুরী।

হিটলারের পিতার নাম আলোইস হিটলার (Alois Hitler)। হিটলারের মায়ের নাম ক্লারা (Klara)। হিটলারের পিতার পিতৃ পরিচয় অজানা। অর্থাৎ হিটলারের দাদা কে এটা হিটলার জানতেন না। হিটলারের পিতা আলোইসের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন ক্লারা। ক্লারাকে হিটলারের পিতা গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে গোপন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ক্লারা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়েন। আলোইসের দ্বিতীয় স্ত্রী ফ্রানজিস্কার মৃত্যুর পর আলোইস ক্লারাকে বিয়ে করেন। বিয়ের ৩ মাস পরে তাদের সন্তান হলেও সেই সন্তান বাচেনি। তারপরের সন্তানও বাচেনি। আলোইস-ক্লারা দম্পতির তৃতীয় সন্তান হচ্ছেন অ্যাডলফ হিটলার। তারপর হিটলারের আরেকটি ভাই হলেও সে মারা যায়।

হিটলারের বাবা পরিবারের প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করতেন না। আলোইসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতে, আলোইস তার স্ত্রী ক্লারার সাথে "ভীষণ রূঢ়" আচরণ করতেন এবং "বাড়িতে তার সাথে প্রায় কখনোই কথা বলতেন না"। আলোইস তার সন্তানদের সাথেও একই রকম অবজ্ঞার আচরণ করতেন এবং প্রায়শই তাদের মারধর করতেন। এ রকম পরিবারে এবং পরিবেশে একটি ছেলে বেড়ে উঠছে যে তার দাদার পরিচয় জানে না এবং তার মা ছিল তার পিতার গৃহকর্মী। ব্যাপারটা কতটা জটিল। হিটলার তার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কিন্তু হিটলারের মায়ের ব্রেসট ক্যান্সার হয় এবং ডাক্তার বলেন যে, ক্লারার বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় নেই । হিটলারের মায়ের মৃত্যু হয়। হিটলার জীবনের শুরুতেই যখন মানুষের পৃথিবী সম্পর্কে,মানুষ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় - তখন চরম কিছু বাস্তবতার ভিতর দিয়ে যান যা তার পারসোনালিটিকে বর্ডার লাইন পারসোনালিটিতে (borderline personality) পরিবর্তিত করেছে বলে মনে করি। রবার্ট জি. এল. ওয়েট মত দিয়েছেন যে, অ্যাডলফ হিটলারের হয়তো বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ছিল অথবা তিনি বর্ডারলাইন পর্যায়ে কাজ করতেন।

বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (Borderline personality disorder) একটি মানসিক স্বাস্থ্যগত অবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হলো অস্থিতিশীল সম্পর্ক, তীব্র আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া, হঠকারী আচরণ এবং আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিকৃত ধারণা। হিটলারের আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিকৃত ধারণা থাকা স্বাভাবিক কারণ সে জানতো না - তার দাদা কে, অন্যদিকে হিটলারের মা ছিলেন তার পিতার গৃহকর্মী। হিটলারের বক্তব্য যারা দেখেছেন তারা জানেন হিটলারের বক্তব্যের সময় তার ভিতরে তীব্র আবেগপ্রবণতা দেখা যায়।

রবার্ট জি. এল. ওয়েট যে বলেছেন, হিটলার বর্ডারলাইন পর্যায়ে কাজ করতেন। আমি মনে করি, এটা সঠিক তবে হিটলারের বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি **ডিসঅর্ডার** ছিল না। আমি মনে করি, হিটলার শৈশবে কিছু জিনিস ঠিক করতে চাইতেন কিন্তু তিনি তা করতে পারতেন না কারণ সেগুলো ঠিক করা সম্ভব ছিল না যেমনঃ দাদার পরিচয় না জানা, মা ছিল বাবার গৃহকর্মী, বাবা মায়ের সাথে কথা বলে না এবং ভীষণ রূঢ় আচরণ করে। হিটলারের অবচেতন মন শৈশবেই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোনো কিছুই ঠিক নেই, সবকিছু ঠিক করতে হবে কিন্তু যতই হিটলার জার্মানিকে ঠিক করেছেন তিনি দেখতে পেয়েছেন যে কোনো কিছুই ঠিক নেই। পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইউগোস্লাভিয়া, গ্রিস জয়ের পরও কিছুই ঠিক হয় নি। রাশিয়া, আমেরিকাকে ঠিক করলে হয়তো সবকিছু ঠিক হবে - কিন্তু না, সারা পৃথিবী জয় করলেও হিটলারের কাছে কোনো কিছুই ঠিক হত না। আরিয়ান ছাড়া সকল জাতিকে হত্যা করলেও হিটলারের কাছে কিছুই ঠিক হত না কারণ হিটলার তার মায়ের অবস্থা কখনোই ঠিক করতে পারতেন না। শৈশবেই হিটলারের ভিতরে চরম একটা ক্ষুধা তৈরি হয়েছিল যে ক্ষুধা দূর করার কোনো উপায় নেই।

১৯০৭ সালে হিটলার ভিয়েনার চারুকলা একাডেমিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু দুইবারই প্রত্যাখ্যাত হন। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে হিটলার চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। চারুলতার প্রতি তারাই আকৃষ্ট হয় যাদের মধ্যে কল্পনা শক্তি বেশী থাকে। কল্পনাকে কেউবা চিত্রকর্মে, কেউবা ভাস্কর্যে পরিণত করে। হিটলার সেটাই করেছেন তবে অনেক বড় পর্যায়ে। অর্থাৎ হিটলার Basic যে মানুষ ছিলেন তা কখনো পরিবর্তন হয় নি কিন্তু উনার চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন হয়েছিল।

১৯১৪ সালের আগস্টে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, হিটলার মিউনিখে বসবাস করছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বাভারিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

হিটলার বাভারিয়ান রিজার্ভ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট ১৬ তে নিযুক্ত হয়ে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের পশ্চিম রণাঙ্গনে বার্তা বাহক হিসেবে কাজ করেন এবং তার প্রায় অর্ধেক সময় রণাঙ্গনের অনেক পিছনে, ফোর্ন-এন-ওয়েপসে অবস্থিত রেজিমেন্টাল সদর দফতরে কাটাতেন। ১৯১৪ সালে, তিনি ইপ্রেসের প্রথম যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই বছর সাহসিকতার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়রন ক্রস পদক লাভ করেন। যুদ্ধের সময়, তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফ্রিটজ উইডেম্যান তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন, যিনি প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে একটি ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে হিটলারকে টেনে বের করে এনেছিলেন।

হিটলার ১ম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে না ১ম বিশ্ব যুদ্ধের পর ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি পড়েছেন তা বলা সম্ভব নয় তবে ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার নতুন একজন মানুষ হন যার ভিতরে এই তাড়না আছে যে,”তাকে সবকিছু ঠিক করতে হবে"। শৈশবে হিটলার আত্মপরিচয় সম্পর্কে লজ্জিত ছিলেন। তার পিতা-মাতার দিক থেকে এই সমস্যাটা তার ভিতরে এসেছিল এখন আত্মপরিচয় পরিবর্তন সম্পর্কিত বই ‘থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' পেলে হিটলার কি করবেন? বইটিকে তিনি আপন করে নিবেন। বইটির লেখক ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশেকে আপন করে নিবেন।

হিটলার আরও পড়াশোনা করলেন, উক্ত জ্ঞানের শিকড়ে গেলেন এবং শিখে গেলেন কিভাবে হিপনোটিজম করতে হয়। মানুষের অবচেতনকে ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) করতে হবে। এটা করার উপায় কি? বিপরীতমুখী শব্দ ব্যাবহার করে কথা বলতে হবে যেমনঃ "যে আল্লাহকে (God) বিশ্বাস করে সে মানুষকে ভালোবাসে না"। তারপর সাজেশন দিতে হবে। ঠিক এই কাজটি হিটলার তার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি লেখায়, প্রতিটি বক্তব্যে করেছেন। তিনি 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিকে এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশেকে এমনভাবে অনুকরণ করেছেন যা বলার মত নয়।

হিটলার হয়তো জানতেন না এভাবে কথা বলে, ভাষণ দিয়ে, বই লিখে - তিনি মানুষকে হিপনোটাইজ করছেন কিন্তু তিনি 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিকে এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশেকে অনুসরণ করতেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু জ্ঞানকে অনুসরণ করতেন যা এই বইয়ে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। হিটলার 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটির বাচনভঙ্গি অনুকরণ করতেন কারণ ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশে এবং 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি হিটলারকে “Identity Crisis” থেকে বাঁচিয়েছে। এখন তার আর দাদার পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই কারণ এখন সে মানুষই নয়, সে এখন সুপার হিউম্যান (Superman)।

হিটলার কিভাবে জানবেন যে তিনি এভাবে কথা বলে মানুষকে হিপনোটাইজ করছেন কারণ আমার জানা মতে আমিই প্রথম ব্যাক্তি যে বলছে যে,'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি একটি সেলফ হিপনোটাইজ এবং অটো সাজেশনের বই।

কিন্তু যারা হিটলারে বক্তব্য শুনেছেন তারা বলেছেন যে, হিটলারের বক্তব্য শোনার পর তারা হিপনোটিক হয়ে যেতেন।

ঐতিহাসিকরা বড় সমাগমের শ্রোতাদের উপর হিটলারের বাগ্মিতার এবং ছোট ছোট দলে তার চোখের সম্মোহনী প্রভাবের **(hypnotic effect)** কথা উল্লেখ করেছেন। হিটলার ইয়ুথের প্রাক্তন সদস্য আলফন্স হেক স্মরণ করেছেন:

(হিটলারের বক্তব্য শোনার পর) "আমরা জাতীয়তাবাদী গর্বের এক উন্মাদনায় ফেটে পড়লাম যা প্রায় হিস্টিরিয়ার (hysteria) পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মিনিটের পর মিনিট ধরে, আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলাম, আমাদের মুখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল: সিগ হাইল, সিগ হাইল, সিগ হাইল (Sieg Heil)! সেই মুহূর্ত থেকে, আমি দেহ ও আত্মার দিক দিয়ে অ্যাডলফ হিটলারের হয়ে গেলাম"।

হিটলার তার জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তার পিছনে ৭০-৮০% অবদান তার বক্তব্যের। আর বাকিটা তিনি নিজেকে 'সুপার হিউম্যান' মনে করার কারণে ভয়-ডরহীনভাবে এগিয়ে যাবার কারণে হয়েছে। একই কারণে তিনি ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যাক্তি হয়েছেন। 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিকে এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশেকে অনুসরণ করে হিটলার জার্মানির সরকার প্রধান হয়েছেন, অনেকগুলো দেশ জয় করেছিলেন আবার এই বই অনুসরণের কারণেই তিনি ধ্বংস হয়েছেন। কথাটা সত্যি হলেও এর পিছনে আরও গভীর জ্ঞান রয়েছে। 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিকে এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশেকে অনুসরণ করে হিটলার এমন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন যে জ্ঞান তাকে জার্মানির সরকার প্রধান করেছে এবং অনেকগুলো দেশ জয় করিয়েছে। হিটলার সেই উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন যেখান থেকে ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

হিটলার যে 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটিকে এবং ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশের বাচনভঙ্গি ব্যাবহার করে কথা বলতেন তার কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল। এখানে আমি হিটলারের বিখ্যাত বই 'মেইন কেম্ফ' (Mein Kampf) থেকে কিছু বাক্য উল্লেখ করছি - কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন হিটলার তার প্রতিটি বক্তব্যে একই ভাবে কথা বলেছেন। উনার প্রতিটি বাক্য এই নীতির উপর ভিত্তি করে - তিনি বলেছেন। যেমনঃ

বইঃ মেইন কেম্ফ

প্রথম খণ্ড: একটি পূর্বাবলোকন

প্রথম অধ্যায়

"আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে (IN THE HOME OF MY PARENTS)"

অধ্যায়ের নামের মধ্যেই দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা বা বাক্য ব্যাবহার করা হয়েছে।

উপরের বাক্যটি আমরা সাধারণ মানুষ কিভাবে বলতাম? 'আমার শৈশবের বাড়ি' বা 'আমার শৈশব' কিন্তু হিটলার কিভাবে বলেছেন, "আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে" অর্থাৎ ঐ বাড়িটি আমার নয়, ঐ বাড়ীটা আমার বাবা-মায়ের বাড়ি। পাঠক বাড়ির কথা শুনে খুশী হবেন কিন্তু পরক্ষনেই তার মন খারাপ হবে এই কথা বুঝে যে "ও আচ্ছা, ঐ বাড়ীটা আমার নয় – আমার বাবা-মায়ের বাড়ি। একটা নেতিবাচক প্রতিরক্ষামূলক ধারণা কথাটির মধ্যে আছে। বুঝা যাচ্ছে, ঐ বাড়ীটা আমার ছিল না - ঐটা ছিল আমার বাবা-মায়ের বাড়ি। 'বাড়ি' শব্দটি আমাদের অবচেতন মনে পসিটিভ ধারণা তৈরি করে কারণ বাড়ি মানেই শান্তি, বিশ্রামের জায়গা, আনন্দের জায়গা, পরিবারের সবার একত্রিত হবার জায়গা। কিন্তু হিটলার বাড়ি শব্দটির সাথে একটি নেতিবাচক ধারণাও যোগ করে দিয়েছেন যে, ঐ বাড়ীটা আমার ছিল না, ঐ বাড়ীটা ছিল আমার বাবা-মায়ের। হিটলার অধ্যায়ের নামের মধ্যেই দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা বা বাক্য ব্যাবহার করেছেন।

দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা বা বাক্য কি? ইতিবাচক ও নেতিবাচক শব্দ বা ধারণা মিশিয়ে দ্বি-অর্থবোধক যৌগিক শব্দ (যেমন, "বোমা-যৌনতা" / 'Bomb-Sex') তৈরি করলে তা জ্ঞানীয় চাপ (cognitive load) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে প্রতিক্রিয়া জানাতে বেশি সময় লাগে এবং শব্দার্থগত সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার কারণে মস্তিষ্কের বাম নিম্ন ফ্রন্টাল জাইরাসে (LIFG) অধিক সক্রিয়তা দেখা যায়। (What is the concept or sentence of bivalent compounds? Mixing positive and negative words or concepts to create a double-sense compound word (eg, "Bomb-Sex") significantly increases cognitive load, resulting in greater activation in the brain's left inferior frontal gyrus (LIFG) due to longer response time and effort required for semantic coordination.)

মানুষের মনে এই ধরণের দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা কি রূপ প্রভাব ফেলে?

এই দ্বিযোজী যৌগ ধারণা বা মিশ্র-ভাবাপন্ন ধারণাগুলো মূল্যায়ন করার সময়, মানুষ একটি নেতিবাচক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে; তারা এগুলোকে ইতিবাচক শব্দের চেয়ে বেশি নেতিবাচক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং একই ভাবাপন্ন (uniform valence) ও দ্বি-ভাবাপন্ন নয় (non-bivalent) এমন শব্দের তুলনায় এগুলোকে ধীরগতিতে প্রক্রিয়াজাত করে। এমনটা ঘটে কারণ নেতিবাচক উপাদানগুলো ইতিবাচক উপাদানের তুলনায় কম অর্থগত অনুষঙ্গ তৈরি করে, যা অর্থ তৈরি করাকে আরও কঠিন করে তোলে এবং মস্তিষ্কে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া (defensive or aversive response) সৃষ্টি করে। (Does this type of bivalent compound concept affect people's mind? When evaluating these dichotomous concepts or mixed-concept concepts, people exhibit a negative bias; They categorize them as more negative than positive words and process them more slowly than words of uniform valence and non-bivalent. This happens because negative material creates less meaningful associations than positive material, which makes it more difficult to create meaning and triggers a strong defensive or aversive response in the brain.)

বুঝতেই পারছেন – এটা হচ্ছে একটা হিপনোটিজম টেকনিক। ইতিবাচক ও নেতিবাচক শব্দ বা ধারণা মিশিয়ে দ্বি-অর্থবোধক যৌগিক শব্দ (যেমন, "বোমা-যৌনতা" / 'Bomb-Sex') তৈরি করলে তা জ্ঞানীয় চাপ (cognitive load) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয় - এর কারণ কি? কারণ আপনার অবচেতন মন এই ধরণের কথা বা ধারণার সাথে পরিচিত নয় ফলে তাকে চিন্তা করতে হয় যে, আসলে ঠিক কি বলা হয়েছে? যার ফলে আপনার অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া জানাতে বেশি সময় লাগে। সে কথাটি গ্রহন করবে নাকি বর্জন করবে সেটা বুঝতে তার বেশী সময় লাগছে - সে ঝুঁকিপূর্ণ সময় (vulnerable time) পার করছে। এখন তাকে সাজেশন দিলে সে তা গ্রহন করবে। এই দ্বিযোজী যৌগ ধারণা বা মিশ্র-ভাবাপন্ন ধারণাগুলো মূল্যায়ন করার সময়, মানুষ একটি নেতিবাচক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে; মানুষ এই ধারণাগুলো মূল্যায়ন করার সময় ইতিবাচক শব্দের চেয়ে নেতিবাচক হিসেবে বেশী শ্রেণীবদ্ধ করে। ফলে মস্তিষ্কে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক অনুভুতি তৈরি করে। (You understand - this is a hypnotism technique. Mixing positive and negative words or ideas to form double-

meaning compounds (example: "Bomb-Sex") significantly increases cognitive load - why? Because your subconscious mind is not familiar with such words or concepts, it has to wonder what exactly was said. As a result, your subconscious mind takes longer to respond. It takes subconscious mind a long time to understand whether to accept or reject the word - subconscious mind is going through a vulnerable time. Now if you give subconscious mind a suggestion, It will accept that suggestion. When evaluating these dichotomous concepts or mixed-concept concepts, people exhibit a negative bias; People tend to categorize these words as negative rather than positive when evaluating them, creating a strong protective sensation in the brain.)

এখন বুঝতে পারছেন কেন - জার্মানরা হিটলারের কথা শুনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা পোষণ করতো? কেন জার্মানরা হিটলারের কথা শুনে পোল্যান্ড, ডেনমার্ক সহ আরও অনেক দেশে হামলা করতে রাজি হয়েছিল? কারণ হিটলারের বক্তব্য শুনে, বই পড়ে জার্মানরা নিজেদের নিগ্রিহিত, নির্যাতিত, শোষিত মনে করতো। হিটলারের বক্তব্য তাদের ভিতরে শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক অনুভুতি তৈরি করতো। জার্মানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবার পর বিশাল ঋণের বোঝায় জর্জরিত ছিল, বেকারত্বে সমাজ ছেয়ে গিয়েছিল। হিটলার যখন বলেছে, “আমাদের দুরাবস্থার জন্য ইহুদীরা দায়ী" তখন জার্মানরা সেটা মেনে নিয়েছে; হিটলার যখন বলেছে আমাদের দুরাবস্থার জন্য কম্যুনিস্টরা দায়ী তখন জার্মানরা সেটা মেনে নিয়েছে।

শক্তিশালী প্রতিরক্ষামূলক অনুভুতি তখনই আপনার মনে তৈরি হবে যখন আপনি নিজেকে নির্যাতিত, শোষিত, অন্যায়ের শিকার বলে মনে করবেন – ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সকল কিছুই তখন জার্মান জাতির মধ্যে ছিল। হিটলার তার বক্তব্য, বইগুলোকে জার্মান জাতির ঐ সময়ের আবেগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করেছেন আর সাথে ছিল হিটলারের কথা বলার "দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা" - দুইয়ে মিলে জার্মান জাতি হিটলারের মানুসিক গোলামে পরিণত হয়েছিল।

এখন আমরা 'মেইন কেম্ফ' (Mein Kampf) বইটি থেকে আরও কিছু দ্বিযোজী যৌগ (bivalent compounds) ধারণা" সংবলিত বাক্য দেখবো। যদিও 'মেইন কেম্ফ' পুরো বইয়ের সকল বাক্য এই

নীতির উপর লেখা হয়েছে কিন্তু পুরো বই এখানে দেয়া সম্ভব নয় তাই আমি অল্প কিছু দিচ্ছি। বাংলার চেয়ে ইংলিশে ব্যাপারটা আপনারা আরও বেশী ভালো বুঝতে পারবেন তাই আমি ইংলিশে বইটির কিছু অংশ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমরা বইটির বাক্যগুলো পাঠকের অবচেতন মনে কি প্রভাব বিস্তার করছে তা দেখবো।

বইঃ মেইন কেম্ফ (Mein Kampf)

প্রথম খণ্ড: একটি পূর্বাবলোকন

প্রথম অধ্যায়

"আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে (IN THE HOME OF MY PARENTS)"

"It has turned out **fortunate** for me to-day that **destiny** appointed Braunau-on-the-Inn to be my birthplace. For that **little town** is situated just on the **frontier *between those two States*** the **reunion** of which seems, at least to us of the younger generation, a task to which **we should devote our lives** and **in the pursuit of which every possible means should be employed.**"

fortunate= পজিটিভ শব্দ;

little town is situated just on the frontier between those two States = নেগেটিভ ধারণা;

reunion = পজিটিভ শব্দ;

we should devote our lives and in the pursuit of which every possible means should be employed = সাজেশন;

"German-Austria must be **restored** to the **great** German **Motherland**. And not indeed on any grounds of economic calculation whatsoever."

restored, great, Motherland = পজিটিভ শব্দ;

not indeed on any grounds of **economic calculation** whatsoever = অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জার্মানি- অস্ট্রিয়াকে একত্রিত হতে হবে = নেগেটিভ ধারণা;

German-Austria must be restored = সাজেশন।

"**No, no.** Even if the union were a matter of economic **indifference**, and even if it were to be **disadvantageous** from the **economic standpoint**, **still it ought to take place.** People of the **same blood** should be in the **same REICH**."

No, No = নেগেটিভ শব্দ
Indifference = পার্থক্য নেই = পজিটিভ শব্দ
disadvantageous = নেগেটিভ শব্দ
economic standpoint, same blood, same REICH = পজিটিভ শব্দ
People of the same blood should be in the same REICH.= সাজেশন।

"The German people will have **no right** to engage in a colonial policy until they shall have brought all their children **together** in the **one State**."

no right = নেগেটিভ শব্দ
together, = পজিটিভ শব্দ
one State = পজিটিভ শব্দ
they shall have brought all their children together in the one State = সাজেশন।

“When the territory of the REICH embraces all the Germans and finds itself **unable** to **assure** them a livelihood, only then can the **moral right** arise, from the **need** of the people to **acquire foreign territory.**”

unable = নেগেটিভ শব্দ

assure = পজিটিভ শব্দ

moral right = পজিটিভ শব্দ

need or in need = নেগেটিভ শব্দ

acquire =পজিটিভ শব্দ

foreign territory = নেগেটিভ শব্দ

When the territory of the REICH embraces all the Germans and finds itself unable to assure them a livelihood, only then can the moral right arise, from the need of the people to acquire foreign territory = সাজেশন।

“The **plough** is then the **sword**; and the **tears** of **war** will **produce** the daily bread for the generations to come.”

plough = পজিটিভ শব্দ

sword = নেগেটিভ শব্দ

Tears, War = নেগেটিভ শব্দ

Produce = পজিটিভ শব্দ

The plough is then the sword; and the tears of war will produce the daily bread for the generations to come = সাজেশন।

আমি উক্ত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের ২ টি প্যারার ব্যাখ্যা করে দেখালাম যে, হিটলার তার বইয়ের প্রতিটি বাক্যে Bomb – Sex দ্বি-অর্থবোধক যৌগিক শব্দের ধারণা ব্যাবহার করেছেন তবে হিটলার ধারণাটিকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যাবহার করেছেন যা কোনো Neuroscientist বা মনোবিজ্ঞানী (psychologist) এখনো চিন্তাই করেন নি। আপনারা হিটলারের সকল বক্তব্য, লেখা নিয়ে গবেষণা করলে দেখতে পাবেন তিনি সকল ক্ষেত্রে একই নীতি ব্যাবহার করেছেন।

কিন্তু হিটলার জানতেন না যে তিনি মানুষকে হিপনোটাইজ করছেন এবং এভাবে তিনি মানুষের অবচেতন মনকে তার সাজেশন গ্রহন করতে বাধ্য করছেন।

হিটলার একা এবং একা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার অন্য কোনো কারণ নেই কারণ হিটলার যদি জার্মানির সরকার প্রধান না হতেন তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হত না। এভাবে মানুষকে হিপনোটাইজ করার জ্ঞান তখন অন্য কোনো নেতার ছিল না এবং এখনো নেই।

হিটলার কেন ইহুদীদের ঘৃণা করতেন?

Stab-in-the-back myth (পিছন থেকে পিঠে ছুরির আঘাতের কিংবদন্তি'): এটি একটি ইহুদি-বিদ্বেষী (antisemitic) এবং সাম্যবাদ-বিরোধী (anti-communist) ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যা ১৯১৮ সালের পর জার্মানিতে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো এবং প্রচার করা হতো। এই তত্ত্ব অনুসারে, ইম্পেরিয়াল জার্মান সেনাবাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়নি, বরং দেশের অভ্যন্তরের কিছু নাগরিক—বিশেষ করে ইহুদি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী যারা ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ উস্কে দিয়েছিল এবং প্রজাতন্ত্রী রাজনীতিবিদ যারা ১৯১৮-১৯১৯ সালের জার্মান বিপ্লবে হোহেনজোলার্ন রাজবংশকে (House of Hohenzollern) উৎখাত করেছিল—তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই উপকথার সমর্থকরা ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বরের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে (Armistice) স্বাক্ষরকারী জার্মান সরকারের নেতাদের "নভেম্বরের অপরাধী" (November criminals) হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

১৯১৯ সালের বসন্তে, ম্যাক্স বাউয়ার (Max Bauer) – একজন সেনা কর্নেল যিনি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে লুডেনডর্ফের (Ludendorff) প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন – "আমরা কি যুদ্ধ এড়াতে, জিততে, বা ভেঙে দিতে পারতাম?" শিরোনামে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে

"(যুদ্ধটি জার্মানি) শুধুমাত্র এবং একচেটিয়াভাবে নিজ দেশের ব্যর্থতার কারণেই হেরেছিল।"পিঠে ছুরিকাঘাত" (stab-in-the-back) এই নির্দিষ্ট পরিভাষাটির জন্ম সম্ভবত ১৯১৯ সালের শরৎকালে ধরা যেতে পারে, যখন লুডেনডর্ফ বার্লিনে ব্রিটিশ মিলিটারি মিশনের প্রধান, ব্রিটিশ জেনারেল স্যার নিল ম্যালকমের (Sir Neill Malcolm) সাথে নৈশভোজ করছিলেন। ম্যালকম লুডেনডর্ফকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি মনে করেন জার্মানি যুদ্ধে হেরেছে? লুডেনডর্ফ তার যুদ্ধ হারের কারণের একটি তালিকা দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল যে দেশের অভ্যন্তরভাগ সেনাবাহিনীকে হতাশ করেছিল।

ফ্রিডরিখ এবার্ট এই "পিঠে ছুরিকাঘাত" ধারণায় অবদান রেখেছিলেন যখন তিনি ফিরে আসা প্রবীণ সৈন্যদের বলেছিলেন যে "কোনও শত্রু তোমাদের পরাজিত করেনি।"

ম্যালকম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনি কি বলতে চাইছেন যে, আপনাদের পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল?" লুডেনডর্ফের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি হাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কুকুরের মতো কথাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "পিঠে ছুরি মারা হয়েছে?" ("Stabbed in the back?") তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। "হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমাদের পিঠে ছুরি মারা হয়েছিল"। আর এভাবেই জন্ম হয়েছিল এক কিংবদন্তির, যা আজও পুরোপুরি বিলীন হয়নি।

হিটলার 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি সম্ভবত ১ম বিশ্ব যুদ্ধের সময় পড়েছিলেন কারণ সেই সময়ে জার্মান সকল সৈন্যদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বইটি পড়তে দিয়েছিল বা বলেছিল জার্মান সরকার।

ঐতিহাসিক রিচার্ড জে. ইভান্স (Richard J. Evans) বলেন যে, "ইতিহাসবিদরা এখন একমত যে, হিটলারের কুখ্যাত, নৃশংস ইহুদি-বিদ্বেষ ((antisemitic) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের অনেক পরে 'পিঠে ছুরিকাঘাত মিথ' ("stab-in-the-back myth") ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ উদ্‌ভূত হয়েছিল।"

হিটলার মনে করতেন ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে জার্মানি ১ম বিশ্ব যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। হিটলার ছিলেন বর্ডার লাইন পারসোনালিটির অধিকারী। তিনি নিজে ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, আহত হয়েছেন এবং সম্মানসূচক পদক পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি যদি মনে করেন অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা (জার্মানি) যুদ্ধে হেরেছি তাহলে তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন না - এটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়। বর্ডার লাইন পারসোনালিটি অধিকারীদের সমস্যা হচ্ছে এরা চরমপন্থা গ্রহন করেন। একই ঘটনা ঘটেছে হিটলারের ক্ষেত্রে। তিনি দোষীদের খুঁজে বের না করে

সকলকেই শাস্তি দেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ইহুদীদের হত্যা করতে বলেন যা তিনি তার 'মেইন কেম্ফ' বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

হিটলার সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন – এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শৈশবের অভিজ্ঞতা তাকে বর্ডার লাইন পারসোনালিটির দিকে নিয়ে গেছে কিন্তু সেটা কখনোই ডিসঅর্ডার ছিল না।

এখন আমরা দেখব, হিটলারের বা সেই সময়ে জার্মানির বহু নেতার এবং জনগণের পর্যবেক্ষণ কি সম্পূর্ণ-ই ভুল ছিল?

১ম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে উভয় পক্ষেই ইহুদীদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে। যুদ্ধের শুরুতে, ইহুদিরা নিজ নিজ দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনে আগ্রহী হয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার ইহুদিরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু যখন নির্বাসনের নীতি কার্যকর করা হয়, তখন অনেক ইহুদি কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোর বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও, প্রায় পাঁচ লক্ষ ইহুদি রাশিয়ার উর্দি পরিধান করে। অন্যদিকে, **প্রায় এক লক্ষ ইহুদি জার্মান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিল।** তবুও এই বিপুল সংখ্যক তালিকাভুক্তি সত্ত্বেও, উভয় দেশের ইহুদিদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি এবং মুনাফাখোরির অভিযোগ আনা হয় এবং সরকারি তদন্ত শুরু করা হয়। যদিও এই তদন্তগুলোর ফলাফল কখনও প্রকাশিত হয়নি, পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে ইহুদিদের হতাহতের হার কোনোভাবেই অ-ইহুদি জনসংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, কারণ ইহুদিরা এই দুই শক্তির মিত্র, তারা নিপীড়ক রুশ স্বৈরাচারের প্রতি তাদের শত্রুতা গোপন করেনি; এবং প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়া থেকে সদ্য আগত অভিবাসীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। উভয় দেশেই, জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদিদের অপমানজনক প্রকাশ্য আনুগত্য ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হতো।

যদিও ইহুদি ব্যক্তিদের আনুগত্য - বিরোধী শিবিরগুলোর মধ্যে বিভক্ত ছিল, বিশ্ব জায়নবাদী সংস্থাসহ (World Zionist Organization) ইহুদি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো নিজেদের নিরপেক্ষ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু জারশাসিত শাসনের প্রকৃতি এবং পোলিশ ও রুশ ইহুদিদের বিশাল অনুপাতের কারণে, অধিকাংশ ইহুদি নেতার সহানুভূতি জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের দিকেই ছিল। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর এ বিষয়ে অবগত ছিল এবং যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে জার্মান স্বার্থ এগিয়ে নিতে এটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। বিশ্বজুড়ে জার্মান ইহুদিরা "পূর্বদিকের জন্য কমিটি" ("Committee

for the East") প্রতিষ্ঠা করে, যা পোল্যান্ডের ইহুদিদের মধ্যে জার্মানি-পন্থী প্রচার চালাত। জার্মানিতে জায়নবাদীরা (Zionists) ফিলিস্তিন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের সাথে আলোচনা চালায় এবং ১৯১৫ সালে ইহুদি দার্শনিক হারমান কোহেন (Jewish philosopher, Hermann Cohen) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ইহুদিদেরকে অনুরোধ করেন তারা যেন মার্কিন সরকারকে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি করানোর চেষ্টা করেন।

এই প্রচেষ্টাগুলো নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সরকারকে জায়নবাদী সংগঠনের (Zionist Organization) অভ্যন্তরে থাকা ইংরেজপন্থী সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছাতে উৎসাহিত করেছিল, যা ১৯১৭ সালের নভেম্বরে বালফোর ঘোষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। (These efforts undoubtedly spurred the British government to make advances to the pro-English minority within the Zionist Organization, which contributed to the publication of the Balfour Declaration in November 1917.)।

এখন আমাদেরকে জানতে হবে, বালফোর ডিক্লারেশন (Balfour Declaration) কি এবং কেন তা ঘোষণা করা হয়েছিল?

নভেম্বর ১৯১৪-এ অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার পর, তারা ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করে। দুই মাসের মধ্যে, ব্রিটেনের যুদ্ধ মন্ত্রিসভায় (War Cabinet) একজন জায়নবাদী সদস্য হার্বার্ট স্যামুয়েলের (Herbert Samuel) মাধ্যমে একটি স্মারকলিপি প্রচারিত হয়, যেখানে তৎকালীন যুদ্ধে ইহুদিদের সমর্থন লাভের জন্য জায়নবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার (Zionist ambitions) প্রতি সমর্থনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এইচ. এইচ. অ্যাসকুইথ (H. H. Asquith) ফিলিস্তিনসহ অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি নীতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন।

বালফোর ঘোষণা (২ নভেম্বর ১৯১৭) ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারি করা একটি প্রকাশ্য বিবৃতি, যেখানে ফিলিস্তিনে "ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাস" প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাটি ২ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বালফোরের (Arthur Balfour) পক্ষ থেকে ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা লর্ড রথসচাইল্ডকে (Lord Rothschild, leader, British Jewish community) লেখা একটি চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত

ছিল, যা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের জায়নবাদী ফেডারেশনে (Zionist Federation) প্রেরণের জন্য লেখা হয়েছিল। ঘোষণার পাঠ্যটি ৯ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

মক্কার শেরিফ হুসেইন বিন আলী আল হাশমীর কাছে এই বালফোর ডেকলারেশন ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কারণ ব্রিটেনের সাথে হুসেইন বিন আলী আল হাশমীর "ম্যাকমোহন–হুসেইন করেসপনড্যান্স' (McMahon–Hussein correspondence.) এর মাধ্যমে চুক্তি হয়েছিল যে, অটোম্যানদের বিরুদ্ধে মক্কার শেরিফ হুসেইন বিন আলী আল হাশমী ব্রিটেনকে সমর্থন করবে বিনিময়ে যুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইনসহ সম্পূর্ণ আরব নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হবে। সেখানে 'বালফোর ডেকলারেশন' (Balfour Declaration) কিভাবে আসল?

ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, ১ম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের ইহুদীদের সমর্থন না পেলে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া কঠিন হবে। তাই ইউরোপের ইহুদীদের সমর্থন পেতে ব্রিটেন সরকার বালফোর ডেকলারেশন দিতে বাধ্য হন।

বালফোর ডেকলারেশন শোনার পর জার্মানির ইহুদীরা কি করেছে - বুঝতেই পারছেন। সম্ভবত জার্মানির ইহুদী সৈন্যরা জার্মানির পক্ষে আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করাই ছেড়ে দিয়েছিল এবং জার্মানিতে থাকা ইহুদীরা যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় কামনা করছিল। এই উদ্দেশ্যেই তো ব্রিটেন 'বালফোর ডেকলারেশন' ঘোষণা করেছিলো যাতে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ করা ইহুদী সৈন্যরা জার্মানির পক্ষে আর আন্তরিকতা নিয়ে যুদ্ধ না করে **কারণ যদি ব্রিটেন হেরে যায় তাহলে বালফোর ডেকলারেশনের আর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না**, **জার্মানির সাথে জোট করা অটোম্যানরাই প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রন করবে** – পৃথিবীর যে কোনো রাজনীতিক এবং কুটনীতিক এই ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন।

এত বছর পরেও এই ব্যাপারগুলো আমরা সহজেই বুঝতে পারছি আর জার্মানির নেতৃবৃন্দ, জনগণ এবং হিটলার বুঝতে পারবেন না - এটা কিভাবে হয়? সুতরাং হিটলারসহ অনেক জার্মান নেতা এবং জনগণের পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ ভুল ছিল – এই কথা বলা যায় না।

আমি হিটলারের ইহুদী নিধন সমর্থন করি না কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে বেশিরভাগ যে বিশ্বাসঘাতক – এটা আমরা জানি।

আরিয়ান কারা?

আরিয়ান (Aryan), বা আর্য হল ইন্দো-ইরানীয়দের জাতিগত-সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয় থেকে উদ্ভূত একটি শব্দ যা সংস্কৃত আরিয়া (ārya) থেকে নেয়া হয়েছে। এটি নিকটবর্তী বহিরাগতদের থেকে ভিন্ন ছিল, যাদের তারা নন-আরিয়ান (Non-Aryan / অনার্য / an-āryā) হিসাবে চিহ্নিত করত। প্রাচীন ভারতে, বৈদিক যুগের ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) জনগোষ্ঠী এই শব্দটি নিজেদের নাম (endonym) হিসাবে এবং আরিয়াভারতা (Aryavarta) (আক্ষরিক অর্থে 'আরিয়ানদের দেশ') নামক একটি অঞ্চলের নাম হিসেবে উল্লেখ করতে ব্যবহার করত, যেখানে তাদের সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। একইভাবে, জরথুস্ত্রবাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা (Avesta) অনুসারে, ইরানি জনগোষ্ঠী নিজেদের একটি জাতিগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং আইরিয়ানেম ভেজাহ (Airyanem Vaejah) (আক্ষরিক অর্থে 'আর্যদের বিস্তৃতি') নামক একটি অঞ্চলের নাম হিসেবে এই শব্দটি ব্যবহার করত, যা ছিল তাদের পৌরাণিক মাতৃভূমি (mythical homeland)। এই শব্দমূলটি থেকে আরিয়ানা (Aryāna) এবং আরিয়ানাম (Aryānām)-এর মতো স্থানের নামও এসেছে। অর্থাৎ উক্ত স্থানগুলোর নাম জাতির নাম থেকে এসেছে।

আরিয়ান জাতি (আর্য জাতি) একটি ছদ্মবৈজ্ঞানিক (pseudoscientific) ঐতিহাসিক জাতিগত নাম যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়দের (Proto-Indo-Europeans) বংশধরদের একটি জাতিগোষ্ঠীর নাম হিসাবে বর্ণনা করার জন্য উদ্ভূত হয়েছিল। এই নামটি আরিয়ান (আর্য) শব্দের ঐতিহাসিক ব্যবহার থেকে উদ্ভূত, যা ইন্দো-ইরানীয়রা (Indo-Iranians) একটি জাতিগত-সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয় এবং "মহৎ" উপাধি হিসাবে ব্যবহার করত। **নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এই জাতিগত ধারণার বৈধতাকে সমর্থন করে না।** অর্থাৎ,আরিয়ান শব্দটি কোনো জাতির নাম ছিল না।

(The view of many modern scholars is that the ethos of the ancient Aryan identity, as it is described in the Avesta and the Rigveda, was religious, cultural, and linguistic, and was not tied to the concept of race.)

অনেক আধুনিক পণ্ডিতের অভিমত হলো যে, জরথুস্ত্রবাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা (Avesta) ও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদে (Rigveda) বর্ণিত প্রাচীন আরিয়ান বা আর্য পরিচয়ের মূলভাব ছিল

ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত এবং তা জাতি ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরিয়ান বা আর্য কোনো জাতির নাম নয় – এটা হচ্ছে একটি ধর্ম বা নির্দিষ্ট বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের নাম।

১৮৫০-এর দশকে ফরাসি কূটনীতিক ও লেখক আর্থার ডি গোবিনো (Arthur de Gobineau) আরিয়ান জাতির (আর্য জাতির) ধারণাটি সামনে আনেন। তিনি মূলত দাবি করেন যে, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয়রা ছিল মানবজাতির উন্নততর প্রজাতি এবং তাদের বংশধররা হয় একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী অথবা কাল্পনিক ককেশীয় জাতির একটি স্বতন্ত্র উপগোষ্ঠী। আর্থার ডি গোবিনো আরিয়ানদের সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে তিনি একটু ভুল করায় পুরো অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করার জন্যই এই বই লেখা।

ব্রিটিশ-জার্মান দার্শনিক হিউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইনের কাজের মাধ্যমে, আর্থার ডি গোবিনোর তত্ত্ব ইউরোপীয় বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের (European racial supremacists) মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত নাৎসি বর্ণ তত্ত্বের (Nazi racial theories) ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের (scientific racism) ধারণাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হিটলার এই অস্পষ্ট ধারণাগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতের আরিয়ানরা (আর্যরা) তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে ফর্সা এবং লম্বা ছিল এবং স্থান পরিবর্তনের পরে, তারা ইউরোপের সমস্ত সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং ইউরোপিয়ান সংস্কৃতির বীজ বপন করেছিল।

নাৎসি জার্মানিতে, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান-অধিকৃত ইউরোপে, আরিয়ান (আর্য) হিসেবে স্বীকৃত যে কোনো নাগরিককে মানবজাতির "শ্রেষ্ঠ জাতি" (master race) হিসেবে সম্মানিত করা হতো। বিপরীতে, অনার্যদের (নন আরিয়ানদের) বিরুদ্ধে আইনগতভাবে বৈষম্য করা হতো, যার মধ্যে ইহুদি, **রোমা এবং স্লাভরা (বেশিরভাগই পোল এবং রাশিয়ান)** অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদিদের যাদের আরিয়ান জাতির (আর্য জাতির) প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করা হতো, নাৎসি পার্টি বিশেষভাবে তাদের লক্ষ্যবস্তু করেছিলো, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল হলোকাস্ট (Holocaust)। **ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো - আর্য) বংশোদ্ভূত রোমারাও লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল পোরাজমোস (Porajmos)।**

এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হিটলার অনার্যদের (নন আরিয়ানদের) টার্গেট করেন নি তিনি টার্গেট করেছিলেন ১ম বিশ্বযুদ্ধে যাদেরকে তিনি 'বিশ্বাসঘাতক' বলে মনে করতেন তাদেরকে। এরা কারা?

ইহুদী, রোমা এবং স্লাভরা (বেশিরভাগই পোল এবং রাশিয়ান) অর্থাৎ হিটলার ১ম বিশ্বযুদ্ধে যাদের কাছে বা যাদের কারণে হেরেছিলেন বলে মনে করতেন তাদেরকে টার্গেট করেছিলেন। কিন্তু হিটলারের কাছে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ ছিল না যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কারণ কেউই প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় নি। তাই হিটলার আরিয়ানদের (আর্য) সেরা জাতি হিসেবে ঘোষণা করে অন্যদের উপর ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

* হিটলার যাদেরকে নন-আরিয়ান (Non-Aryan) বলে হত্যা করেছেন তারা সবাই ১ম বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। যেমনঃ রোমা এবং স্লাভ যাদেরকে তিনি হত্যা করেছেন তারা ছিল পোল এবং রাশিয়ান আর হত্যার কারণ হচ্ছে রাশিয়া ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে পরাজিত করেছিলো। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল – এই কারণে পোলদের প্রতি হিটলারের ক্রোধ আমরা বুঝতে পারি। হিটলার কেন ইহুদীদের হত্যা করেছেন তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসবে হিটলার যা করেছেন তা কি ঠিক? না, তা ঠিক নয়। হিটলার আমাদের মত স্বাভাবিক নন – তিনি বর্ডার লাইন পারসোনালিটির অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সবকিছুতে চরমপন্থা গ্রহন করতেন। ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশের "থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা" পড়ে হিটলার বিশ্বাস করেছেন যে, তার শত্রুরা সবাই নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আর তিনি এবং তার মতাদর্শের লোকেরা হচ্ছে সুপারম্যান। হিটলার যাদেরকে মানুষ মনে করতেন না - তাদেরকে হত্যা করতে তার হাত কাঁপতো না। তিনি তাদেরকে নিয়ে কোনো কথাও বলতেন না।

এখন প্রশ্ন আসবে - হিটলার তো বললেই পারতেন যে, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরকে শাস্তি দিবো"। না, হিটলার এটা বলতে পারতেন না কারণ তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলো তারা সবাই একসাথে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়তো। হিটলারকে যারা মানুসিকভাবে অসুস্থ বা বোকা মনে করেন তারা নিজেরাই বোকা।

আরিয়ানিসমকে ব্যাবহার করে হিটলার ১ম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। এখন আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন এসে দাড়ায়। হিটলার আরিয়ান বা আর্যরা যে শ্রেষ্ঠ জাতি এই ধারণা কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

শ্রেষ্ঠ জাতি (Master race)

শ্রেষ্ঠ জাতি (Master Race) হল নাৎসি মতাদর্শের একটি ছদ্মবৈজ্ঞানিক (pseudoscientific) ধারণা, যেখানে কথিত আরিয়ানদের (আর্য) জাতিকে মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে গণ্য করা হয়। এর সদস্যদের শ্রেষ্ঠ মানব (master humans) হিসাবে উল্লেখ করা হত।

নাৎসি তাত্ত্বিক আলফ্রেড রোজেনবার্গ বিশ্বাস করতেন যে "নর্ডিক জাতি" (Nordic race) প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়দের (Proto-Indo-European) বংশধর, যারা তার মতে প্রাগৈতিহাসিকভাবে উত্তর জার্মান সমভূমিতে বাস করত। নাৎসিরা ঘোষণা করেছিল যে আরিয়ানরা (আর্যরা) অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বাস করত যে তারা ভৌগোলিকভাবে প্রসারিত হওয়ার অধিকারী। নাৎসিদের দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকৃত নীতির ফলে আরিয়ান সার্টিফিকেটের (আর্য সার্টিফিকেট) প্রচলন ঘটে। এই নথিটি, যা জার্মানির (রাইখের) সকল নাগরিকের জন্য আইনত বাধ্যতামূলক ছিল, যা ছিল "ক্ষুদ্র আরিয়ান সার্টিফিকেট" (Kleiner Ariernachweis), যার জন্য মালিককে ব্যাপটিজম, জন্ম সনদ বা এর প্রত্যয়িত প্রমাণের মাধ্যমে তাদের বংশধারা খুঁজে বের করতে হত যে সমস্ত পিতামহ-পিতামহী আরিয়ান বংশোদভুত (আর্য বংশোদভুত) ছিলেন।

নর্ডিক জাতি (Nordic race)

নর্ডিক জাতি (Nordic race) হলো মানুষের একটি অপ্রচলিত জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস যা **বর্তমানে ভুল প্রমাণিত** একটি জৈবিক জাতি তত্ত্বের (biological race) উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিলো। একসময় এটিকে একটি জাতি বা অনুমিত উপ-জাতিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হত, যে গুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু নৃতত্ত্ববিদ ককেশীয় জাতিকে বিভক্ত করেছিলেন। তাদের দাবি ছিল যে, এদের পৈতৃক নিবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ইউরোপে, বিশেষ করে অ্যাংলো-স্যাক্সন, জার্মানিক জনগোষ্ঠী, বাল্ট, বাল্টিক ফিন, উত্তর ফরাসি এবং কিছু কেল্ট ও স্লাভদের মতো জনগোষ্ঠীর মধ্যে। নর্ডিকদের কথিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ছিল হালকা চোখ, ফর্সা ত্বক, লম্বা গড়ন এবং ডলিকোসেফালিক খুলি; তাদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, সরলতা, সংযম এবং ইনডিভিসিয়ালিসম

(Individualism)। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, নর্ডিক জাতি ককেশীয় জাতির শ্রেষ্ঠ শাখা—এই বিশ্বাস থেকে নর্ডিকবাদ মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে।

আরিয়ানাভারতা (আর্যাবর্ত) - আরিয়ানদের (আর্যদের) আবাসভূমি

(Aryāvarta -Land of Aryans)

২য় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ বছরে, হিটলার এবং এসএস (SS) নেতৃত্বের কিছু অংশ উচ্চ-বর্ণের উত্তর ভারতীয়দের, যারা কথিত অবিমিশ্র ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) বংশোদ্ভূত, তাদেরকে দূরবর্তী জাতিগত আত্মীয় (racial cousins) বলে মনে করে এবং তাদেরকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ভবিষ্যৎ **হিন্দু রাষ্ট্রের (Hindu Rashtra)** স্বাভাবিক ধারক হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

হিটলারের উপরের উদ্যোগ দেখলেই বুঝা যায়, হিটলার আরিয়ানদের (আর্যদের) সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। তিনি জানতেন কারা আরিয়ান বা আর্য। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ তো বলেছেনই তারপরও আমরা এখান থেকে আরও পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবো যে, আরিয়ান বা আর্যরা কোনো জাতি নয় বরং এরা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ।

আরিয়ানাভারতা (Āryāvarta) আর্যাবর্ত (আক্ষরিক অর্থে 'আরিয়ানদের দেশ' বা 'আর্যদের দেশ') হলো হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং সুতরার (Sutras) মতো প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পরিভাষা। এটি ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে বোঝায়, **যেখানে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) অভিবাসনের সময় ও পরে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) উপজাতিরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং যেখানে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল।** বিভিন্ন সুতরায় (Sutras) যেমনটা প্রতিফলিত হয়েছে, কালক্রমে আরিয়ানাভারতা (আর্যাবর্তের) সীমা প্রসারিত হয়েছিল, কারণ বৈদিক-পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের (Brahmanical ideology) প্রভাব পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (Vasistha Dharma Sutra) (প্রাচীনতম সুতরা, আনুমানিক 500-300 BCE) আরিয়ানাভারতার (আর্যাবর্তের) অবস্থান মরুভূমিতে সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের পূর্বে, কালকাবনের পশ্চিমে, পরিয়াত্র পর্বতমালা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য (Patanjali's Mahābhāṣya) (200 BCE এর মধ্যভাগ / mid-2nd century BCE) বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের (Vasistha Dharma Sutra) মতোই আরিয়ানাভারতা (আর্যাবর্তের) সংজ্ঞা দেয়। ব্রঙ্কহোস্টের (Bronkhost) মতে, তিনি "এটিকে মূলত গঙ্গা সমভূমিতে, পশ্চিমে থর মরুভূমি এবং পূর্বে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যে স্থাপন করেছেন।"

নন্দ সাম্রাজ্য (Nanda Empire): নন্দ সাম্রাজ্য ছিল একটি বিশাল সাম্রাজ্য যা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতের মগধ ও গাঙ্গেয় সমভূমিতে শাসন করত এবং এর ভৌগোলিক বিস্তৃতিও ছিল ব্যাপক। কিছু বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী **(500 BCE)** পর্যন্তও এর অস্তিত্ব ছিল। নন্দরা তাদের পূর্বসূরি হর্যঙ্ক ও শৈষ্ঞগদের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে একটি অধিকতর কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রাচীন সূত্রগুলো তাদের বিপুল সম্পদ অর্জনের কৃতিত্ব দেয়, যা সম্ভবত একটি নতুন মুদ্রা ও কর ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফল ছিল।

নন্দ সাম্রাজ্য (Nanda Empire) কি কি ধর্ম প্রচলিত ছিল?

১) জৈন ধর্ম

২) আজিবিকাশবাদ

৩) বৌদ্ধ ধর্ম

৪) হিন্দুধর্ম

৫) **ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম (Historical Vedic religion)**

ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম (Historical Vedic religion): ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম, যা বেদবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং কখনও কখনও প্রাচীন হিন্দুধর্ম বা বৈদিক হিন্দুধর্ম নামেও পরিচিত, বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১৫০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ / 1500-500 BCE) উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ধারণা এবং অনুশীলন নিয়ে গঠিত ছিল।

এই ধারণা এবং অনুশীলনগুলি বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং কিছু বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত আছে। বৈদিক ধর্ম আধুনিক হিন্দুধর্মকে রূপদানকারী প্রধান ঐতিহ্যগুলির মধ্যে একটি, যদিও বর্তমান হিন্দুধর্ম ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

বেদবাদ বলতে বৈদিক ধর্মের প্রাচীনতম রূপকে বোঝায়, যখন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (200 BCE) ইন্দো-আর্যরা (Indo-Aryan) একাধিক দলে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে পরবর্তী বৈদিক যুগের আরও উন্নত রূপকে বোঝায় যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালে (1000 BCE) গঙ্গা অববাহিকায় আকার ধারণ করেছিল। হিস্টারম্যানের (Heesterman) মতে, "এটি শিথিলভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ নামে পরিচিত কারণ এটি সমাজের ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) শ্রেণীর উপর ধর্মীয় এবং আইনি গুরুত্ব আরোপ করে।" পরবর্তী বৈদিক যুগে, ব্রাহ্মণ এবং প্রাথমিক উপনিষদ রচিত হয়েছিল। বেদবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ উভয়ই বেদকে পবিত্র বলে মনে করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, যা বেদের বাইরের মতবাদ এবং বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন মন্দির পূজা, ধ্যান, ত্যাগ, নিরামিষভোজন, গুরুর ভূমিকা এবং হিন্দু ধর্মীয় জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য অবৈদিক উপাদান।

বৈদিক ধর্মের মূল ইউরেশীয় স্তেপের (Eurasian Steppe) সিনতাশতা (আনুমানিক ২২০০-১৭৫০ BCE) এবং আন্দ্রোনোভো (আনুমানিক ২০০০-১১৫০ BCE) সংস্কৃতির ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) সংস্কৃতি ও ধর্মে নিহিত। এই ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) ধর্ম মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত অ-ইন্দো-আর্য ব্যাকট্রিয়া-মার্গিয়ানা সংস্কৃতি (non-Indo-Aryan Bactria–Margiana culture (**BMAC**; 2250–1700 BCE)) থেকে "স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি" গ্রহণ করেছিল, যখন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে পশুপালক ইন্দো-আর্য উপজাতিরা সেখানে একটি পৃথক জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করত। BMAC থেকে ইন্দো-আর্য (ইন্দো-আরিয়ান) উপজাতিরা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভিবাসন করে এবং সেখানে প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১৫০০-১১০০ BCE) পরবর্তী সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার (২৬০০-১৯০০ BCE) অবশেষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দো-আর্য (ইন্দো-আরিয়ান) ধর্মের একটি রূপ হিসাবে বৈদিক ধর্মের বিকাশ ঘটে।

পরবর্তী বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১১০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ/BCE), কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যের একটি মতাদর্শ হিসেবে বৈদিক ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের উদ্ভব ঘটে, যা কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যের পতন এবং অবৈদিক মগধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আধিপত্যের পর এক বৃহত্তর অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল সমসাময়িক হিন্দুধর্মকে রূপদানকারী অন্যতম প্রধান প্রভাবক, যখন এটি পূর্ব গঙ্গা সমভূমির

অবৈদিক ইন্দো-আর্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের (যা থেকে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মেরও উদ্ভব হয়েছিল) এবং স্থানীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লেষিত হয়েছিল।

বৈদিক ধর্মের নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞগুলির মধ্যে রয়েছে: সোম যজ্ঞ; আহুতি (হবির) সহ অগ্নি যজ্ঞ; এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ (অশ্ব বলি)। ঋগবেদিক (Rig Veda) যুগ থেকে সমাধিস্থকরণ এবং শবদাহের প্রথা দেখা যায়। বৈদিক ধর্মে পূজিত দেবতারা হলেন দ্যৌস, ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র এবং বরুণ, এবং গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে সত্য এবং ঋত।

প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে বোঝাতে প্রাচীন হিন্দুধর্ম এবং বৈদিক হিন্দুধর্ম শব্দগুলোও ব্যবহৃত হয়েছে।

হাইনরিখ ফন স্টিটেনক্রনের (Heinrich von Stietencron) মতে, **ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা প্রকাশনাগুলিতে বৈদিক ধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে ভিন্ন এবং সম্পর্কহীন বলে মনে করা হতো**। পরিবর্তে, হিন্দুধর্মকে পুরোহিত, তন্ত্র এবং ভক্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে হিন্দু মহাকাব্য এবং পুরাণের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হতো। পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা এবং ধর্মান্তরকরণের প্রতিক্রিয়ায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রাহ্ম সমাজ এবং নব্য-বেদান্তের মতো হিন্দু সংস্কার আন্দোলনগুলো পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে 'কুসংস্কার' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তাদের দৃষ্টিতে বৈদিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। পরিবর্তে, তারা বেদের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি "কল্পিত" মূল, যুক্তিবাদী এবং একেশ্বরবাদী প্রাচীন হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচার করেছিল।

বিংশ শতাব্দীতে, বৈদিক মূলের উপর নব্য-হিন্দুদের জোর দেওয়া এবং বৈদিক ধর্ম ও সমসাময়িক হিন্দুধর্মের সাথে এর অভিন্ন ঐতিহ্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে উন্নততর বোঝাপড়ার ফলে পণ্ডিতরা ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মকে আধুনিক হিন্দুধর্মের পূর্বপুরুষ হিসেবে দেখতে শুরু করেন। **ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মকে এখন সাধারণত আধুনিক হিন্দুধর্মের পূর্বসূরী হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এ দুটি এক নয় কারণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্দেশ করে**। এর মধ্যে রয়েছে পরবর্তীকালে বিকশিত পুনর্জন্ম এবং সংসার ধারণার পরিবর্তে পরকালে বিশ্বাস। তা সত্ত্বেও, যদিও "সাধারণত শেখানো হয় যে ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মের সূচনা সাধারণ যুগের শুরুর দিকে হয়েছিল যখন "মূল প্রবণতাগুলি, হিন্দু ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছিল," কিছু পণ্ডিত "হিন্দুধর্ম" শব্দটিকে সাম্প্রতিক সংশ্লেষণের পাশাপাশি বেদবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে বলে মনে করতে শুরু করেছেন।

বৈদিক ধর্ম বলতে কিছু বৈদিক ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) উপজাতি, আরিয়ানদের (আর্যদের) ধর্মীয় বিশ্বাসকে বোঝায়, যারা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদী উপত্যকা অঞ্চলে অভিবাসন করেছিল।

বৈদিক ধর্ম পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ, বেদের পৌরাণিক কাহিনী এবং আচার-অনুষ্ঠানের আদর্শকে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত হয়েছে, যা আগমিক, তান্ত্রিক এবং সাম্প্রদায়িক ভারতীয় ধর্মের রূপগুলি থেকে আলাদা, যেগুলি অবৈদিক পাঠ্য উৎসের কর্তৃত্বের আশ্রয় নেয়। বৈদিক ধর্মের বর্ণনা বেদে পাওয়া যায় এবং এটি বিপুল বৈদিক সাহিত্যের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে আদি উপনিষদ, যা বিভিন্ন পুরোহিত সম্প্রদায় দ্বারা আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। বৈদিক ধর্ম আদি বৈদিক যুগে পশ্চিম গঙ্গা সমভূমিতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বিদ্যমান ছিল। **বৈদিক ধর্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১১০০ সালে, এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১০০-৫০০ সালে ব্রাহ্মণ্যবাদে পরিবর্তিত হয়েছিল।** পূর্ব গঙ্গা সমভূমি আরেকটি ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যারা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, এবং মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

ইন্দ-আরিয়ানরা (ইন্দো-আর্যরা) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা পরিবারের একটি শাখার ভাষায় কথা বলতো যা সিনতাশতা সংস্কৃতি (Sintashta culture) থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতিতে (Andronovo culture) বিকশিত হয়েছিল, যা আবার মধ্য এশীয় স্তেপের কুরগান সংস্কৃতি (Kurgan culture) থেকে বিকশিত হয়েছিল। প্রারম্ভিক বৈদিক যুগের সাধারণভাবে প্রস্তাবিত সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে ধরা হয়।

Pre-classical যুগের বৈদিক বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলি অনুমানকৃত প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় (Proto-Indo-European) ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, এবং আন্দ্রোনোভো সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক দেখায়, যেখান থেকে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) জনগণের উদ্ভব হয়েছিল। অ্যান্থনির (Anthony) মতে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম সম্ভবত জেরাভশান নদী (বর্তমান উজবেকিস্তান) এবং (বর্তমান) ইরানের মধ্যবর্তী সংযোগ অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপীয় অভিবাসীদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। এটি ছিল "প্রাচীন মধ্য এশীয় এবং নতুন ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) উপাদানগুলির একটি সমন্বয়ী মিশ্রণ" যা ব্যাকট্রিয়া-মার্গিয়ানা সংস্কৃতি (BMAC) থেকে "স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলন" গ্রহণ করেছিল। এই সমন্বয়ী প্রভাবটি এই সংস্কৃতি থেকে নেয়া কমপক্ষে

৩৮৩ টি অ-ইন্দো-ইউরোপীয় (non-Indo-European words) শব্দ দ্বারা সমর্থিত, যার মধ্যে দেবতা ইন্দ্র এবং আচারের পানীয় সোম অন্তর্ভুক্ত।

অ্যান্থনির মতে, ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) শক্তি/বিজয়ের দেবতা ভেরেথ্রাগ্নার (Verethraghna) অনেক গুণাবলী গৃহীত দেবতা ইন্দ্রের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যিনি বিকাশমান প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় দেবতা হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রকে নিয়ে ২৫০টি স্তোত্র (hymns) রচিত হয়েছিল, যা ঋগবেদের (Rig Veda) এক-চতুর্থাংশ। অন্য যেকোনো দেবতার চেয়ে তিনি সোমের সাথে বেশি যুক্ত ছিলেন; সোম হলো একটি উত্তেজক ঔষধ (সম্ভবত এফেড্রা (Ephedra) থেকে উদ্ভূত) যা সম্ভবত বিএমএসি (BMAC) ধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য (Maurya Empire): মৌর্য সাম্রাজ্য (Maurya Empire) ছিল দক্ষিণ এশিয়ার একটি ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত লৌহ যুগের ঐতিহাসিক শক্তি, যার ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মগধে (Magadha)। আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এটি ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (185 BCE) পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। মৌর্য আমলের লিখিত বিবরণের প্রাথমিক উৎস হল কয়েক শতাব্দী পরের রোমান গ্রন্থে মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের আংশিক বিবরণ; এবং অশোকের শিলালিপি (Edicts of Ashoka) । প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে, দক্ষিণ এশিয়ায় মৌর্য শাসনের সময়কাল উত্তর কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্রের যুগের অন্তর্গত।

সম্রাট অশোক (Asoka), যিনি অশোক নামেও পরিচিত, ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের (Maurya Empire) তৃতীয় এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাট, যিনি আনুমানিক ২৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (268 BCE to 232 BCE) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাতি এবং বিন্দুসারার পুত্র।

রাজা অশোকাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতীক: ভারতের রাজনৈতিক দল বিজেপি সম্রাট অশোকের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে, তাঁর সাম্রাজ্যকে অখণ্ড ভারতের ধারণার সঙ্গে তুলনা করে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'সর্বজয়ী চক্রবর্তী' হিসেবে সম্রাট অশোকার সাথে সঙ্গে তুলনা করেছে।

মৌর্য সাম্রাজ্য (Maurya Empire) কি কি ধর্ম প্রচলিত ছিল?

১) **ব্রাহ্মণ্যবাদ**

২) জৈনধর্ম

৩) বৌদ্ধধর্ম

৩) আজীবিকবাদ

৪) গ্রীক বহুদেববাদ

৬) জরোস্ট্রিয়ানিজম (Zoroastrianism)

৬৩৬ সালে কাদেশিয়ার যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হবার বহু পূর্বেই জরোসট্রিয়ানরা ভারতে এসেছিল। ১০০০ BCE তে যখন জরোস্টার বা জরথুস্ত্র জরোস্ট্রিয়ানিজম প্রচার করেছেন তখন এই ধর্মের অনুসারীদের কি নামে ডাকা হত? এটা সম্ভবত অজানা - অন্তত আমি খুঁজে পেলাম না। সব জায়গায় তাদেরকে 'জরোসট্রিয়ান' বলা হয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে ২৫০০ বছর (500 BCE) আগে তাদেরকে কি নামে ডাকা হত?

জরথুস্ত্রের সময়কাল

মেরি বয়েস (Mary Boyce) যিনি জরাথুস্ট্রের সময়কাল ১৭০০ থেকে ১০০০ (BCE) খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্ধারণ করেছিলেন। অনেকে ভাষাগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রমাণ ব্যবহার করে জরাথুস্ট্রের সময়কাল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বা ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে স্থাপন করেন। **এই তত্ত্বের ভিত্তি মূলত জরাথুস্ট্রীয় গাথাগুলির প্রাচীন আবেস্তান (Avesthan) ভাষা এবং ঋগবেদের (আনুমানিক ১৭০০-১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য। ঋগবেদ (Rig veda) হলো আদি বৈদিক স্তোত্রের (hymns) একটি সংকলন। উভয় গ্রন্থকেই একটি সাধারণ প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় উৎসের বলে মনে করা হয়।**

জরথুস্ত্রের সময়কাল জানতে হলে আমাদেরকে মুসা আঃ এর সময়কাল জানতে হবে।

মুসার (আঃ) জীবনকাল আনুমানিক ১৫২৬–১৪০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ(BCE); কিছু মতানুসারে তা আনুমানিক ১৩৯১–১২৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যা প্রায়শই ফারাও দ্বিতীয় রামসেসের রাজত্বকালের সাথে যুক্ত করা হয়। ধরে নেয়া যায় যে, মুসা আঃ এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৪শ থেকে ১৩শ শতাব্দীর (1400-1300 BCE) মাঝের যে কোন সময়। বৈদিক ধর্ম থেকে এসেছে ব্রাহ্মণ্যবাদ আর ব্রাহ্মণ্যবাদে আছে বর্ণ প্রথা। ব্রাহ্মণরা অন্য কারো ছোঁয়া পাত্রে খাবার খেতেন না, তাদের শরীরে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো হাত দেয়া নিষেধ ছিল।

এখন মুসা (আঃ), চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সময়কাল এবং ইতিহাস জানার জন্য কোরআনের সহযোগিতা নিবো। যেহেতু আমি বাইবেল সম্পর্কে বেশী কিছু জানি না তাই আমার পক্ষে বাইবেল থেকে উক্ত বিষয়গুলোতে তথ্য খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টান পুরোহিত, জ্ঞানী ব্যাক্তিরা বাইবেলে খুঁজলে নিশ্চিতভাবেই এই ব্যাপারে তথ্য পাবেন। আমরা আল্লাহ এর নাযিল করা যাবুর, তাওরাত, ইনজিল, কোরআন – সকল গ্রন্থকেই সম্মান করি।

"তিনি (মুসা) বললেন, "তবে চলে যাও; **তোমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, সারাজীবন তুমি বলবে: 'আমাকে স্পর্শ করো না'।** আর অবশ্যই তোমাদের জন্য আরেকটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তোমাদের জন্য ভঙ্গ করা হবে না। আর তোমাদের সেই উপাস্যের (বাছুর) দিকে তাকাও যার প্রতি তোমরা অনুগত ছিলে। আমি অবশ্যই তাকে পুড়িয়ে ফেলব, তারপর তাকে সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেব।" (কোরআনঃ ২০:৯৭) (কোরআনঃ সূরা তা-হাঃ৯৭)

মুসা আঃ উক্ত কথা সামিরিকে (Sâmiri) বলেছিলেন যে বাছুর (Calf) বানিয়ে পুজা করেছিল এবং চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে পুজা করতে বলেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সামিরি কে? সামিরি কি ব্যক্তির নাম? না, সামিরি কোনো ব্যক্তির নাম নয়।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "সামিরি (Sâmiri) ছিলেন বাজার্মা (Bajarma) সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি, যারা গরুর পূজা করত। তাঁর অন্তরে তখনও গরু পূজার প্রতি ভালোবাসা ছিল। কিন্তু তাঁর আচরণ এমন ছিল যেন তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর নাম ছিল মুসা বিন জাফর।" কাতাদা বলেছেন, "তিনি সামাররা (Samarra) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।"

বুঝা যাচ্ছে, উক্ত ব্যাক্তিকে সামিরি নামে কোরআনে উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ শুধু উক্ত ব্যাক্তির দিকে ইঙ্গিত করেন নি। আল্লাহ উক্ত ব্যাক্তি (মুসা বিন জাফর) যে শহরের বা সম্প্রদায়ের ছিল সেই

শহরের লোকদের বা সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মানুষ আবার বাছুর পুজায় লিপ্ত হবে এমন আশংকায়ই সম্ভবত মুসা আঃ অলঙ্কার দিয়ে নির্মিত বাছুরের মূর্তিটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাগরে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্তবে তাই হয়েছিল। সামাররা (সামারিয়া/ Samarra) গ্রামের অধিবাসীরা পুনরায় বাছুর নির্মাণ করে তার পুজা করা শুরু করে যার কথা আমরা বাইবেলে পাই।

কিছু স্কলার (জ্ঞানী ব্যাক্তি) কুরআনের সামিরি এবং পরবর্তীকালের উত্তরাঞ্চলীয় চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের রাজ্য (সামারিয়া)-এর মধ্যে একটি কালানুক্রমিক বা ভাষাগত যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেন - যারা শত শত বছর পরে সোনার বাছুরের মূর্তি নির্মাণ করে বিখ্যাত হয়ে আছে। (হোশেয় ৮:৫ (Hosea 8:5)-এর মতো বাইবেলের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত)।

এর কারণ কি হতে পারে? বাইবেলের এক্সজুডাস (Exodus 32)-এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের **চাপে** হারুন (Aaron) সোনার বাছুরটি তৈরি করেছিলেন; সেখানে সামিরি নামক কোনো চরিত্র বা এই অন্যায়ের নেতৃত্বদানকারী কোনো বহিরাগতের উল্লেখ নেই।

এখন খুব সহজেই বুঝা যাচ্ছে কিভাবে বাইবেলের কথাকে গোপন করে বাছুর নির্মাণ করা হয়েছে। বাইবেলে পরিষ্কার বলা আছে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের **চাপে** পড়ে হারুন (Aaron) বাছুর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু 'চাপে' শব্দটি যদি বাদ দিয়ে সেখানে 'জন্য' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে বুঝা যাবে, চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের জন্য হারুন (Aaron) সোনার বাছুরটি তৈরি করেছিলেন'। আমাদের বুঝতে হবে, সেই সময়ে লিখিত ধর্মগ্রন্থ খুব কমই ছিল ফলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা চাইলে, ধর্মগ্রন্থের কথা ভুলভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারতো। এভাবেই সম্ভবত, চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের রাজ্য সামারিয়ার (Samarra) লোকদের ধোঁকা দেয়া হয়েছিল।

কোরআনে মুসা এবং সামাইরার কথোপকথন থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই।

"তখন মুসা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সামিরি, তুমি কী ভেবে এটা (বাছুর নির্মাণ) করেছিলে?" (৯৫) তিনি বললেন, "তারা যা দেখেনি, আমি তা দেখলাম। তাই আমি রাসূলের (ফেরেশতার) পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো [ধুলো] নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম, আর এভাবেই আমার আত্মা (অবচেতন মন) আমাকে প্রলুব্ধ করল (হুকুম দিল)।" (৯৬) (কোরআনঃ সূরা তাহাঃ৯৫-৯৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে জাদুকরদের সম্পর্কে বলে দিয়েছেন।

উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,((সামিরি) বলল: "তারা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি।") এর অর্থ, "ফেরআউনকে ধ্বংস করতে যখন জিবরীল এসেছিলেন, তখন আমি তাকে দেখেছিলাম।" (সুতরাং আমি রাসূলের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (কাবদাহ) নিলাম) এর অর্থ হলো তাঁর (জিবরাইলের) ঘোড়ার খুরের ছাপ থেকে। তাফসীরের অধিকাংশ পণ্ডিতের কাছেই এই বিষয়টি সুপরিচিত।

মুজাহিদ বলেছেন,(সুতরাং আমি রাসূলের ছাপ থেকে এক মুঠো (কাবদাহ) নিলাম) "রাসুল জিবরাইলের ঘোড়ার খুরের নিচ থেকে।" তিনি আরও বললেন, "কাবদাহ শব্দের অর্থ হলো এক মুঠো, এবং এটি এমন কিছু যা আঙুলের ডগা দিয়ে ধরা হয়।" মুজাহিদ বললেন, "আস-সামিরি তাঁর হাতে যা ছিল তা বনী ইসরাঈলের অলঙ্কারের উপর ছুঁড়ে ফেললেন এবং তা একটি বাছুরের দেহে রূপান্তরিত হলো, যা থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ আসছিল। বাছুরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসই ছিল সেই শব্দের কারণ।" এভাবেই তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, (এবং আমি এটি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।) এর অর্থ, "যারা (গয়না) নিক্ষেপ করছিল তাদের সাথে আমি এটি নিক্ষেপ করেছি।" (আমার অন্তরাত্মা আমাকে এমনই পরামর্শ দিয়েছিল।) এর অর্থ হলো, তার আত্মা (অবচেতন মন) এটিকে একটি ভালো বিষয় বলে মনে করেছিল এবং তা তার কাছে আনন্দদায়ক ছিল।

কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, জীনরা ফেরেশতাদের কথা শুনে এবং সেখান থেকে কিছু কথা যাদুকরদের বলে তখন জাদুকররা সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জাদু করেন। সামিরির নির্মিত বাছুরের মধ্যে দিয়ে বাতাস গেলে তা থেকে শব্দ বের হতো - এটা সিম্পলি একটি সাইন্স। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের (Physics) এর সুত্র ব্যাবহার করে এ রকম হাজার হাজার বাছুর নির্মাণ করে দিতে পারবেন যার ভিতর দিয়ে বাতাস গেলে শব্দ বের হবে। সামিরি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে বালু নিক্ষেপ করেন নি। তিনি বাছুরটি নির্মাণ করেছিলেন তার কাছে থাকা জ্ঞান দিয়ে। এই জ্ঞান তিনি কিভাবে পেয়েছেন তা আগেই বলা হয়েছে। প্রতীকী অর্থে উক্ত জ্ঞানকে কোরআনে 'বালু নিক্ষেপ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জ্ঞান এবং কাজ যে যাদু - সেটা বুঝানোর জন্য।

কিন্তু ঐ সময়ে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল এই বিষয়গুলো জানতো না - তাই তারা এই বিষয়টাকে মিরাকল ভেবে বাছুরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে এবং বাছুরের পুজা শুরু করে। চিলড্রেন অফ ইসরায়েল যখন অলঙ্কার ছুড়ে দিচ্ছিল তখন তাদের সাথে সামিরি ধুলা ছুড়ে দিয়েছিল – এই ধুলা জ্ঞান

ছাড়া কিছুই নয়। এই জ্ঞানই হচ্ছে জাদুর জ্ঞান যা দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়া হয়। আল্লাহ কখনো ফেরেশতা বা মানুষকে কোনো শক্তি দেন না, তিনি ফেরেশতা বা মানুষকে জ্ঞান দান করেন। সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ এর দেয়া সিস্টেম প্রতিক্রিয়া দিবে, কাজ করবে। সিস্টেম পরিবর্তন করার সামর্থ্য আল্লাহ কাউকে দেন নি কিন্তু কি করলে, সিস্টেম কেমন প্রতিক্রিয়া দিবে - সেই জ্ঞান দিয়েছেন। এই জ্ঞানের কিছু জ্ঞানকে আল্লাহ হালাল (Legal) করেছেন আর কিছু জ্ঞানকে হারাম (illegal) করেছেন। যেই জ্ঞানগুলিকে হারাম (illegal) করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে যাদুর জ্ঞান। যাদু জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন করা হারাম।

এখন আমাদেরকে কোরআনের তাফসির এবং বাইবেলে পাওয়া সামিরির গ্রাম বা শহর সামারিয়া সম্পর্কে জানতে হবে।

সামারিয়া (Samareia / Samarra) ছিল আনুমানিক ৮৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে আনুমানিক ৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (880-720 BCE) পর্যন্ত উত্তর কিংডম অফ ইসরায়েলের রাজধানী। এই শহরের নামানুসারে পার্শ্ববর্তী সামারিয়া অঞ্চলের নামকরণ করা হয়, যা দক্ষিণে জুডাহ এবং উত্তরে গালীল দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল।

আনুমানিক ৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (720 BCE) অ্যাসিরীয়দের (Assyrian) দ্বারা কিংডম অফ ইসরায়েল বিজয়ের পর, সামারিয়া নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের (Neo-Assyrian Empire) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। আলেকজান্ডারের যুদ্ধের সময় ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য (Neo-Babylonian Empire) এবং আখেমেনীয় পারস্য সাম্রাজ্যের (Achaemenid Persian Empire) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (720 BCE), অ্যাসিরীয় সেনাবাহিনী কিংডম অফ ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের রাজধানী সামারিয়া দখল করে এবং বহু চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

অ্যাসিরীয় বন্দিদশা (Assyrian captivity), যা অ্যাসিরীয় নির্বাসন নামেও পরিচিত; এটি হলো প্রাচীন চিলড্রেন অফ ইসরায়েল ও জুডাহের (Judah) ইতিহাসের সেই সময়কাল, যে সময়ে নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক কিংডম অফ ইসরায়েল রাজ্যের হাজার হাজার চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অ্যাসিরীয় পুনর্বাসন নীতির

সাক্ষ্য বহনকারী বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্যতম এই গণ-নির্বাসনটি, ইসরায়েল বিজয়ের পরপরই শুরু হয়েছিল, যা অ্যাসিরীয় রাজাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল।

হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুস্তেনায় ওদেদ (Professor Bustenay Oded) ১৯৭৯ সালে বলেন যে, প্রাচীন অ্যাসিরীয়রা প্রায় ২৫০ বছরের ব্যবধানে প্রায় ৪৪ লক্ষ (± ৯ লক্ষ) মানুষকে স্থানান্তরিত করেছিল। সম্ভবত এই জনসংখ্যা স্থানান্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিতটি ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭২০ সালে (720 BCE), যখন নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের কাছে কিংডম অফ ইসরায়েলের পতন হয়, যার ফলে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের ১০টি গোত্র হারিয়ে যায় (Ten Lost Tribes)।

দশটি হারানো গোত্র (Ten Lost Tribes)

দশটি হারানো গোত্র ছিল কিংডম অফ ইসরায়েলের বারোটি গোত্রের সেই অংশগুলো, যাদের সম্পর্কে বলা হয় যে প্রায় ৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (720 BCE) নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক ইসরায়েল রাজ্য বিজিত হওয়ার পর তাদের নির্বাসিত করা হয়েছিল। জুডাহ (Judah) ও বেনজামিন (Benjamin) ছাড়া বাকি সবগুলো গোত্র চিরতরে হারিয়ে যায়। গোত্রগুলোর নামঃ রূবেন, শিমিয়োন, দান, নপ্তালি, গাদ, আশের, ইষখর, সবূলূন, মনঃশে এবং ইফ্রয়িম (Reuben, Simeon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Manasseh, and Ephraim)। জুডাহ (Judah) ও বেনজামিন (Benjamin) দুটি গোত্রই প্রতিবেশী জুডাহ ((Judah) রাজ্যে থাকতে পেরেছিল এবং ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (587 BCE) জেরুজালেমে বাবিলীয় অবরোধ (Babylonian siege of Jerusalem) পর্যন্ত টিকে ছিল।

জুডাহ (Judah) ও বেনজামিন (Benjamin) গোত্রের পাশাপাশি লেবি গোত্রের একটি অংশও ছিল, যাদের ভূমির মালিকানা দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাদের জন্য নির্দিষ্ট শহর দেওয়া হয়েছিল।

চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের জনসংখ্যার এই নির্বাসন, যা অ্যাসিরীয় বন্দিদশা (Assyrian captivity) নামে পরিচিত, ছিল নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী পুনর্বাসন নীতির একটি উদাহরণ, যা অনেক বিজিত অঞ্চলে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস (Jewish historian Josephus) লিখেছেন যে, "এশিয়া ও ইউরোপে রোমানদের অধীনে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের মাত্র দুটি গোত্র রয়েছে, **অপরদিকে দশটি গোত্র এখনও ইউফ্রেটিস নদীর ওপারে রয়েছে** এবং তারা এক বিশাল জনগোষ্ঠী, যাদের সংখ্যা দিয়ে নিরূপণ করা যায় না।"

খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে (587 BCE) ব্যাবিলনীয়রা কিংডম অফ জেরুজালেম অবরোধের আগ পর্যন্ত জুডাহ-ই (Judah) ছিল চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের একমাত্র রাজ্য কিন্তু ব্যাবিলনীয়দের কাছে পরাজিত হলে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সর্বশেষ গোত্র দু'টিও ব্যাবিলনীয়দের হাতে বন্দী হয়।

ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা (Babylonian captivity): ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা বা ব্যাবিলনীয় নির্বাসন ছিল চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের ইতিহাসের সেই সময়কাল, যখন প্রাচীন জুডাহ রাজ্যের বিপুল সংখ্যক চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের অবশিষ্ট দুটি গোত্রের লোকদের নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য দ্বারা ব্যাবিলোনিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। এই নির্বাসন একাধিক ধাপে ঘটেছিল: খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে (597 BCE) জেরুজালেম অবরোধের পর, প্রায় ৭,০০০ ব্যক্তিকে মেসোপটেমিয়ায় নির্বাসিত করেছিল নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে (587 BCE) জেরুজালেম এবং টেম্পল অফ সলোমন ধ্বংসের পর চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের অবশিষ্ট গোত্র দুটির আরও নির্বাসন ঘটে।

যদিও হিব্রু বাইবেলের (Hebrew Bible) বিভিন্ন বিবরণে তারিখ, নির্বাসনের সংখ্যা এবং নির্বাসিতদের সংখ্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, যা ঘটেছিল তার একটি সাধারণ রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো।

৬০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কারকেমিশের যুদ্ধের (Battle of Carchemish, 605 BCE) পর, ব্যবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুচাদনেৎসর (Babylonian king Nebuchadnezzar II) জেরুজালেম অবরোধ করেন, যার ফলে জুডাহের রাজা যিহোয়াকিম (Jehoiakim) কর প্রদান করেন। আনুমানিক ৬০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যিহোয়াকিম আরও কর দিতে অস্বীকার করেন, যার ফলে ৫৯৮/৫৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় নেবুচাদনেৎসর শহরটি পুনরায় অবরোধ করেন এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে যিহোয়াকিমের মৃত্যু এবং তার উত্তরসূরি যিকোনিয়া (Jeconiah), যিকোনিয়ার রাজসভা এবং আরও অনেকের ব্যবিলনে নির্বাসনে যাওয়ার মাধ্যমে। ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (587 BCE), দ্বিতীয় নেবুচাদনেৎসর জেরুজালেম ধ্বংস করেন এবং যিকোনিয়ার উত্তরসূরি জেডেকিয়া (Zedekiah) ও অন্যদের নির্বাসিত করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮২ সালে, দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার আরেকটি দলকে নির্বাসিত করেন।

হিব্রু বাইবেল (তানাক) (Hebrew Bible (Tanakh)) বর্ণনা করে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ওপিসের যুদ্ধে আখেমেনীয় সাম্রাজ্যের (Achaemenid Empire) কাছে নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর, পারস্যরা নির্বাসিত জুডাহের চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের দুটি গোত্রকে জুডাহে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

তানাকের এজরা গ্রন্থ অনুসারে, চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের দ্বিতীয় মন্দিরের নির্মাণ কাজ খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৭ সালে জেরুজালেমে শুরু হয়েছিল, যেখানে জুডিয়ানরা মহান সাইরাসের (Cyrus the Great) অধীনে 'ইয়েহুদ মদিনাতা' (অর্থ"জুডার প্রদেশ") নামক **নতুন পারস্য প্রদেশের অংশ ছিল।** এই সমস্ত ঘটনা চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

সম্রাট সাইরাসের ('Cyrus the Great') কে ছিলেন?

পারস্যের দ্বিতীয় সাইরাস (আনুমানিক ৬০০ – ৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ/600-530 BCE), সাধারণত মহান সাইরাস নামে পরিচিত, ছিলেন আখেমেনিড সাম্রাজ্যের (Achaemenid Empire) প্রতিষ্ঠাতা। পার্সিসের অধিবাসী হয়ে, তিনি মিডিয়ান সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে এবং প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের পূর্ববর্তী সমস্ত রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে আখেমেনিড রাজবংশকে (Achaemenid Empire) ক্ষমতায় আনেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ ও মধ্য এশিয়ার অনেকাংশ জুড়ে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করে এমন একটি সাম্রাজ্য তৈরি করেন যা শীঘ্রই তৎকালীন ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, মিডিয়ান সাম্রাজ্য (Median kingdom) পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলের ধর্ম ছিল প্রাচীন ইরানি ধর্ম (Ancient Iranian religion) কিন্তু আখেমেনিড সাম্রাজ্য (Achaemenid Empire) আসার পর উক্ত অঞ্চলের ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে জরথুস্ত্রবাদ হয়ে যায় যা ছিল আখেমেনিড সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম।

জরথুস্ত্রবাদের ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে আবেস্তা (Avesta)। প্রাচীন আবেস্তান (ancient Avestan) ভাষায় রচিত এই ধর্মগ্রন্থটি প্রাচীন ইরানি যুগের বৃহত্তম সাহিত্যকর্মের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পার্সি সম্প্রদায়সহ জরথুস্ত্রবাদীদের ধর্মীয় মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আবেস্তা হলো জরথুস্ত্রবাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রধান সংকলন এবং জরথুস্ত্রবাদ-এর পবিত্র গ্রন্থ, যাতে জরাথুস্ট্রের সৃষ্টিতত্ত্ব, আইন, উপাসনা পদ্ধতি এবং শিক্ষাসমূহ রয়েছে।

আবেস্তান ভাষা (Ancient Avestan language)

আবেস্তান হল জরথুস্ত্রবাদের ধর্মীয় ভাষা। এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের (Indo-European language family) ইরানি শাখার অন্তর্গত এবং মূলত আবেস্তান যুগে (আনুমানিক ১৫০০ – ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পূর্ব বৃহত্তর ইরানে বসবাসকারী ইরানিদের দ্বারা কথিত হত, যেমনটি আবেস্তান ভূগোলের নাম থেকে প্রমাণিত হয়। আখেমেনিড সাম্রাজ্য (Achaemenid Empire) ছিল ৫৫০-৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত (550 - 330 BCE)। অর্থাৎ অন্তত ৫৫০-৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫০ বছর জুড়াহে থাকা চিলড্রেন অফ ইসরায়েল প্রাচীন আবেস্তান ভাষার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং শিখেছিল কারণ সেই সময়ে ইরানের লোকেরা এই ভাষায় কথা বলতো এবং সেই সময় আখেমেনিড সাম্রাজ্যর রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদ।

আবেস্তান ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর, জরথুস্ত্রবাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তারপর সাসানীয় যুগে (400 – 500 BCE) সংগ্রহ করে লিখিত আকারে আনা হয়েছিল। আবেস্তান ভাষার বিদ্যমান উপাদানগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রাচীন আবেস্তান (Old Avestan; 1500-900 BCE) এবং নবীন আবেস্তান (Young Avestan; 900-400 BCE)। প্রাচীন আবেস্তানের (Old Avestan) নিকটতম পূর্বপুরুষ ছিল প্রোটো-ইরানীয় ভাষা (Proto-Iranian language), যা প্রোটো-ইন্দো-আরিয়ান (Proto-Indo-Aryan) ভাষার একটি সহোদর ভাষা, এবং উভয় ভাষাই পূর্ববর্তী প্রোটো-ইন্দো-ইরানীয় (Proto-Indo-Iranian) ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছিল। এই কারণে, প্রাচীন আবেস্তান ব্যাকরণ এবং শব্দভাণ্ডার উভয়

ক্ষেত্রেই বৈদিক সংস্কৃতের বেশ কাছাকাছি, যা প্রাচীনতম সংরক্ষিত ইন্দো-আরিয়ান ভাষা (Indo-Aryan language / ইন্দো- আর্য ভাষা)।

আবেস্তান গ্রন্থগুলিতে আবেস্তান ভাষাভাষীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে আরিয়া (Arya /আর্য), "ইরানি" (Iranian) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। **অর্থাৎ যারা আবেস্থান ভাষায় কথা বলে তারাই হচ্ছেন আরিয়া বা আরিয়ান (আর্য)।**

একই শব্দ প্রাচীন ফার্সি এবং গ্রীক উৎসগুলিতেও ইরানি ভাষাগুলির জন্য একটি সাধারণ পরিভাষা হিসাবে দেখা যায়।

আরিয়া (Arya /আর্য) কারা? আরিয়া (আর্য) ছিল ইরানের প্রাক-ইসলামিক ইতিহাসে ইরানিদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি জাতিবাচক নাম। বৈদিক জনগণ (Vedic people) এবং ইরানি স্তেপ যাযাবরদের (Iranic steppe nomads) দ্বারা ব্যবহৃত আরিয়া (আর্য)-এর সমগোত্রীয় শব্দগুলির বিপরীতে, এই শব্দটি সাধারণত আধুনিক জাতিবাচক নাম 'ইরানি' ব্যবহার করে অনুবাদ করা হয়।

প্রাচীন ইরানি যুগে, 'আরিয়া' শব্দটি একজনের বংশ, ইরানি (আবেস্থান) ভাষায় কথা বলা এবং জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের God আহুরা মাজদার উপাসনার সাথে সংযুক্ত ছিল। তাই, আরিয়ান (আর্য) হওয়ার জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় দিক ছিল। মধ্য ইরানি যুগে, এটি এরান শাহর (Eran Shahr / আর্যদের আধিপত্য) ধারণার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দিকও অর্জন করে। আর্যকে অনার্য এর সাথেও তুলনা করা হত, যা অ-ইরানি ভূমি এবং জনগণকে বোঝাত।

ইরানে ইসলাম বিজয়ের পর (Battle of al-Qadisiyyah, 636 CE), 'আরিয়া' জাতিগত নামটি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু ইরানি রেনেসাঁর সময় এরান (Eran) শব্দটি বৃহত্তর ইরানের স্থাননাম হিসাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। আধুনিক জাতিনাম 'ইরানীয়' এসেছে স্থাননাম 'এরান' (Eran) থেকে, যা আবার প্রাচীনতর আরিয়া ('আর্য') থেকে উদ্ভূত একটি শব্দ।

আধুনিক ফারসিতে, Īrān (ایران) শব্দটি সরাসরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য ফারসি Ērān (ایرانـ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার প্রাথমিক অর্থ ছিল "আর্যদের" (Of the Aryans) এবং পরে এটি আরিয়ানদের (আর্যদের) অধ্যুষিত অঞ্চলকে বোঝাতে একটি ভৌগোলিক অর্থ লাভ করে।

এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে একটি ধর্ম বিশ্বাস থেকে 'আরিয়ান' শব্দটি একটি জাতির এবং ভূখণ্ডের উপর আরোপিত হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে আরিয়ান (আর্য) হচ্ছে তারা - যারা জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাস করতো এবং জরথুস্ত্রবাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা 'আবেস্থান' ভাষায় কথা বলতো। যেমনঃ মুসলিমদের আরবী ভাষা শিখতে উৎসাহিত করা হয় কারণ আরবী হচ্ছে কোরআনের ভাষা এবং নবীর সাঃ ভাষা।

প্রাচীন আবেস্থান ভাষার একটি উদাহরণঃ

"With **outspread hands** in petition for that **help**, O Mazda, I will pray for the works of the holy spirit, O thou the Right, whereby I may please the will of **Good Thought** and the **Ox-Soul.**" বাক্যটি আমাদের অবচেতন মনে কি প্রভাব ফেলবে?

outspread hands = পজিটিভ শব্দ

help = নেগেটিভ শব্দ

Good Thought = পজিটিভ শব্দ

OX-soul= নেগেটিভ শব্দ

"With outspread hands in petition for that help, O Mazda, I will pray for the works of the holy spirit, O thou the Right, **(Condition starts)** whereby I may please the will of Good Thought and the Ox-Soul. **= Conditioning.**

থাস স্পোক জরাথুস্ট্রা বইটি পড়লে বুঝা যায় যে, ফ্রিডরিখ ভিলহেলম নিৎশে আবেস্থান ভাষা পড়েছেন এবং সেখান থেকে হিপনোটিজম এবং Conditioning শিখেছেন যদিও তিনি হয়তো জানতেন না যে, তিনি সেলফ হিপনোটিজম এবং অটো সাজেশনের উপর ভিত্তি করে বই লিখছেন।

প্রাচীন আবেস্তান (Old Avestan) ভাষা এখন আর নেই কিন্তু কেউ যদি নবীন আবেস্তান (Younger Avestan) ভাষা খুঁজে পেতে চান তাহলে ঋগবেদ (Rig Veda) পড়তে পারেন – এই ভাষায়-ই হিটলার বক্তব্য দিয়েছেন, বই লিখেছেন। Sex-Bomb effect এর perfect ব্যাবহার করা হয়েছে ঋগবেদে (Rig Veda).

হিটলার আরিয়ান (আর্য) সম্পর্কে জানতেন। তিনি আরিয়ানদের সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন এবং এভাবে তিনি ঋগবেদ (Rig Veda) বইটি খুঁজে পান। তারপর ঋগবেদের (Rig Veda) ভাষা এবং বাচনভঙ্গি, স্টাইল ব্যাবহার করে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। হিটলার হচ্ছেন 'চিলড্রেন অফ ইসরায়েল' তাই উনার মেধা অন্যদের চেয়ে বেশী। দ্রুত তিনি শিখে ফেলেন নবীন আবেস্তান ভাষা (Younger Avestan Language) এবং সাধারণ সৈন্য থেকে জার্মানির সরকার প্রধান এবং ২য় বিশ্ব যুদ্ধ সবকিছু ঘটান। নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন - হিটলার কিভাবে 'চিলড্রেন অফ ইসরায়েল' হন?

চিলড্রেন অফ ইসরায়েল

হিটলার 'চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের' সদস্য কি না - সেটা শতভাগ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে ইহুদী হবার সাথে 'চিলড্রেন অফ ইসরায়েল' হবার কোনো সম্পর্ক নেই – এটা নিশ্চিত।

চিলড্রেন অফ ইসরায়েল হল জেকোবের (Jacob) বংশধর, চিলড্রেন অফ ইসরায়েল মূলত জেকোবের (Jacob) বারোজন পুত্রকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যারা চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের বারোটি গোত্র তৈরি করেছিল। তারা সব সময় সঠিক পথে ছিল না। কখনো তারা 'ইয়াহয়েহ' (Yahweh) এর উপাসনা করেছে, কখনো তারা বালের (BAAL) উপাসনা করেছেন। এই ব্যাপারে বাইবেলে এবং কোরআনে বলা আছে। অর্থাৎ চিলড্রেন অফ ইসরায়েল হলেই কেউ সঠিক পথে থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তারা যে কোনো ধর্ম গ্রহন করতে পারে যেমনটি তারা মুসার আগমনের আগে এবং পরে করেছে।

চিলড্রেন অফ ইসরায়েল হচ্ছে একটি জাতি; এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমনঃ আমার বাবার বারোটি সন্তান আছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি জাতি আসল, যার নাম চিলড্রেন অফ 'XYZ'. তাহলে আমরা কি হবো? আমাদের পিতার থেকে কি এসেছে? একটি জাতি এসেছে। আমরা কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের থাকবো? না, আমরা যার যে ধর্ম ইচ্ছা - সে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। বুঝতেই পারছেন, ইহুদী হবার সাথে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল হবার কোনো সম্পর্ক নেই।

মুসা (আঃ) এর সময় পর্যন্ত 'চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের' অন্তত বড় একটি অংশ মুসার (আঃ) সাথে ছিল। তারপর ২,৫০০ বছরের বেশী সময় পার হয়ে গেছে। চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের বংশধররা কে কোথায় গেছে, কে কোন ধর্ম গ্রহন করেছে তা কারো জানা নেই। বিশেষত, অ্যাসিরীয় বন্দিদশা ও নির্বাসনের (Assyrian captivity) পর এবং ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা এবং নির্বাসনের পর চিলড্রেন অফ

ইসরায়েলের বংশধররা কে কোথায় – সেটা বলা অসম্ভব। অ্যাসিরীয় বন্দিদশা ও নির্বাসনের (Assyrian captivity) পর চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের ১০ টি গোত্র চিরতরে হারিয়ে গেছে; তারা বা তাদের বংশধররা কে কোথায় আছে - তা কেউ বলতে পারবে না, তাদের বংশধররা কে কোন ধর্ম অনুসরণ করছে তাও বলা সম্ভব নয়। কেউ হয়তো খ্রিস্টান, কেউবা হিন্দু, কেউবা মুসলিম, কেউবা ইহুদী, কেউবা আরিয়ান ধর্ম পালন করছে। আল্লাহ (GOD) বলেছেন, চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ (God) বিভিন্ন জাতি থেকে বের করে আনবেন। এই কথার অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল মানবজাতির বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তাদের সাথে মিশে গেছে। বর্তমানে, তাদের পূর্বপুরুষ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

বাছুরের গল্প

"তারা (চিলড্রেন অফ ইসরায়েল) যুক্তি দিয়েছিল, "আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় আপনার সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, তবে আমাদেরকে লোকজনের সোনার গহনার বোঝা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তারপর আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছি এবং সামিরিও করেছিল। (৮৭)" অতঃপর তিনি তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করলেন যা নীচু শব্দ করে। **তারা (চিলড্রেন অফ ইসরায়েল)** বললো, "এটি তোমাদের উপাস্য এবং মূসার উপাস্য, কিন্তু মূসা ভুলে গেছেন যে এটি কোথায় ছিল"! (৮৮) (কোরআনঃ সূরা তাহাঃ ৮৭-৮৮)

চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের একটি চারিত্রিক দুর্বলতা উপরের আয়াতগুলোতে পরিষ্কার হয়েছে। চিলড্রেন অফ ইসরায়েল জাদু বিদ্যাকে অস্বীকার করতে পারে না। তারা যাদুবিদ্যাকে গ্রহন করে ফেলে। কোরআনের আয়াত খেয়াল করলে দেখা যায় - "এটি তোমাদের উপাস্য এবং মূসার উপাস্য, কিন্তু মূসা ভুলে গেছেন যে এটি কোথায় ছিল"! --- কথাটি সামিরি বলেনি, বলেছে **চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের নেতারা** অর্থাৎ যাদুর জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামিরি যখন বাছুর তৈরি করেছে তখন সামিরিকে আর কিছু বলতে হয়নি, **চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের নেতারাই** বাছুরটিকে নিজেদের দেবতা বা উপাস্য হিসেবে গ্রহন করেছে।

৭২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (720 BCE), অ্যাসিরীয় সেনাবাহিনী ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের রাজধানী সামারিয়া দখল করে এবং বহু চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং নির্বাচিত করে।

তখন চিলড্রেন অফ ইসরায়েল কোথায় গিয়েছিল? সম্ভবত তারা ইউফ্রেটিস নদীর ওপারে গিয়েছিল। এছাড়া খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৭ সালে যখন জুডিয়ানরা সম্রাট সাইরাসের অধীনে 'ইয়েহুদ মদিনাতা' (অর্থ"জুডার প্রদেশ") নামক নতুন পারস্য প্রদেশের অংশ হিসেবে ছিল তখন তারা কমপক্ষে ৫৫০-৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫০ বছর আখেমেনিড সাম্রাজ্যে (Achaemenid Empire) জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের সাথে পরিচিত হয়েছিল আর জরথুস্ত্রবাদ ধর্ম ছিল যাদুবিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ যা রোমানরা উল্লেখ করেছেন। প্লিনি দ্য এল্ডার (Pliny the Elder) যিনি একজন রোমান সেনাপতি এবং দার্শনিক ছিলেন তিনি জোরোস্টারকে জাদুর উদ্ভাবক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের পুরোহিতদের বলা হত ম্যাগী (Magi) যার অর্থই হচ্ছে যাদুকর। এখন বুঝতে পারছেন কেন এবং কিভাবে জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষা আবেস্তান হিপনোটিক (Hypnotic) হয়েছে? জুডাহে থাকা চিলড্রেন অফ ইসরায়েল জরথুস্ত্রবাদের যাদুকে গ্রহন করেছিল বলেই মনে হচ্ছে।

অন্যদিকে বর্ণপ্রথা বা Racial Supremacy এসেছে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল থেকে।

"হে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল! স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছি এবং কিভাবে আমি তোমাদেরকে অন্যদের চেয়ে সম্মানিত করেছি। (কোরআনঃ সূরা বাকারাঃ ৪৭)

হে চিলড্রেন অফ ইসরায়েল! স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা এবং কিভাবে আমি তোমাদেরকে অন্যদের চেয়ে (বেশী) সম্মানিত করেছি। (কোরআনঃ সূরা বাকারাঃ ১২২)

বাইবেলে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলকে Chosen People বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কথাটি আপনারা প্রায়ই আমেরিকা এবং ইসরায়েলের ইহুদীদের বলতে শুনবেন যে তারা বলে, **"We are chosen people – chosen by God"**. এটা হচ্ছে তাদের অহংকার।

জরথুস্ত্রবাদ ধর্মগ্রন্থের আবেস্থান ভাষা এবং চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের Racial Supremacy মিলালে আপনারা হিটলার এবং ফ্রেডরিক নিটশেকে পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ চিলড্রেন অফ ইসরায়েল ১৫০ বছর আখেমেনিড সাম্রাজ্যে (Achaemenid Empire) থাকার সময় জরথুস্ত্রবাদ ধর্ম গ্রহন করেছিল বা জরথুস্ত্রবাদ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জরথুস্ত্রবাদ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের বিরাট বড় একটি অংশ ইউরোপে চলে গেছে, কেউবা উপমহাদেশে আছে, কেউবা ইরানে আর কেউবা আছে আমেরিকায়। সারা পৃথিবীতে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এরা নিজেদেরকে এখন আরিয়ান (আর্য) বলে। এদেরকে ধ্বংস করতে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলেরই একজন সদস্য আসবেন যার নাম ইসা

ইবনে মরিয়ম। চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সকল সদস্যদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কিন্তু যারা নিজেদের আরিয়ান (আর্য) বলে এদের মধ্যে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের রক্ত আছে বলেই মনে হয়।

প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী আরিয়ানদের এখন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে চেনার উপায় নেই। প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের অনুসারীরাই হচ্ছে আরিয়ান কিন্তু সমাজে তারা নিজেদের খ্রিস্টান, ইহুদী, মুসলিম, বৌদ্ধ, ইত্যাদি বলে পরিচয় দেয়।

বর্তমানে আরিয়ানদের চেনার উপায়ঃ

ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদকে চিনতে পারলে এবং তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসীদের চিনতে পারবো।

পণ্ডিতরা ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মকে আধুনিক হিন্দুধর্মের পূর্বপুরুষ হিসেবে দেখেন। ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মকে এখন সাধারণত আধুনিক হিন্দুধর্মের পূর্বসূরী হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম এক নয় কারণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্দেশ করে।

বৈদিক ধর্ম বলতে কিছু বৈদিক ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) উপজাতি, আরিয়ানদের (আর্যদের) ধর্মীয় বিশ্বাসকে বোঝায়, যারা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদী উপত্যকা অঞ্চলে অভিবাসন করেছিল।

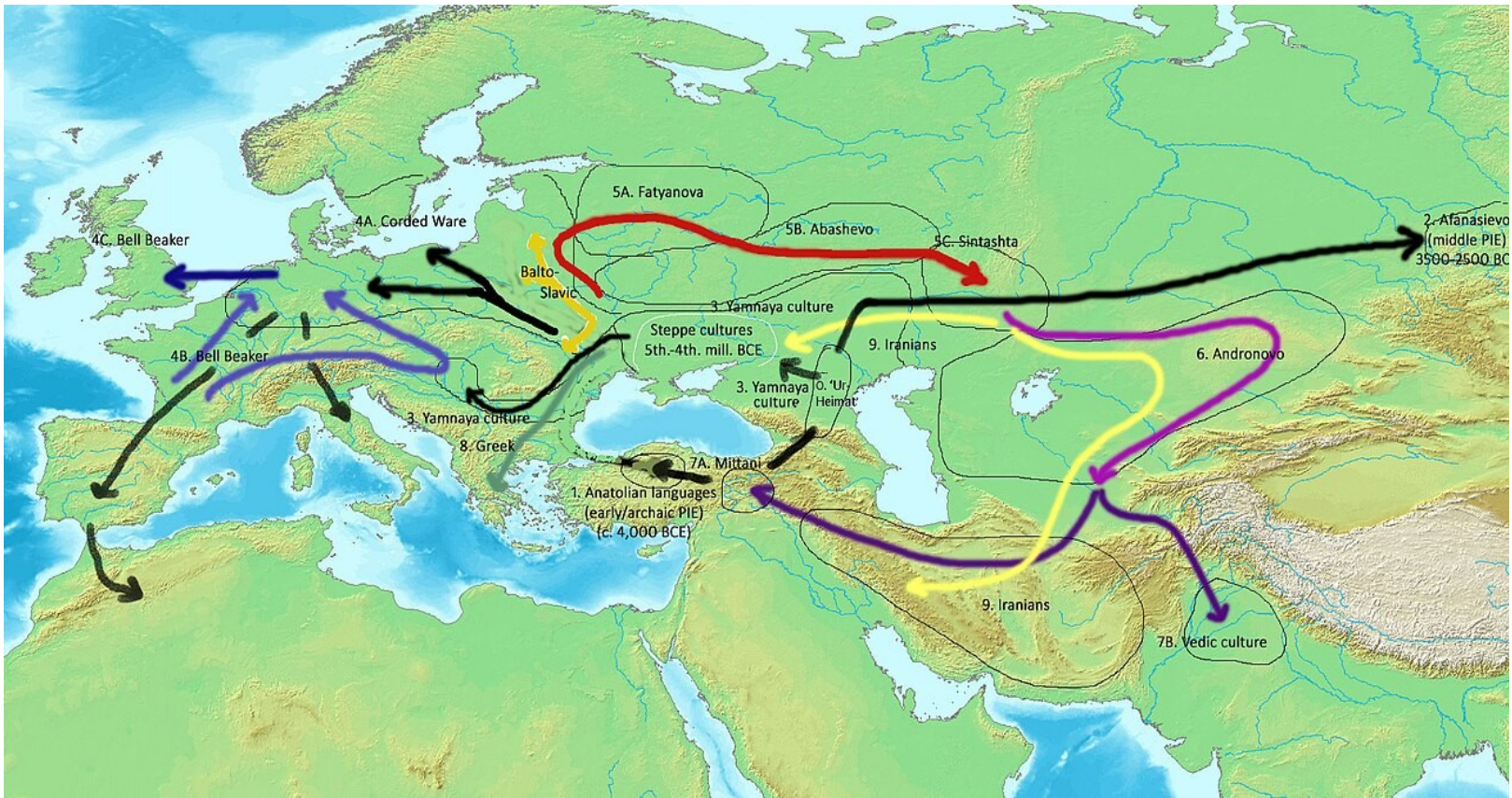

BMAC থেকে ইন্দো-আর্য (ইন্দো-আরিয়ান) উপজাতিরা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভিবাসন করে এবং সেখানে প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে (১৫০০-১১০০ BCE) পরবর্তী সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার (২৬০০-১৯০০ BCE) অবশেষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দো-আর্য (ইন্দো-আরিয়ান) ধর্মের একটি রূপ হিসাবে বৈদিক ধর্মের বিকাশ ঘটে।

বৈদিক ধর্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১১০০ (1500-1100 BCE) সালে, এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১০০-৫০০ সালে (1100-500 BCE) ভারতে প্রবেশ করে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদে পরিবর্তিত হয়।

আরিয়ানাভারতা (Āryāvarta) আর্যাবর্ত (আক্ষরিক অর্থে 'আরিয়ানদের দেশ' বা 'আর্যদের দেশ') হলো হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং সুতরার (Sutras) মতো প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পরিভাষা। এটি ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে বোঝায়, যেখানে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) অভিবাসনের সময় ও পরে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) উপজাতিরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং যেখানে ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল।

বিভিন্ন সুতরায় (Sutras) যেমনটা প্রতিফলিত হয়েছে, কালক্রমে আরিয়ানাভারতা (আর্যাবর্তের) সীমা প্রসারিত হয়েছিল, কারণ বৈদিক-পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের (Brahmanical ideology) প্রভাব পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৈদিক ধর্মের নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞগুলির মধ্যে রয়েছে: সোম যজ্ঞ; আহুতি (হবির) সহ অগ্নি যজ্ঞ; এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ (অশ্ব বলি)। **ঋগবেদিক** (**Rig Veda**) **যুগ** থেকে সমাধিস্থকরণ এবং শবদাহের প্রথা দেখা যায়। বৈদিক ধর্মে পূজিত দেবতারা হলেন দ্যৌস, ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র এবং বরুণ, এবং গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে সত্য এবং ঋত।

ইন্দো-আরিয়ান (Indo-Aryan/ইন্দো-আর্য) জনগোষ্ঠী হল দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একটি বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ, যারা (ঐতিহ্যগতভাবে) **ইন্দো-আরিয়ান** (ইন্দো-আর্য) **ভাষায় কথা বলে**। ঐতিহাসিকভাবে, আরিয়ানরা (আর্যরা) ছিল পশুপালক যারা ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় (Indo-Iranian languages) কথা বলত, মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় অভিবাসন করেছিল এবং প্রোটো-ইন্দো-আর্য (Proto-Indo-Aryan) ভাষার প্রচলন করেছিল। প্রাথমিক ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan) জনগোষ্ঠী ইরানি মালভূমিতে সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বসবাসকারী ইরানি গোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে জানা যায়; সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং ঐতিহাসিক বন্ধনে একটি সুস্পষ্ট সংযোগ বিদ্যমান।

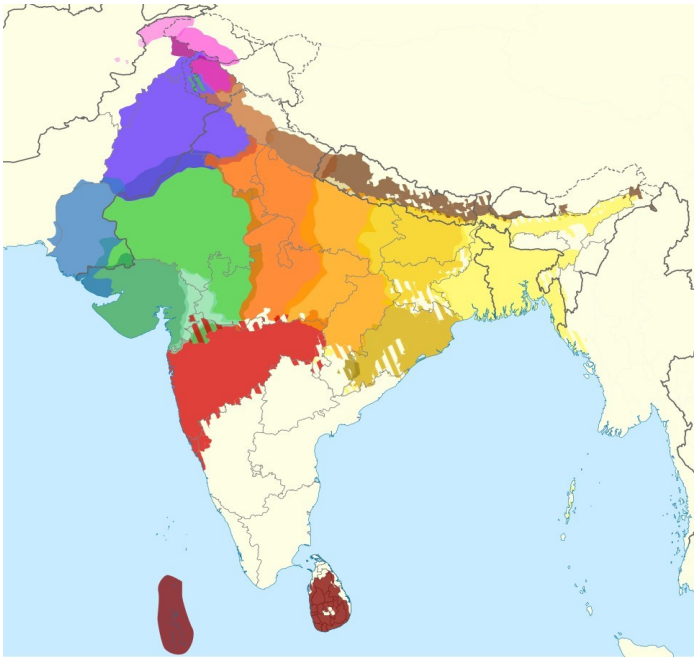

ইন্দো-আরিয়ান (ইন্দো-আর্য) উপজাতিরা বৈদিক যুগে খ্রিস্টপূর্ব ১১০০-**৫০০** সালে (1100-**500** BCE) ভারতে প্রবেশ করে এবং বৈদিক ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদে পরিবর্তিত হয়।

৫৩০-৩৩০ খ্রিস্টপূর্বে (**530**-330 BCE) ইরানে ছিল আখেমেনিড সাম্রাজ্য (Achaemenid Empire) যাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। সহজেই বুঝা যাচ্ছে, বৈদিক ধর্ম হচ্ছে প্রাচীন জরথুস্ত্রবাদ ধর্মের একটি শাখা। ৫৩০-৫০০ BCE = ৩০ বছরে ইরানের আখেমেনিড সাম্রাজ্য থেকে জরথুস্ত্রবাদ ধর্ম বৈদিক ধর্ম হিসেবে উত্তর ভারতে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে এই ধারা অব্যাহত থাকে কারণ এরপর ইরানে আসে সেলুসিড সাম্রাজ্য (Seleucid Empire)। এই সাম্রাজ্যের জনগণের ধর্মগুলো ছিলঃ অলিম্পিয়ানিজম / হেলেনিজম, ব্যাবিলনীয় ধর্ম, হেলেনীয় ইহুদি ধর্ম এবং **জরোস্ট্রিয়ানিজম**।

এখন বুঝা যাচ্ছে জরোস্ট্রিয়ানিজমের ধারণা এবং বিশ্বাস কিভাবে ইউরোপে গিয়েছিল। এটা বহু আগে থেকেই চালু ছিল কিন্তু সেলুসিড সাম্রাজ্যের সময় এটি ইউরোপে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজান্ডার দি গ্রেট কেন জরোস্ট্রিয়ানিজমের সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন? কারণ জরোস্ট্রিয়ানিজমের ধারণা এবং বিশ্বাস ইউরোপের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তারা কেউ এই ধর্ম গ্রহন না করলেও প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজমের ধর্মগ্রন্থ ও মতাদর্শ জানাটাও বিপদজনক ও ক্ষতিকর।

সেলুসিড সাম্রাজ্যের এবং তার পরবর্তী ইরান সাম্রাজ্যগুলোর প্রতিটির রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল জরোস্ট্রিয়ানিজম।

পার্থিয়ান সাম্রাজ্য (Parthian Empire; 247 BCE – 224 CE) সাসানীয় সাম্রাজ্য (Sasanian Empire 224 – 651 CE) পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৫১ সালে মুসলিমদের সম্পূর্ণ ইরান বিজয়ের (Battle of al-Qadisiyyah, 636 CE) আগ পর্যন্ত ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল জরোস্ট্রিয়ানিজম। এই পুরো সময়টা জুড়ে অর্থাৎ প্রায় ১০০০ বছর ধরে ইরানের জরোস্ট্রিয়ানিজম ভারতে বৈদিক ধর্ম আকারে প্রবেশ করেছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আরিয়ানদের সাথে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সম্পর্ক

"তিনি (মুসা) বললেন, "তবে চলে যাও; **তোমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, সারাজীবন তুমি বলবে: 'আমাকে স্পর্শ করো না'।** আর অবশ্যই তোমাদের জন্য আরেকটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তোমাদের জন্য ভঙ্গ করা হবে না। আর তোমাদের সেই উপাস্যের (বাছুর) দিকে তাকাও যার প্রতি তোমরা অনুগত ছিলে। আমি অবশ্যই তাকে পুড়িয়ে ফেলব, তারপর তাকে সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেব।" (কোরআনঃ ২০:৯৭) (কোরআনঃ সূরা তা-হাঃ৯৭)

বৈদিক ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ ভারতে ভয়াবহ বর্ণ প্রথা (Caste System) প্রচলন করেছিলো। তারা গরু-বাছুরকে নিজেদের দেবতা মনে করে পুজা করে। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করে না। বিয়ের ব্যাপারে বর্ণ প্রথা সকল হিন্দুদের মধ্যেই কম-বেশি আছে। একই কথা বলেছেন হিটলার। আরিয়ানরা যেন আরিয়ান ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে। ভারতে বর্ণ প্রথা প্রথম এসেছে বৈদিক ধর্ম থেকে অর্থাৎ জরোস্ট্রিয়ানিজম থেকে।

সামিরির সাথে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের সম্পর্ক থেকেই যায় কারণ সে সামারায় ফিরে গিয়ে সেখানকার চিলড্রেন অফ ইসরায়েলেকে প্রভাবিত করে ফলে সামারায় শত শত বছর পর সোনার বাছুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এই কথা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে (Hosea 8:5)।

আখেমেনিড সাম্রাজ্যের অধীনে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের দুটি গোত্র রয়ে গিয়েছিল। গোত্র দুটির নামঃ জুডাহ (Judah) ও বেনজামিন (Benjamin)। এরাই জরোস্ট্রিয়ানিজম দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছিল। বর্ণ প্রথা এবং মানুষকে Sub-Human মনে করে নিজেকে Super Human

(Übermensch) মনে করা এদের ভিতরেই সবচেয়ে বেশী। এই কারণে মানুষ হত্যা করাকে এরা কোনো ব্যাপার মনে করে না। যেমনঃ **বেনজামিন** নেতানিয়াহু (Benjamin Netanyahu)। এখন বুঝতে পারছেন, বেনজামিন নেতানিয়াহুর শিকড় কোথায়? সে হচ্ছে ইরানের আখেমেনিড সাম্রাজ্যের (Achaemenid Empire) অধীনে চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের থেকে যাওয়া গোত্র বেনজামিনের (Benjamin) বংশধর। হিটলারের মত বেনজামিন নেতানিয়াহু একজন আরিয়ান। এরা প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজম মতাদর্শে বিশ্বাসী যদিও এরা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বা ইহুদী বা মুসলিম বলে দাবী করে।

চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের বড় একটি অংশ এখন আরিয়ান অর্থাৎ প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মের অনুসারী। মনে আছে তো, প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মের অনুসারীদের আরিয়ান বলে - যা আমরা এই বইয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে খুঁজে বের করেছি। এখন বুঝতে পারছেন ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েল সফরে না গেলেও নরেন্দ্র মোদী কেন ইসরায়েল সফরে গিয়েছেন এবং ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন? সম্ভবত ভারতের RAW (Research & Analysis Wing) এই সকল বিষয় খুঁজে বের করেছে। এখন পৃথিবীতে আরিয়ানদের একটি গোপন জোট (coalition) কাজ করছে যাদের মধ্যে রয়েছেঃ Israel, India (BJP, Modi), Germany, Austria, Monarch of UK, Italy. অন্যান্য আরও কিছু ছোট-ছোট দল বা গোষ্ঠী থাকতে পারে। ইরান এদের ফাঁদে পা দিয়েছে। ইরানের উচিত আমেরিকার সাথে দ্রুত শান্তি চুক্তি করা। এতে ইরানকে ছাড় দিতে হলেও - ইরান যেন আমেরিকার সাথে শান্তি চুক্তি করে নেয়। আমরা অনেক বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি। মানবজাতি অনেক বড় বিপদের মধ্যে আছে। সুতরাং, সাবধান।

ঋগবেদে (Rig Veda) আবেস্থান ভাষা

এখন আমরা ঋগবেদ (Rig Veda) থেকে দেখবো হিটলারের ভাষা, ফ্রেডরিক নিটশের ভাষার সাথে বৈদিক ভাষার মিল পাওয়া যায় কি না? তারা তাদের ভাষায়, কথায় একই ধরণের হিপনোটিজম টেকনিক ব্যাবহার করেছেন কি না?

যদি আমরা ঋগ বেদে হিটলারের ভাষা পেয়ে যাই, ফ্রেডরিক নিটশের ভাষা পেয়ে যাই তাহলে বুঝতে হবে, হিটলার আরিয়ানদের যে ভাষার কথা বলেছেন তা হচ্ছে ঋগবেদের ভাষা অর্থাৎ আবেস্থান ভাষা। তাহলে প্রমাণিত হবে নব্য আরিয়ানরা প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মের অনুসারী।

যদি ঋগবেদের ভাষা (আবেস্থান ভাষা) হিটলার এবং ফ্রেডরিক নিটশের ভাষা হয়ে থাকে তাহলে তা মানুষের মনে হিপনোটিক প্রভাব ফেলবে। তাহলে চলুন যাচাই করে দেখি এদের ভাষার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না?

ঋগবেদ (Rig Veda)

Nasadiya Sukta (10.129): —Rigveda 10.129 (Abridged, Tr: Kramer / Christian)

This hymn is one of the roots of Hindu philosophy.

Nasadiya Sukta

“There was neither non-existence nor existence then;

Neither the realm of space, nor the sky which is beyond;

What stirred? Where? In whose protection?

There was neither death nor immortality then;

No distinguishing sign of night nor of day;

That One breathed, windless, by its own impulse;

Other than that there was nothing beyond.

Darkness there was at first, by darkness hidden;

Without distinctive marks, this all was water;

That which, becoming, by the void was covered;

That One by force of heat came into being;

Who really knows? Who will here proclaim it?

Whence was it produced? Whence is this creation?

Gods came afterwards, with the creation of this universe.

Who then knows whence it has arisen?

Whether God's will created it, or whether He was mute;

Perhaps it formed itself, or perhaps it did not;

Only He who is its overseer in highest heaven knows,

Only He knows, or perhaps He does not know."

— Rigveda 10.129 (Abridged, Tr: Kramer / Christian); This hymn is one of the roots of Hindu philosophy.

এখন আমরা দেখি, উক্ত হেম (hymn) বা শুক্লা মানুষের অবচেতন মনে কি প্রভাব ফেলে?

Nasadiya Sukta, Rig Veda মানুষের অবচেতন মনে হিপনোটিক প্রভাব ফেলবে। প্রমানঃ

"There was neither non-existence nor existence then"; = "তখন অস্তিত্বহীনতা ছিল না আবার অস্তিত্বও ছিল না"। অসম্ভব, দুর্বোধ্য কথা বলে আপনার অবচেতন মনকে দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া হয়েছে। এখন আপনার অবচেতন মন ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) অবস্থায় আছে।

"Neither the realm of space, nor the sky which is beyond"; = "মহাকাশ বা আকাশ কোন কিছুই আয়ত্তের বাহিরে নয়"। (সাজেশন (Suggestion) দেয়া হচ্ছে এবং পূর্বের বাক্যের সাথে আপনার অবচেতন মনকে Conditioning করা হচ্ছে যে, যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও তাহলে মহাকাশ বা আকাশ কোন কিছুই তোমার আয়ত্তের বাহিরে থাকবে না)

"What stirred? Where? In whose protection?" = প্রথমে বলা হয়েছে "তখন অস্তিত্বহীনতা ছিল না আবার অস্তিত্বও ছিল না" তারপর আপনার মনকে এই কথা গ্রহন করতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে

এই কথা বলে যে, 'যদি আপনার অবচেতন মন এই কথা গ্রহন করে তাহলে মহাকাশ বা আকাশ কোন কিছুই তার আয়ত্তের বাহিরে থাকবে না'। এখন আপনার অবচেতন মন কি করবে? আপনার অবচেতন মন এখন চরম দ্বিধা- দ্বন্দ্বে আছে কারণ প্রথম বাক্যটি আপনার অবচেতন মনের বিশ্বাসের বিপরীত অন্যদিকে তাকে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে যাতে সে ঐ কথাটি গ্রহণ করে। এখন আপনার অবচেতন মন চরম ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) অবস্থায় আছে; ভয়াবহ হিপনোটিক টেকনিক – ঠিক ফ্রেডরিক নিটশের মত।

"কী আলোড়িত হল? কোথায়? কার আশ্রয়ে?" = আপনার অবচেতন মনে যে আলোড়ন উঠেছে তাই বলা হচ্ছে এবং "কার আশ্রয়ে"--- বলার মাধ্যমে আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে -- তোমার পূর্বোক্ত বিশ্বাসের চেয়ে আমি বেশী শক্তিশালী কারণ আমি তোমার মধ্যে আলোড়ন তৈরি করতে পেরেছি; কথাটির মাধ্যমে God এর প্রতি আপনার বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে "আপনার বিশ্বাস করা God এর চেয়ে আমি বেশী শক্তিশালী - আমি এমন ধারণা নিয়ে এসেছি যা তোমার মধ্যে কখনোই ছিল না এবং আমার ধারণা তোমার মধ্যে আলোড়ন তৈরি করেছে"। যদি হিপনোটিজম আপনার উপর কার্যকর হয়ে থাকে তাহলে আপনার অবচেতন মন এই পর্যায়ে স্বীকার করে নিবে, "হা হা, ঠিক ঠিক, আমার পূর্বের বিশ্বাস করা God এর চেয়ে তুমি (ঋগবেদের লেখক) বেশী শক্তিশালী"।

"There was neither **death** nor **immortality** then;"

death= নেগেটিভ শব্দ; immortality= পজিটিভ শব্দ। "মৃত্যু নেই আবার অমরত্ব নেই" – তাহলে এটা কি? এভাবে আপনার অবচেতন মনকে পুনরায় দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া হচ্ছে, সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কারণ এই ধরণের কোনো ধারণা আপনার অবচেতন মনে নেই। এখন আপনার মন ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) অবস্থায় আছে।

"No distinguishing sign of night nor of day;" = "দিন-রাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই"। দিন-রাত পরিষ্কারভাবেই অনেক দিক থেকে আলাদা - একটি অন্ধকার, অন্যটি আলোক উজ্জ্বল। কিন্তু বলা হচ্ছে, "দিন-রাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই" এভাবে আপনার অবচেতন মনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া হচ্ছে কারণ এই ধরণের কোন ধারণা আপনার অবচেতন মনে নেই।

“That One **breathed**, **windless**, by its **own impulse**;”

Breathe = পজিটিভ শব্দ; Windless = নেগেটিভ শব্দ; Own impulse = সাজেশন; Suggestion; অর্থাৎ আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে নিজের জ্ঞান-যুক্তিকে বাদ দিয়ে নিজের ইমপালসের (impulse) দিকে মনোযোগ দাও। তোমার ইমপালস যা গ্রহন করতে বলে তা গ্রহন করো। এতক্ষণ আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছিল,"তখন অস্তিত্বহীনতা ছিল না আবার অস্তিত্বও ছিল না"; "মৃত্যু নেই আবার অমরত্ব নেই"; "দিন-রাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই"। যুক্তি-তর্ক, জ্ঞান – বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে আপনার অবচেতন মন কখনো এই সকল ধারণা গ্রহন করবে না তাই বলা হচ্ছে নিজের ইমপালসকে (impulse) অনুসরণ করো।

“Other than that there was nothing beyond” = ““ঐটা ছাড়া কিছুই ছিল না।” বা “ঐটার উপরে কিছুই ছিল না"। এখানে আপনার অবচেতন মনকে সাজেশন (Suggestion) দেয়া হচ্ছে যে,ইমপালসের (impulse) উপরে কোনো কিছুই কখনো ছিল না, সুতরাং, যুক্তিতর্ক, জ্ঞান-বুদ্ধি বাদ দিয়ে ইমপালসের অনুসরণ করো।

এটা হচ্ছে Powerful Hypnotism, Expert Hypnotic Technique এর উদাহরণ।

“Darkness there was at first, by darkness hidden;” = অসম্ভব, দুর্বোধ্য কথা বলে আপনার অবচেতন মনকে পুনরায় দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া হয়েছে। এখন আপনার মন ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) অবস্থায় আছে।

পুরো প্রসেসটাই হচ্ছে আপনার অবচেতন মনের পূর্বের বিশ্বাসকে ধ্বংস করার একটি প্রসেস এবং সেই জায়গায় নতুন বিশ্বাস প্রবেশ করানো - এই কাজটিই ফ্রেডরিক নিটশে করেছেন – একই বাচনভঙ্গি বা টেকনিক ব্যাবহার করে। আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে তার পূর্বের বিশ্বাস ছিল অন্ধকার যা অন্ধকার দিয়ে ঢাকা (hidden) ছিল।

“Without distinctive marks, this all was water;” = অসম্ভব, দুর্বোধ্য কথা বলে আপনার অবচেতন মনকে বার বার দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এখন আপনার মন ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable)

অবস্থায় আছে। একই সাথে আপনার অবচেতন মনকে সাজেশন (Suggestion) দেয়া হচ্ছে; Conditioning করা হচ্ছে।
"সুনির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন ছাড়া, এ সবই ছিল জল;" আপনার পূর্বের বিশ্বাস ছিল চিহ্নবিহীন, অস্তিত্বহীন। এখন যে বিশ্বাস দেয়া হচ্ছে তা হচ্ছে পানির মত; নিশ্চয়ই জানেন, পানির অপর নাম জীবন। আপনার অবচেতন মন চিহ্নবিহীন, অস্তিত্বহীন বিশ্বাস ধরে রাখবে নাকি পানির মত বিশ্বাস গ্রহন করবে?

"That which, becoming, by the void was covered;" = যা তৈরি হচ্ছে (আপনার অবচেতন মনে) তা শূন্যতা দ্বারা আবৃত হয়েছে।
আপনার মন এখন হিপনোটিক পর্যায়ে পৌছেছে, এখন সে শূন্য। আপনার অবচেতন মন এখন সাজেশন বা নতুন বিশ্বাস গ্রহন করতে প্রস্তুত।

"That One by force of heat came into being;" = "তাপের প্রভাবে সেই সত্তার উদ্ভব হলো;" আপনার ভিতরে একটি নতুন সত্ত্বার উপস্থিতি অনুভব করতে বলা হচ্ছে যেভাবে আপনি উত্তাপ অনুভব করেন। আমাদের উত্তাপের অনুভূতির সাথে উক্ত সত্ত্বার (বিশ্বাসের) ধারনাকে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এটা Powerful Conditioning এর একটি উদাহরণ।

"Who really knows? Who will here proclaim it?" = "আসলে কে জানে? কে এখানে তা দাবী করবে?" আপনার ভিতরে যে নতুন সত্ত্বা (বিশ্বাস) আসছে তা কে জানে? কেইবা আছে এই পরিবর্তন বুঝতে পারবে? আপনার অবচেতন মনকে এখন কে দাবী করবে? সেটা তো এখন আপনার নিয়ন্ত্রনে নেই- সেটা এখন সম্মোহনকারীর (hypnotist) নিয়ন্ত্রনে চলে গেছে। আপনার ভিতরে তৈরি হওয়া নতুন সত্ত্বাকে দাবী করার কেউ নেই। পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে, আপনার ভিতরে তৈরি হওয়া নতুন সত্ত্বার মালিক হচ্ছে ঋগবেদের লেখক।

"Whence was it produced? Whence is this creation?" = "এটি কোথা থেকে উৎপন্ন হল? কোথা থেকে এল এই সৃষ্টি?" আপনার ভিতরে তৈরি হওয়া নতুন সত্ত্বা (বিশ্বাস) কখন তৈরি হল? কোথা থেকে উৎপন্ন হল? কোথা থেকে এল এই সৃষ্টি? সম্মোহনকারী (hypnotist) ঋগবেদার (Rig Veda)

লেখক পরোক্ষভাবে বলছেন, "তোমার ভিতরের নতুন সত্ত্বাকে কি আমি উৎপন্ন করি নি? এই সত্ত্বাকে আমিই কি সৃষ্টি করি নি?
এটা হচ্ছে Perfect Hypnotism এর উদাহরণ।

"Gods came afterwards, with the creation of this universe." = "মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে God থাকেন কিন্তু পরিচয় প্রকাশ করেন (মহাবিশ্ব সৃষ্টির) পরে"। এতক্ষণ ধরে ঘটে যাওয়া পুরো প্রসেসটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তোমার ভিতরে যে নতুন সত্ত্বার (বিশ্বাসের) জন্ম হয়েছে সেটা আমিই সৃষ্টি করেছি তাই আমিই তোমার God – এই কথাই উক্ত বাক্যে আপনার অবচেতন মনকে বলা হচ্ছে।

"Who then knows whence it has arisen?" = "তবে কে জানে কোথা থেকে এর উদ্ভব হয়েছে?" --- "আমি God, আমিই জানি কোথা থেকে এই সত্ত্বার (বিশ্বাসের) উদ্ভব হয়েছে। যদি আমি না জানি তাহলে কে জানে?"

"Whether God's will created it, or whether He was mute;" = সাজেশন দেয়া হচ্ছে, তোমার ভিতরে যে বিশ্বাস আসছে তা GOD এর ইচ্ছায় তৈরি হোক বা GOD এর নির্লিপ্ততায় তৈরি হোক – এটি গ্রহন করে নাও। একই সাথে GOD কে অস্বীকার করা হচ্ছে কারণ আমরা জানি GOD এর নির্লিপ্ততায় কিছুই হয় না। সবকিছুই GOD এর ইচ্ছায়ই হয় – এটাই মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদীদের বিশ্বাস। GOD কে অস্বীকার করার মাধ্যমে কালো যাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিজমের শর্ত পুরন করা হয়েছে।
ফ্রেডরিক নিটশে যে তার 'থাস স্পেক জরাথুস্ট্রা' বইয়ে বলেছেন, 'GOD has died'. এখন বুঝতে পারছেন তিনি এ সকল কথা বা skill কোথা থেকে শিখেছেন? বেদের (Vedas) বিভিন্ন বই থেকে অর্থাৎ প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজম থেকে।

উপরের বাক্যটি অন্যভাবেও আপনার অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। "এত দিন যাকে God ভেবেছো তার কোনো ক্ষমতা নেই। তার ইচ্ছা, অনিচ্ছায় কিছুই হয় না।"

“Perhaps it formed itself, or perhaps it did not;” = "হয়তো এটা নিজে নিজেই গড়ে উঠেছিল, কিংবা হয়তো তা হয়নি”; আপনার অবচেতন মন বলবে, এটা (নতুন সত্ত্বা) নিজে নিজেই গড়ে উঠেনি, ঋগবেদের লেখক তৈরি করেছেন কারণ পুরো প্রসেসে সে অংশগ্রহন করেছে। আপনার অবচেতন মন যেন এই কথা বলে এজন্য আবার ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন ঋগবেদের লেখক এই কথা বলে যে ---"হয়তো এটা নিজে নিজেই গড়ে উঠেছিল, **কিংবা হয়তো তা হয়নি**”।

“Only He who is its overseer in highest heaven knows,

Only He knows, or perhaps He does not know.” = "একমাত্র তিনিই জানেন, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে (থাকেন) --- এই নতুন সত্ত্বার তত্ত্বাবধায়ক, কেবল তিনিই জানেন, অথবা হয়তো তিনিও জানেন না"। = আপনার ভিতরে যে নতুন সত্ত্বার (বিশ্বাসের) জন্ম হয়েছে তা স্বর্গে বাসকারী God জানেন – যদি আপনি এই কথা বিশ্বাস না করেন – তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন যে স্বর্গে বাসকারী God আপনার ভিতরে যে নতুন সত্ত্বার (বিশ্বাসের) জন্ম হয়েছে তা জানেন না।

কালো যাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিজমের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কালো যাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিজম আপনার ভিতরে যে বিশ্বাস ঢুকাবে তা থেকে বের হতে দিবে না। এটা আপনাকে Powerful Conditioning করবে। উপরের দুটি বাক্যে সেটাই করা হয়েছে। আপনার অবচেতন মনকে স্বীকার করতেই হবে যে, তার ভিতরে নতুন সত্ত্বার (বিশ্বাসের) জন্ম হয়েছে নইলে সে God কে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ সে নাস্তিক।

প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজমের ধর্মগ্রন্থ আবেস্থা (Avesta) ছিল মারাত্মক কালো যাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিসমে ভরপুর যার প্রমাণ আমরা ঋগবেদে পাই। ঋগবেদ (Rig Veda) আবেস্থার (Avesta) মতই মারাত্মক কালো যাদু বা ব্ল্যাক হিপনোটিসমে ভরপুর। ঋগবেদ এসেছে আবেস্থা থেকে, তাই দু'টি আসলে একই জিনিস – কালো যাদু।

ঋগবেদের উপরের দুটি বাক্যে GOD কে অস্বীকার করা হয়েছে এই কথা বলে যে, GOD নাও জানতে পারেন – আপনার ভিতরে নতুন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে কি না? কিন্তু এবার আপনার অবচেতন মনকে Conditioning করা হয়েছে যে, যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে তুমি বিশ্বাস করো যে, GOD

সকল কিছু জানেন না অর্থাৎ তুমি নাস্তিক। Conditioning এর মাধ্যমে পূর্বের বিশ্বাস ভেঙ্গে নতুন বিশ্বাস ঢুকানো হচ্ছে আপনার অবচেতন মনে।
একজন মানুষ (খ্রিস্টান বা মুসলিম বা ইহুদী) এই কালো যাদুর বা ব্ল্যাক হিপনোটিজমের 'হেম' (hymn) বা শুক্লা পড়লে তাকে তার বিশ্বাস ছেড়ে বেদে (Vedas) বিশ্বাস করাতে এই হিপটোজমের পদ্ধতি নেয়া হয়েছে।

আমি ঋগবেদের উক্ত 'হেম' (hymn) বা শুক্লাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, অন্য কেউ হয়তো অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু এই 'হেম' (hymn) বা শুক্লা যে একটি হিপনোটিসম প্রোগ্রাম – এতে দ্বিমত করবেন না। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

এখন বুঝা যাচ্ছে আলেকজান্ডার কেন প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজমের সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন কারণ ঐ বই পড়লে মানুষ হিপনোটিক হয়ে পড়তো। এখন বুঝা যাচ্ছে কেন রোমানরা জোরোস্টারকে যাদুর জনক বলতেন।

আরিয়ানদের চেনার আরেকটি উপায় হচ্ছে এরা মানুষের গণহত্যাকে সমর্থন করে।
সবচেয়ে বেশি আরিয়ান আছে জার্মানিতে। তারা গত ১০০ বছর ধরে গণহত্যা (২য় বিশ্বযুদ্ধ) করেছে অথবা গণহত্যাকে (গাজা গণহত্যা) সমর্থন করেছে। এরা নিজেদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে Sub-Human মনে করে।

ইসরায়েল একটি আরিয়ান রাষ্ট্র। এরা গণহত্যা করে। এখন ইসরায়েল, ইন্ডিয়া (BJP), জার্মানি,ইতালি বন্ধু হয়েছে কিভাবে? কারণ তারা চিনতে পেরেছে যে,তারা সবাই চিলড্রেন অফ ইসরায়েল এবং আরিয়ান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোয়েন্দা সংস্থা, সামরিক বাহিনী, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, মিডিয়া, ইত্যাদিতে আরিয়ানরা পরিচয় লুকিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাদের Planning এবং Execution চলছে। হিটলারের মত পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসতে আরিয়ানদের একটি বিশ্বযুদ্ধ দরকার। সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। তারা বুদ্ধি দিবে, কারণ তৈরি করবে আর নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তাদের পক্ষে

কথা বলবে, জনমত তৈরি করবে আর আমাদের বিশ্ব নেতারা চাপে পড়ে যুদ্ধ শুরু করবে। এভাবে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে।

একজন প্রবীণ সচিব যিনি আয়ামি লীগ,(রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ) এবং বিএনপি,(রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ) সবার কাছে সম্মানিত তিনি বলেছেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলেছিলাম, "আপনি ঐ ভালো কাজগুলো করেন না কেন?" তিনি বলেছেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী হলেও সবকিছু করতে পারি না, আমাকে অন্যদের কথামত চলতে হয়।" একই কথা উক্ত সচিব শেখ হাসিনাকে বললে, তিনি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী হলেও সবকিছু করতে পারি না, আমাকে অন্যদের কথামত চলতে হয়।"

একই অবস্থা সারা পৃথিবীর সকল নেতা এবং জেনারেলদের। ভালো কাজ করতে গেলে দেখবেন - পিছনে লোক নেই। কিন্তু এখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে পুরো মানবজাতি শেষ হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে যুদ্ধ শুরু করবেন না কারণ আরিয়ানরা চাচ্ছে যেকোনো ভাবে একটি বড় যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ লাগানো যায় কি না। কারণ তারা জানে বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া তারা পৃথিবীর শীর্ষে উঠতে পারবে না।

পৃথিবীর শীর্ষে উঠতে আরিয়ানরা সবকিছু করবে কারণ প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ানিজমের হিপনোটিজম তাদেরকে পশুতে রুপান্তর করেছে। তারা ফিরে আসবে না। আমরা এখন পৃথিবীর সেরা জাতি চিলড্রেন অফ ইসরায়েলের মুখোমুখি হয়েছি - যারা আরিয়ান হয়ে গেছে। বুদ্ধি, মেধায় তারা আমাদের উপরে – এই কথা আল্লাহ (GOD) বলেছেন। তারা হচ্ছে Chosen People.

তাদের বিরুদ্ধে জ্ঞানের লড়াই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা আমাদেরকে বুদ্ধিতে বার বার পরাজিত করছে। তারা ধর্মগ্রন্থের অর্থ, ব্যাখ্যা পাল্টে ফেলে নিজেদের সুবিধামত কাজে লাগাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে, কূটনৈতিকভাবে আমরা তাদের কাছে পরাজিত হচ্ছি।

২০২০ সালে জার্মানি 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটির ২ লাখ (200 thousand) কপি ছেপেছে। কেন? কারণ তারা আরেকজন হিটলারকে খুঁজছে যে পুরো ইউরোপের নেতাদের হিপনোটাইজ করে জার্মানি এবং ইসরায়েলকে অর্থাৎ আরিয়ানদের পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসাবে। আমেরিকা, রাশিয়া, চিনের কি হবে? তারা নিজেরা নিজেরা লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর রাজনীতিকে এবার এমনভাবেই সাজানো হয়েছে। আমার কথাগুলোকে কেউ ভবিষ্যৎ বানী হিসেবে নিবেন না। আমি কোরআন, হাদিস, ইতিহাস পড়ে এই কথাগুলো বলেছি। আমার কথা কোরআন-

হাদিসের ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আমার ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে আবার ঠিক ও হতে পারে। তাই চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহন করবেন বা বর্জন করবেন।

আমার কাজ শেষ। আমি যতটুকু পেরেছি, সত্য প্রকাশ করেছি। সম্পূর্ণ বইটি শুধু কোরআন বা শুধু বাইবেল থেকে লেখা সম্ভব ছিল কিন্তু আমি কোরআন এবং বাইবেল উভয়টি থেকে তথ্য নিয়ে দেখিয়েছি যে, সত্য সব জায়গায়ই বলা আছে - আমাদেরকে শুধু খুঁজে নিতে হবে।

অবশিষ্টঃ

* বর্তমানে যারা পার্সি বা জরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্ম মেনে চলেন তারা আরিয়ান নন। আশা করি, পার্থক্যটা বুঝা গেছে।

* আমার অনেক বইয়ে 'তমাল ভাই' নামে একটি চরিত্র পাবেন। এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র। আমার বইগুলোকে রহস্যময় করতে আমি তমাল ভাই নামের চরিত্রটি এনেছি যাতে বইগুলো পড়তে পাঠক আকর্ষণ পান।

* অনুগ্রহ করে কেউ 'থাস স্পেক জারাথুস্ট্রা' বইটি পড়বেন না। সারা বিশ্বব্যাপী বইটি দ্রুত নিষিদ্ধ করা উচিত। সারা বিশ্বব্যাপী লেখক ফ্রেডরিখ উইলহেম নিটশের সকল বই, লেখা নিষিদ্ধ করা উচিত।

* এই বইটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। বইটির pdf link শেয়ার করা সহজ।

* বইটি সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত (Copy Right free / Public Domain / Public Property)। যে কেউ বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন।

* কেউ পারলে বইটি ইংলিশে অনুবাদ করবেন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে Upload করে দিবেন। এটি হয়তো গত ১০০ বছরে লিখা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই।

* অনুগ্রহ করে বইটি নিজের নামে চালিয়ে দিবেন না। বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য আপনার বইয়ে ব্যাবহার করলে রেফারেন্সে এই বইটির নাম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার লিখে দিবেন।

* বইটি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজনীতিক, জেনারেলদের কাছে পৌঁছে দিবেন।

* আমার অন্য বই "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইটি পড়বেন। বইটি গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ বই, তাই পড়তে বললাম।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর তরফ থেকে আর মন্দ কিছু থাকলে সেটা আমার এবং শয়তানের তরফ থেকে।

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

.....